বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

দুর্গম যাত্রা

কাজী মাহমুদুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

দুর্গম যাত্রা

কাজী মায়মুর হোসেন

পাহাড় থেকে নেমে এল বিশালদেহী মারকুটে জেমস ফ্ল্যাগ।
মাতাল অবস্থায় ওকে লোভনীয় চাকরি দিতে চাইল
প্যালেস সেলুনের মালিক।
দায়িত্ব—ওয়্যাগন ট্রেনের গাইড হয়ে
ওকে যেতে হবে ব্ল্যাক হিলসে,
ইণ্ডিয়ান আর আউট-লদের হাত থেকে
বাঁচাতে হবে ওয়্যাগন ট্রেন।
চাকরি নিল জেমস, প্রথম থেকেই শুরু হয়ে গেল শত্রুতা।
ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে সবার আসল চেহারা।
শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে কেউ জানে না, কিন্তু পিছিয়ে এল
না দুঃসাহসী জেমস। সে কি পারবে দায়িত্ব পালন করতে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

দুর্গম যাত্রা

কাজী মায়মুর হোসেন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8138 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DURGAM JATRA
A Western Novel
By Qazi Mamur Husain

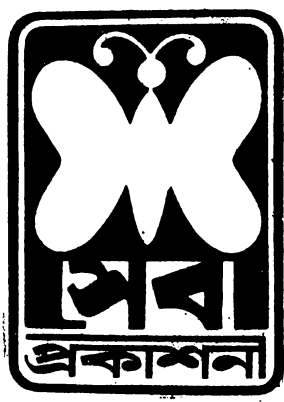

আটাশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দুর্গম যাত্রা

ওয়েস্টার্ন

দুর্গম যাত্রা

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।
রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী।
জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
বজলুর রহমান: বাজি।
খসরু চৌধুরী: ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।
তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।
কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।
কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি।
প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি।
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।
শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

এক

প্যালেস সেলুনের বার কাউন্টারে দু'কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে জেমস ফ্ল্যাগ, লম্বাটে ঘরের ভেতর চোখ বোলাচ্ছে। সেলুনে উপস্থিতদের বেশির ভাগই মাইনার। কাউহ্যাণ্ড আর ফোর্ট রাসেলের সৈন্যও আছে বেশ ক'জন।

ওয়াইল্ড রিভার কান্ট্রি থেকে তিন দিন আগে শাইয়্যানে এসেছে জেমস। এখন আর ওর কাছে এক ডলারও নেই, তবে পেট ভরে আছে বাজে হুইস্কিতে। হতাশা দূর করার জন্য গলা পর্যন্ত গিলেছে সে। কাজ হয়নি, রাগ আরও বেড়েছে হতাশার সঙ্গে সঙ্গে। ও ভালমত জানে বুনো পশ্চিমের মুক্ত জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাগ আর হতাশার কারণ সেটাই। বেশিদিন আর নেই, পাউডার রিভার এবং ইয়েলো স্টোন রিভার কাউন্টিতে দখলদারিত্ব করবে মিলিটারি।

জেনারেল ক্রুক পনেরোশো সৈন্য নিয়ে ফোর্ট ফেটারম্যান থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ানদের প্রতিরোধ ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে। এরপরে এলাকাটা ক্ষতবিক্ষত করতে ব্ল্যাক হিলসে যাবে অসংখ্য মাইনার। ফার্মাররা ঘাসজমিতে লাঙল চষে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করবে। এক সময় বাফেলোর বিশাল পালের মতই

বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইণ্ডিয়ান জাতি।

যুগের সাথে জীবনযাত্রা পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছে জেমস ফ্ল্যাগ, ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না। দু'হাতে চিবুক ডলে এক পা সামনে বাড়ল সে।

'না, ফ্ল্যাগ,' পেছন থেকে বলল বারটেণ্ডার, 'ঝামেলা কোরো না, এবার কিন্তু সহ্য করব না।'

'সাহস থাকলে যে কোনও চারজন উঠে দাঁড়াও,' কথাটা না শোনার ভান করে হাঁক ছাড়ল জেমস। একজনও সরাসরি তাকাচ্ছে না ওর দিকে, অনেকেই তাকে চেনে। যারা চেনে না তারাও বুঝতে পারছে সাড়ে ছ'ফুটি ওই পেশীবহুল দানবের গায়ে শক্তি আছে।

ব্যাটউইঙের সামনে দাঁড়িয়ে প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট পরা লম্বা এক লোক প্রশংসামাখা চোখে জেমস ফ্ল্যাগকে দেখছে। বারটেণ্ডার প্রায় ছুটে চলে গেল সুদর্শন লোকটার পাশে, হাত আঁকড়ে ধরে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ওকে থামানো দরকার, ডিউক!'

চুপ করে থাকল সেলুন মালিক ডিউক ওয়েন, জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। এক দৃষ্টিতে দেখছে জেমসকে।

'ওই লোক জেমস ফ্ল্যাগ,' আবার বলল বারটেণ্ডার, 'তুমি সেলুনটা কেনার পর এই প্রথম শাইয়্যানে এসেছে। ঝামেলা...'

'জানি,' অধৈর্য কণ্ঠে থামিয়ে দিল ডিউক ওয়েন। 'দেখতে চাইছি লোকমুখে যতটা শুনেছি তার অর্ধেক যোগ্যতাও ওর আছে কিনা

কাউন্টারে ফিরে এসে জেমস ফ্ল্যাগের পেছনে দাঁড়াল হতাশ বারটেণ্ডার। বুঝতে পারছে সেলুনের বারোটা বাজাবে মাতাল দানবটা, অথচ কিছু করার নেই।

চারজন লোক জেমসের কাছেই একটা টেবিলে পোকার খেলছে। পোশাকে বোঝা যায় ওদের মধ্যে তিনজন কাউহ্যাণ্ড। অন্য লোকটার পরনে ঝলমলে স্যুট। ধূর্ত চেহারা। এক পলক দেখেই বলে দেয়া যায় সেলুনের জুয়াড়ী। লম্বা পদক্ষেপে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেমস, উঁচু গলায় কাউহ্যাণ্ডদের উদ্দেশে বলল, 'বোকা না হলে চালাক লোকটার সঙ্গে কক্ষনো জুয়া খেলতে না; দেখো কিভাবে তোমাদের উপকার করি। আমি না থাকলে তো একেবারে পকেট খালি করে নিত!'

টেবিলের কোনা দু'হাতে ধরে হাসতে হাসতে উল্টে ফেলে দিল সে, চোখে উৎসাহ নিয়ে দুলতে দুলতে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল, আশা করছে এখনই ওকে আক্রমণ করা হবে। শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল টেবিল, মেঝেতে ছড়িয়ে গেল কার্ড আর পোকার চিপস।

একই সাথে চেয়ার ছাড়ল ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া খেলার চার খেলোয়াড়, পা বাড়াল মারমুখী ভঙ্গিতে। এগিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে ডানহাতি ঘুসি বসিয়ে দিল জেমস সামনের লোকটার চোয়ালে। পেছন থেকে সঙ্গীরা সরে যাওয়ায় দেখে মনে হলো পাখা গজিয়েছে বেচারার। উড়ে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল মেঝেতে। অনড় পড়েই থাকল, অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাকি তিনজন একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিস্টনের মত দু'হাত চালাচ্ছে ওরা। পাল্টা আক্রমণ না করে শুধু প্রতিরোধ করল জেমস। মিনিটখানেক পর ওর মনে হলো যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়েছে প্রতিপক্ষদের। হাত-পা ধরে এক ঝটকায় জুয়াড়ীকে মাথার ওপর তুলে ফেলল সে, ছুঁড়ে দিল ঘরের মাঝখানে। হুড়মুড় করে সরে

গেল লোকজন উড়ন্ত জুয়াড়ীকে আসতে দেখে। একটা টেবিল ভেঙে মেঝেতে পড়ল জুয়াড়ী, বসার চেষ্টা করে ককিয়ে উঠে কোমরে দু'হাত রেখে শুয়ে পড়ল আবার।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল জেমস, বিস্মিত চেহারায় দেখল কাউহ্যাণ্ড দু'জন ওর বুক আর পেটে ঘুসি মারছে। ডানদিকের লোকটার চোয়ালে গায়ের জোরে চড় বসিয়ে দিল সে, হাসিমুখে দেখল চরকির মত ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে কাউহ্যাণ্ড। চোখ পিটপিট করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা, ভাব দেখে মনে হলো এইমাত্র ঘুম থেকে ওঠায় কিছু বুঝতে পারছে না।

'তুমিই আমার শেষ ভরসা,' শেষ প্রতিপক্ষের পেটে চার আঙুলের খোঁচা মেরে হাসল জেমস ফ্ল্যাগ। ভেবেছিল কাউহ্যাণ্ড সামলে নিতে পারবে, কিন্তু ব্যথায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল লোকটা। মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, বুঝে ফেলেছে জীবনভর লড়েও জেতা যাবে না।

'কি হলো, আর কেউ?' হাততালি দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল হতাশ জেমস, উঁচু গলায় বলল, 'আমার তো এখনও ঘামই বের হলো না; আজকাল কি ছেলেরা সেলুনে আসা ছেড়ে দিয়েছে?'

একেবারে প্রথম থেকে এখানে চাকরি করছে, জেমসকে তিন তিনবার সেলুনটা তছনছ করতে দেখেছে বারটেণ্ডার। আর সহ্য করতে পারল না সে, বারের পেছন থেকে একটা বিলিয়ার্ড কিউ বের করে সজোরে নামিয়ে আনল জেমসের মাথায়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চেহারায় বারটেণ্ডারকে দেখল জেমস, নিচু গলায় বলল, 'এমন করে আর স্টিক ভেঙো না, হারগাডিন, আমার মাথায় ব্যথা হলে বা ফুলে গেলে তখন?'

মুখে কোনও জবাব যোগাল না, ভাঙা কিউ হাতে বোকার মত তাকিয়ে থাকল বারটেণ্ডার। বিস্ময়ের জায়গায় ভয় এসে হাজির হলো তার দু'চোখে। এরপর কি হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে একজন জুয়াড়ী দৌড়ে গেল সেলুনমালিকের কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'ডিউক, পাগলটাকে না ঠেকালে হারগাডিনকে খুন করে ফেলবে!'

মাথা ঝাঁকাল সেলুনমালিক। যা দেখার দেখে নিয়েছে সে, জেমসকে দিয়ে ওর কাজ হবে। 'ঠিক আছে, জ্যাক, থামাও ওকে।'

জ্যাক উইনশীপ পা বাড়িয়ে দেখল দু'হাতে বারটেণ্ডারের গলা চেপে ধরে ঝাঁকাচ্ছে জেমস ফ্ল্যাগ। বাজপাখি ছোঁ দিলে ইঁদুর যেমন ছোটার চেষ্টা করে সেরকম পাছড়াপাছড়ি করছে, কিন্তু নিজেকে ছাড়াতে পারছে না হারগাডিন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে পেছন থেকে মাতাল ফ্ল্যাগের মাথায় সিক্সগানের ব্যারেল নামিয়ে আনল জুয়াড়ী। ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ গরম করে তাকে দেখল জেমস, তারপর হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল। দুনিয়া আঁধার ঠেকল হঠাৎ, জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে।

ভীত, ঘর্মাক্ত বারটেণ্ডার নিজেকে সামলে নেয়ার পর ডিউক ওয়েন ভীড় করে এগিয়ে আসা কাস্টোমারদের হাত নেড়ে জায়গায় ফিরে যেতে ইশারা করল। দু'মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এল সেলুনে। ভাঙা টেবিল-চেয়ার সরিয়ে ফেলা হলো, আহত জুয়াড়ী আর কাউহ্যাণ্ডদের পাঠানো হলো ডাক্তারের কাছে।

কিছুক্ষণ পর যমজ দু'ভাই, আইক আর ডেভ মিলার্সকে ডাকল ডিউক ওয়েন, অজ্ঞান জেমস ফ্ল্যাগকে দেখিয়ে বলল, 'একে আমার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও, আমি যাচ্ছি সুসানাকে খবর দিতে।'

পা বাড়াতেই ডিউক ওয়েনের কাঁধে হাত রাখল জ্যাক

উইনশীপ। 'ভুল করছ, ডিউক, জেমস ফ্ল্যাগ অন্য ধরনের মানুষ। ওকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবে না, খামোকা ঝামেলা বাড়াচ্ছ।'

'সে আমি বুঝব,' কাঁধ থেকে হাত ঝেড়ে ফেলে ক্রুদ্ধ জুয়াড়ীকে ছাড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল ডিউক ওয়েন। একেকবারে তিন ধাপ উঠে দোতলায় পৌঁছল। ব্যালকনি ধরে হেঁটে তৃতীয় দরজায় নক করে নবে মোচড় দিয়ে দেখল ভেতর থেকে বন্ধ।

কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়ানো মহিলার বয়স প্রায় সেলুনমালিকের সমানই হবে, অন্তত পঁয়ত্রিশ। দোহারা গড়ন, অপূর্ব সুন্দরী। গভীর বড় বড় কালো চোখের সঙ্গে লম্বা সোনালী চুল দারুণ মানিয়েছে। পরনে সাধারণ ম্যাক্সি থাকলেও দেহ সৌষ্ঠব যে কোনও পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

'আজ এত তাড়াতাড়ি যে?' ডিউক ওয়েনকে দেখে হাসল সুসানা। 'তোমার গোসলের পানি অবশ্য গরম...'

'এসো, একটা কাজ আছে,' থামিয়ে দিয়ে বলল ডিউক ওয়েন। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ঘরের দরজা ইশারা করল।

'শুধু কাজ কাজ আর কাজ, তোমার কাজ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি,' চৌকাঠে হেলান দিল সুসানা।

'তোমাকে যথেষ্ট বেতন আর সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এসো।'

সেলুনমালিকের কথাটা রূঢ় শোনালেও মিথ্যে নয়, দরজা ভিড়িয়ে নীরবে অনুসরণ করল সুসানা। ব্যালকনির প্রথম দরজায় ডিউকের অ্যাপার্টমেন্ট। ভেতরে ঢুকল ওরা, সু-সজ্জিত পার্লার পেরিয়ে বেডরুমে চলে এল। কিচেনে গরম পানি ফুটছে, সেই

তাপে স্বাভাবিকের চেয়ে উষ্ণ হয়ে আছে ঘরটা।

বিছানায় চিত করে শোয়ানো হয়েছে জেমস ফ্ল্যাগকে, খুব ধীরে ধীরে দম নিচ্ছে সে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। মাথার ক্ষত থেকে সরু একটা রক্তস্রোত কপাল বেয়ে কানের দিকে নেমে চলে গেছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুসানা, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মরে গেছে?'

'না,' মাথা নাড়ল ডিউক ওয়েন, 'এত সহজে মরার লোক না জেমস ফ্ল্যাগ।'

মনিবকে হাসতে দেখে যমজ দু'ভাইয়ের ঠোঁটও প্রসারিত হলো। ওরা দু'জন দেখতে একদম এক রকম, দেড় মিনিটের বড় আইকের গলায় একটা কাটা চিহ্ন না থাকলে কেউ তফাৎ ধরতে পারত না। গত সেপ্টেম্বরে সেলুনটা কেনার সময় থেকে ওদের দেখছে, তবু প্রায়ই ভুল করে ফেলে ডিউক ওয়েন। ডেভের বদলে প্রশংসা করে আইককে, আবার আইক দোষ করলে চড়াও হয় ডেভের ওপর।

পুরুষরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে জেমস ফ্ল্যাগকে দেখছে দেখে নাক কোঁচকাল সুসানা। 'ইণ্ডিয়ানদের মত নোঙরা পোশাক পরে আছে লোকটা! ডেকেছ কেন, কি করতে হবে আমাকে?'

'ওর বাকস্কিনের আউটফিট খুলে গোসল করানো হচ্ছে তোমার প্রথম কাজ,' বলল ডিউক। 'তারপর চুল কেটে দেবে। দাড়িও ছাঁটতে হবে, দেখে যাতে জংলী মনে না হয়।'

'অসম্ভব!' কয়েক পা পিছিয়ে প্রতিবাদ করল সুসানা। 'কাপড় ধোয়া, রান্না থেকে শুরু করে আমি তোমার সমস্ত চাহিদা পূরণ করছি, কিন্তু এমন তো কথা ছিল না...'

ফালতু কাজে চোয়াল নাড়ছে বুঝে চুপ হয়ে গেল সুসানা। ওকে পেরিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে সেকেনমালিক। বেরিয়ে যাওয়ার আগে যমজ দু'ভাইকে বলল, 'সুসানাকে সাহায্য করো তোমরা। যেরকম ব্যথা পেয়েছে, আমার মনে হয় না জেমস ফ্ল্যাগ জ্ঞান ফেরার পর ঝামেলা করবে। তবু সাবধান! আর···কাজ সেরে ওর জন্য আরেকসেট বাকস্কিন আউটফিট কিনে আনবে।'

'ও যদি সত্যি সত্যি ট্রেইল ধরে, তাহলে ইণ্ডিয়ানদের হাতে খুন হতে হবে আমাদের,' দরজা বন্ধ হবার পর সখেদে বলল সুসানা। তাকাল দু'ভাইয়ের দিকে। 'কি হলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ কেন? তাড়াতাড়ি লোকটার বাকস্কিন খোলো, চেষ্টা করে দেখি ধুলো খুঁড়ে ওর গায়ের চামড়া খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।'

দুই

অন্ধকার, শীতল ভোর; কুয়াশা যেন পণ করেছে সকাল হতে দেবে না। চোখ মেলল জেমস ফ্ল্যাগ। দুলে উঠল ঘরের সিলিঙ। ব্যথা। অসহ্য ব্যথা। মাথাটা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। চোখ বন্ধ করল আবার। কোথায় আছে কিছু বুঝতে পারছে না। চিন্তা করার ইচ্ছে নেই, দপদপ করছে, হাতুড়ির ঘা পড়ছে মাথায়। কাল রাতের ঘটনা প্রায় কিছুই মনে নেই ওর, তবে ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নগুলো

জ্বালিয়েছে খুব। দেখেছে অন্যায় ভাবে খুন করা হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের, জমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে, গায়ে পড়ে যুদ্ধ বাধানো হচ্ছে মহান একটা জাতিকে খতম করার জন্য।

দশ মিনিট পর আবার চোখ খুলল সে, চমৎকার ডাবল বেড খাট দেখে সন্দেহ হলো এখনও স্বপ্ন দেখছে। গত এক বছরে এই প্রথম সত্যিকার কোনও বিছানায় ঘুম ভাঙল ওর। এখন অল্প অল্প মনে পড়ছে গতরাতের কথা। দু'জন লোক ওর কাপড় খুলে নিচ্ছিল, বাধা দিতে চেষ্টা করে মাথার ব্যথায় জ্ঞান হারায় সে।

তারপর যখন জ্ঞান ফেরে, বুঝতে পারে ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গরম পানির টাবে শোয়ানো হলো ওকে, কোত্থেকে যেন হাজির হলো এক স্বর্ণকেশী সুন্দরী। সবটাই স্বপ্ন নয়তো? না বোধহয়। আস্ত একটা সাবান ওকে গোসল করানোর পেছনে শেষ করা হয়েছে। গন্ধটা ওর কাছে বিশ্রী লেগেছে; এখনও নাকে ভেসে আসছে। তারপর কাঁচি দিয়ে চুল-দাড়ি কাটতে শুরু করল মহিলা, না আগেই? যাই হোক, বাধা দিতে গিয়ে জ্ঞান হারাল সে।

'জ্ঞান ফিরেছে, ডেভ, সুসানাকে খবর দাও,' একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল জেমস্। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল একজন।

বিস্মিত চেহারায় কপাল টিপে ধরল সে। 'মাথা খারাপ হয়ে গেল, নাকি চোখের ভুল! প্রথমে ঝাপসা ভাবে একজনকে দেখলাম দু'জন, তারপর একজন যদি হেঁটে চলে যায়···তুমি তাহলে থাকো কি করে?'

'চোখ তোমার ঠিকই আছে,' হাসল আইক মিলার্স। 'আসলে আমরা দু'জন যমজ ভাই। ডেভ আর আইক। ডেভ গেছে তোমার

ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে।' গলার কাটা দাগ আঙুল দিয়ে দেখাল সে। 'আমাদের আলাদা করতে হলে এই দাগ দেখে চিনতে হবে।'

উঠে বসেও আবার শুয়ে পড়তে হলো জেমসকে। মাথা ঘুরে উঠছে, ব্যথায় মনে হচ্ছে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে করোটি। 'ছাদ ভেঙে পড়েছিল নাকি?' মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে জানতে চাইল সে।

'তোমার অবস্থা দেখে খুব হতাশ হবে ডিউক ওয়েন,' উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল আইক। 'একটু পরেই সে কথা বলতে আসবে।'

'ডিউক ওয়েন কে?'

'প্যালেস সেলুনের মালিক।'

'আমি তাকে চিনি না, চিনতেও চাই না,' দাঁতে দাঁত চেপে বিছানার ওপর বসল জেমস। ব্যথার ঢেউ কমে আসা পর্যন্ত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'যাকে চিনি না তার সঙ্গে আবার কথা কিসের! আমাকে আমার কাপড়-জামা দিয়ে দাও, নিজের পথ ধরি।'

'কি করে দেব, ওগুলো সুসানা নিয়ে গেছে ধোয়ার জন্য। মনে নেই; গোসল করাল যখন?'

'তাহলে আসলেই?' ভ্রূজোড়া কপালে তুলে ফেলল জেমস ফ্ল্যাগ, কয়েক মুহূর্ত পর সামলে নিয়ে বলল, 'নাহ্, তুমি ঠাট্টা করছ, কোনও মহিলা আমাকে গোসল করাতে যাবে কোন্ দুঃখে!'

'ডিউকের নির্দেশ। গোসল তো করিয়েছেই, তারপর তোমার জামা-কাপড় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে।'

'এই মাত্র যে বললে ধুতে নিয়ে গেছে?' চোখ পাকিয়ে তাকাল জেমস, চমৎকার পোশাকটার জন্য দুঃখ হচ্ছে ওর।

'আগুনে পোড়ানোর কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম,' নির্বিকার চেহারায় জানাল আইক। আঙুল তুলে বড় একটা ড্রেসার দেখাল। 'তোমার গানবেল্ট, হ্যাট, স্ক্যাবার্ডে পোরা ছোরা সব ওখানে পাবে।'

মেঝেতে নেমে দাঁড়াল জেমস, পড়ে যাবে এই ভয়ে বেড পোস্ট ধরে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর ড্রেসারের সামনে গিয়ে দেয়াল আয়নায় নিজেকে দেখল। চুল-দাড়ির ভয়াবহ অবস্থা ওর মুখ কুঁচকে দিল, অসন্তোষের গর্জন ছেড়ে জানতে চাইল, 'নাপিত মহিলা কোথায়?'

'এখানে, মিস্টার ফ্ল্যাগ।'

এক হাতে ড্রেসার আঁকড়ে ধরে ঘুরে দাঁড়াল জেমস। কখন যেন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে, কোমরে দু'হাত রেখে আইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্বর্ণকেশী মহিলা। হাসছে। 'চুল কাটা খারাপ হয়ে থাকলে দুঃখিত, মিস্টার ফ্ল্যাগ। অবশ্য তোমার দাড়িটা চমৎকার কেটেছি। ধৈর্য ধরে চেয়ারে একটু বসো, উঁচু হয়ে থাকা চুলগুলো এখনই ছেঁটে দিচ্ছি।'

'অসম্ভব!' দৌড়ে বিছানায় এসে চাদর দিয়ে শরীর ঢাকল জেমস, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বেঁচে থাকতে তোমাকে আর কাঁচি হাতে কাছে আসতে দিচ্ছি না আমি।'

ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করল সুসানা। 'তাহলে এসো, ব্রেকফাস্ট রেডি।'

শরীরে চাদর পেঁচিয়ে নিয়ে সুসানাকে অনুসরণ করে কিচেনে এল জেমস, চেয়ার টেনে বসে পড়ল। সুসানা মগে গরম কফি ঢেলে ওর সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখল। কফিতে চুমুক দিয়ে জেমস

দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আইক, ভাব দেখে মনে হচ্ছে পাহারা দিচ্ছে। তার ভাই ডেভও আছে কিচেনে, এক কোণে চেয়ারে বসে কফি গিলছে কণ্ঠায় ঢেউ তুলে।

টেবিলে দুটো প্লেট নামিয়ে রাখল সুসানা। পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম, বেকন আর ফ্ল্যাপজ্যাক উঁচু হয়ে আছে; সুগন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। ক্ষুধার্ত জেমসের চোখ চক চক করে উঠল, বাঘের মত খাবারের ওপর হামলে পড়ে পাঁচ মিনিটেই প্লেট সাফ করে ফেলল সে। কফি শেষ করে বুঝতে পারল মাথা ব্যথা কমে গেছে অনেক, সুস্থ আর চাঙা লাগছে শরীর।

'গত রাতে কি হয়েছিল?' আরামের ঢেকুর তুলে জানতে চাইল জেমস।

জবাব না দিয়ে বেডরুমের দিকে চলে গেল সুসানা। 'কালকে মারামারির কথা মনে আছে?' জানতে চাইল ডেভ।

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর কি হলো?'

'তারপর বারটেণ্ডারকে গলা টিপে খুন করে ফেলছিলে, তাকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার মাথায় সিক্সগানের বাড়ি দিয়েছে জ্যাক উইনশীপ।'

'কে এই লোক?'

'জুয়াড়ী। ডিউক ওয়েনের ডিলার,' হাসি হাসি হয়ে গেল ডেভের চেহারা। 'তুমি খুঁজবে বুঝে সিডনীতে যাবার টিকেট কেটে ভোরেই তাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছে ডিউক ওয়েন। জুয়াড়ী না, লোকটা আসলে ব্রুস শিলডার্সের খবর যোগায়!'

সুসানা একবাক্স সিগার হাতে কিচেনে এসে ঢুকল। সবাইকে একটা করে দিয়ে বলল, 'এরকম সুযোগ আর পাবে না, আজকে

ডিউক এখানে ফিরে এলে আমাদের চলে যেতে হবে নিজেদের ঘরে।'

'কোথায় গেছে সে?' জানতে চাইল জেমস।

'কোথাও না, কালকে আমার ঘরে ঘুমিয়েছে তাই বলছিলাম,' কাঁধ ঝাঁকাল সুসানা।

'গন্ধে তো তেমন কিছু মনে হলো না,' সিগারটা শুঁকে ধরিয়ে মন্তব্য করল জেমস। কয়েক মুহূর্ত পর সুসানার দিকে তাকাল। 'এত ঝামেলা পোহাচ্ছে, আমার কাছে কি চায় ডিউক ওয়েন?'

'ওর কাছেই জানতে চেয়ো। ও, ভাল কথা, তোমার নতুন কাপড় জামা বিছানার ওপর রেখে এসেছি।'

কাপড় পরতে উঠে পড়ল জেমস চেয়ার ছেড়ে। খেয়াল করল দু'ভাই পিছু নিতে গিয়েও থমকে গেছে।

'সেই ভাল, তৈরি হয়ে নাও,' পেছন থেকে বলল সুসানা। 'ডিউকের আসার সময় হয়ে গেছে।'

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না,' বেডরুমের দিকে পা বাড়াল জেমস। ভাবছে, সেলুনমালিকের কি দরকার থাকতে পারে ওর কাছে?

'দেখা না করে যেতে পারবে না,' একই সঙ্গে বলল যমজ দু'ভাই। ওদের কণ্ঠস্বর নরম, কিন্তু সতর্ক করার সুর চিনতে ভুল করল না জেমস। দোড়গোড়া থেকে ঘুরে তাকিয়ে ওদের দেখল সে। আইক আর ডেভ লম্বায় দু'জনই প্রায় ওর সমান। ওজনেও কাছাকাছি। সুস্থ অবস্থায় ওদের সামলানো কোনও ব্যাপারই নয়, কিন্তু এখন দু'জনের যৌথ আক্রমণ ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

গম্ভীর চেহারায় বেডরুমে ঢুকল জেমস, সুসানার হাসি আর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কিছুক্ষণ পর। মেয়েটা বলছে, 'দেখো, ডিউক ওকে ঠিকই পটিয়ে ফেলবে, আমাদের সঙ্গে সিউদের হাতে মরতে ছুটবে লোকটা।'

তিন

কাপড় পরে ডিউক ওয়েনের পার্লারে এসে বসল জেমস ফ্ল্যাগ। নতুন পোশাক ওকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে, নিজেকে সঙের মত লাগছে ওর। বহুদিন পর কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছে না, উসখুস করছে সর্বক্ষণ। শেষবার এমন হয়েছিল স্কুল পালিয়ে হেডমাস্টারের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে। মেয়েদের সামনে রোদের মধ্যে ওকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেবার। এরপর কখনও আর এতিম জেমস ফ্ল্যাগকে স্কুলে দেখেনি কেউ।

পাঁচ মিনিটের মাথায় ঘরে এসে ঢুকল সুবেশী লোকটা। একে প্যালেস সেলুনে গতকাল দেখেছে, মনে পড়ল জেমসের। ডিউক ওয়েনের চেহারায় বেপরোয়া একটা ভাব আঁছে। জাত জুয়াড়ী। এক পলক দেখে বলে দেয়া যায় যে কোনও ব্যাপারে জুয়া খেলতে সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে আছে লোকটা। সুদর্শন চেহারায় লোভের ছাপ নেই, শুধুই উত্তেজনার খোরাক খোঁজে, অন্যান্য বেশিরভাগ

জুয়াড়ীর মত নয়।

'গতকাল দেখে মনে হয়েছিল আজ বিকেলের আগে উঠতে পারবে না,' হাসিমুখে জেমসের সঙ্গে করমর্দন করল ডিউক ওয়েন। একটা কাউচে বসে পড়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, ঘুরিয়ে না বলে সরাসরি বলতে চাই।'

'বলো।' জেমস ফ্ল্যাগ নিশ্চিত কাজ দিতে চাইবে লোকটা। কাজ ওর দরকারও। বুনো ঘোড়া বেচে আর হান্টিঙ পার্টির গাইড হয়ে জীবন কাটাতে চায় না সে, চায় একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে। ওর একার একটা র‍্যাঞ্চ, যেখানে প্রাচুর্য না থাকলেও সচ্ছলতা থাকবে। ডিউক ওয়েন নিশ্চয়ই সাধারণ কোনও কাজের জন্য ওকে খুঁজছে না, পারিশ্রমিকের অঙ্কটা বড়ই হবে বোধহয়। সেরকম সম্ভাবনা দেখলে আর বেআইনী কিছু না হলে ঝুঁকি যতই হোক, কাজটা নেবে ঠিক করল জেমস।

'ব্ল্যাক হিলসে যেতে চাই আমি,' সিগার অফার করে নিজে একটা ধরাল সেলুনমালিক। 'ওখানে সেলুন খুলব ঠিক করেছি। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন যাবে; সব মিলিয়ে পনেরো-ষোলোটা ওয়্যাগন। ওখানে দ্রুত পৌঁছতে হবে আমাদের, তোমার মত দক্ষ একজন গাইড দরকার। এক হাজার ডলার পাবে কাজটা করলে। ওয়্যাগন ট্রেনের নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার হাতে থাকবে, কেউ কর্তৃত্ব ফলাবে না। কি, রাজি?'

র‍্যাঞ্চ করতে হলে টাকাগুলো ওর খুব দরকার, তবু ঢোক গিলে জেমস বলল, 'প্রস্তাবটা অবিশ্বাস্য, পাগল হয়ে গেছ তুমি! ওই ট্রেইল ধরে অনেকেই ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছে, খামোকা গাইডকে এক হাজার ডলার দেবে কেন?'

'কাজটা এমনিতেই অত সোজা নয়,' সিগারে টান মেরে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ডিউক ওয়েন। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তাছাড়া আরও কিছু বিপদ ওত পেতে আছে। ইচ্ছে হলে হর্নার্স ফ্ল্যাটে গিয়ে ওয়্যাগনগুলো দেখে মনস্থির করতে পারো, ওখান থেকেই রওয়ানা হবে ওগুলো। তোমাকে আমার দরকার, ফ্ল্যাগ। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সঙ্গে যারা যাচ্ছে তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি আমি।'

'কবে রওয়ানা হবে?' উঠে দাঁড়াল জেমস। সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনও ঘাপলা না থাকলে কাজটা নেবে।

'প্রস্তুতি শেষ, কাল সকালেই যাবার ইচ্ছে,' উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল ডিউক ওয়েন। 'অন্তত ওয়্যাগন ট্রেন দেখার জন্য হলেও এসো একবার। তুমি সঙ্গে গেলে অনেক নিরাপদ বোধ করব আমি; ওয়্যাগন বস টম সিভার্স আর অন্যরাও স্বস্তি বোধ করবে।'

'বেশ কাল দেখা হবে। তখন ঠিক করব যাব কি যাব না।' দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল জেমস ফ্ল্যাগ। লক্ষ করল যমজ দু'ভাই ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে। ওদের পাশ কাটিয়ে সেলুনে ঢুকল সে, কোনও বাধা দেয়া হলো না।

ভোরে লিভারি স্টেবলে হাজির হয়ে গেল জেমস। সোরেল গেল্ডিঙটায় স্যাডল চাপিয়ে উইনচেস্টার হাতে শহর থেকে বেরিয়ে এল অনিশ্চিত একটা মন নিয়ে। কাজটায় হয়তো সত্যিই ঝুঁকি আছে জীবনের, তবে সফল হতে পারলে পুরস্কারটাও কম নয়। এক হাজার ডলার অনেক: ওর র‍্যাঞ্চের স্বপ্ন আর কল্পনা থাকবে না।

হর্নার্স ফ্ল্যাটে পৌঁছে সে দেখল পনেরো-ষোলোটা ওয়্যাগন জড়

করা হয়েছে ওখানে। পেছনের পাঁচটা ছাড়া বাকি ওয়্যাগন ডিউকের, সেলুন চালু করার যাবতীয় মালপত্র আর রসদ তোলা হয়েছে ওগুলোয়। সকালে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বেশির ভাগ টিমস্টার। বাড়তি লোকও রয়েছে ওয়্যাগনগুলোর কাছে। বড় একটা কটন উড গাছের তলায় আগুনের ধারে বসে কার্ড পেটাচ্ছে রুক্ষ চেহারার পাঁচজন লোক।

কার্ড প্লেয়ারদের পাশে ঘোড়া থামাল জেমস। ওকে দেখে কার্ড থেকে চোখ সরিয়ে ক্ষণিকের জন্য তাকাল লোকগুলো, তারপর আবার মনোযোগ দিল কার্ডে। প্রত্যেকের উরুতে সিক্সগান ঝুলছে, কাছেই গাছের গোড়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে পাঁচটা উইনচেস্টার রাইফেল।

লোকগুলোর চেহারা আর ভাবভঙ্গি ভাল লাগল না জেমসের। ঘোড়া হাঁটিয়ে গম্ভীর চেহারায় এগারো নম্বর ওয়্যাগনের সামনে পৌঁছল সে, অ্যাক্সেলে গ্রিজ দিতে ব্যস্ত টিমস্টারের কাছে জানতে চাইল টম সিভার্স কোথায়।

খানিক দূরের একটা ওয়্যাগনের পাশে দাঁড়িয়ে আলাপরত লম্বা এক লোককে দেখিয়ে দিল টিমস্টার। 'ওই যে টম সিভার্স।'

ধন্যবাদ দিয়ে এগোল জেমস, টম সিভার্সের পাশে ঘোড়া থেকে নামল। হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে লক্ষ করল ওর নাম শুনে চেহারা কালো হয়ে গেছে সিভার্সের। দায়সারা ভঙ্গিতে হ্যাণ্ডশেক করে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

'কি বলবে বলে ফেলো, ফ্ল্যাগ।'

'আমাকে ওয়্যাগন ট্রেনের গাইড হিসেবে চায় ডিউক ওয়েন।'

'হুঁ, শুনেছি,' ভ্রূকুটি করল সিভার্স। 'সমস্ত প্রস্তুতি আমি শেষ

করলাম, অথচ আমাকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করেনি সে। টাকা বেশি হয়ে গেছে, নিরাপদ একটা রাস্তায় গানম্যান ভাড়া করে ওড়াতে হবে।'

লোকটা বিদ্বেষ লুকাতে চেষ্টা করছে না, ব্যাপারটা জেমসকে চিন্তিত করে তুলল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, 'তোমার আর আমার কাজ আলাদা, মনে হয় মতবিরোধ হবে না। তুমি দেখবে ওয়্যাগন কতদূর এগোল, আর আমি দেখব সবাই যাতে নিরাপদে পৌঁছতে পারে।'

'তুমি তো এদিকের লোক, ইণ্ডিয়ানদের খবর ভাল জানো নিশ্চয়ই,' পকেট থেকে তামাক বের করে মুখে পুরল সিভার্স।

শাইয়্যানে 'এদিকের লোক' বলতে কি বোঝানো হয় ভাল মতই জানে জেমস, তবে রাগল না সে। এদিকের লোক হচ্ছে সেই সব শ্বেতাঙ্গ যারা ইণ্ডিয়ান মেয়েদের বিয়ে করে বুনো, যাযাবর জীবন বেছে নিয়েছে। ওদের অনেকেই এখন বউদের রিজার্ভেশনে ফেরত পাঠাচ্ছে, সভ্যতার ছোঁয়া লাগা নতুন সমাজে টিকে থাকার জন্য বিয়ে করছে শ্বেতাঙ্গ নারীদের।

ওয়্যাগন বস টম সিভার্স চাইছে না সে যাক ওয়্যাগন ট্রেনের গাইড হয়ে। কিন্তু কেন? রোখ চেপে গেল জেমসের মাথায়, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বেতন না দিলেও ডিউক ওয়েনের সঙ্গে যাবে সে।

'তুমি ভুল জানো, আমি এদিকের লোক নই,' অবশেষে অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল জেমস। 'ওয়্যাগনগুলোয় মালামাল তোলা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু রওয়ানা হতে বোধহয় দেরি হবে,' শেষের পাঁচটা ওয়্যাগন আঙুল তুলে দেখাল সিভার্স। 'আমি চাইনি ওদের সঙ্গে

নিতে। বাড়তি ঝামেলা। দ্রুত চলার মত মিউল বা ঘোড়া নেই, কাজও করে অলসের মত। এত করে বলার পরও ওদের না নিয়ে যেতে রাজি হয়নি ডিউক। ফলে পিছিয়ে পড়ব আমরা।'

'যাই, ওদের সঙ্গে কথা আছে,' ঘোড়ার রাসে টান দিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনের শেষ মাথা লক্ষ করে হাঁটতে শুরু করল জেমস। সিভার্সের অস্বাভাবিক আচরণ অবাক করেছে ওকে, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। ওর উপস্থিতিতে নিরাপদ বোধ করার কথা, খুশি হবার বদলে লোকটা বিরক্ত হলো কেন?

সারির সামনের ওয়্যাগন দুটো অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি পার্ক করা হয়েছে। ওগুলোর পাশে ঘাসের ওপর দু'জনকে শুয়ে থাকতে দেখল জেমস। তাদের বউ আর বাচ্চারা বসেছে ওয়্যাগন দুটোর মাঝখানে জ্বালানো আগুনের ধারে। বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা একসঙ্গে খাবার রান্না করে।

ও সামনে দাঁড়ানোয় কথা থামিয়ে তাকাল লোক দু'জন।

'আমি জেমস ফ্ল্যাগ, ওয়্যাগন ট্রেনের গাইড,' নিজের পরিচয় দিল জেমস।

'আমি রিচার্ড রাউলস,' কালো চুলওয়ালা লোকটা উঠে বসে বয়স্ক সঙ্গীকে দেখাল, 'আর এ হচ্ছে জন লিনটন। তোমার কথা আমরা অনেক শুনেছি, সঙ্গে যাচ্ছ জেনে একটা বড় চিন্তা মাথা থেকে দূর হলো।'

লোকটা মুখে যাই বলুক ওর উপস্থিতিতে খুশি না, পরিষ্কার বুঝল জেমস। এমনকি হ্যাণ্ডশেকও করেনি।

তৃতীয় ওয়্যাগনের সামনে আবার থামল সে। এই ওয়্যাগনের মালিক ছোটখাট এক লোক, নাম ব্র্যাড ল্যানট্রি। বাচাল লোক।

আলাপের এক পর্যায়ে বলল, 'টম সিভার্স আর ওর ভাড়াটে শকুনগুলোকে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। ওদের মধ্যে দু'জনকে চিনি; লেসলি আর স্যাভেজ। ওরা কলোরাডোর উতে রিজার্ভেশনে ইণ্ডিয়ানদের কাছে স্মাগলিঙ করে হুইস্কি বেচত। বদের হাড্ডি। ওদের বদলে নেকড়েকে বিশ্বাস করা ভাল।'

চুপ করে থাকল জেমস। ভাবছে সিভার্সের ভাড়া করা গার্ডদের কথা। লেসলি আর স্যাভেজের ব্যাপারে হয়তো জানে না ডিউক ওয়েন। তবে জানলেই বা কি করার আছে, ওয়্যাগন ট্রেন নিয়ে ব্ল্যাক হিলসের পথে রওয়ানা হতে গেলে সিভার্স আর তার বাছাই করা লোকদের ওপর ভরসা করতেই হবে।

'লিলি,' গলা উঁচিয়ে বউকে ডাকল ব্র্যাড, 'একটু এদিকে এসো, লক্ষ্মী, জেমস ফ্ল্যাগ এসেছে কথা বলতে।'

ওয়্যাগনের ওপাশ ঘুরে যে মহিলাকে জেমস এগিয়ে আসতে দেখল এমনটা দেখতে পাবে আশা করেনি। ওর চেয়েও অন্তত একমাথা উঁচু হবে লিলি। চওড়া, প্রকাণ্ড কাঁধ। বিশাল হলেও দেহ বেমানান নয়, নারীসুলভ কমনীয়তাও আছে চেহারায়।

শক্ত তালুতে জেমসের হাত পুরে নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করল মিসেস ল্যানট্রি। আশ্চর্য সুরেলা স্বরে বলল, 'খুশি হলাম তুমিও যাচ্ছ শুনে। আমাদের সাহায্য করলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

জেমস কোনও কথা বলার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ওয়্যাগনের ওপাশে চলে গেল মহিলা। ওকে বিস্মিত চেহারায় তাকাতে দেখে ব্র্যাড বলল, 'লিলি কথা একটু কম বলে। ও আসলে বলতে চেয়েছে যে সিভার্স চায় না আমরা ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে যাই। আমাদের ঘোড়াগুলো দুর্বল তো, তাঁর ধারণা সবাইকে দেরি

করিয়ে দেব আমরা। অথচ ব্ল্যাক হিলসে ছাড়া নতুন স্টোর খুললে আর কোথাও চলবে না, ওখানে যেতে আমাদের হবেই। মিস্টার ডিউক অবশ্য বলেছে লাগলে মিউল ধার দেবে, কাজেই চিন্তা করছি না। শুধু...'

সিভার্স যাতে তোমাদের বাদ দিতে না পারে সেটা দেখব আমি,' খুদে লোকটাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল জেমস।

'ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ,' ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে হবে না বুঝে সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল ল্যানট্রির চেহারা।

চতুর্থ ওয়্যাগনের দিকে পা বাড়িয়েও থমকে গেল জেমস। এইমাত্র একটা কালো গেল্ডিঙে চেপে পৌঁছেছে ডিউক ওয়েন। ঘোড়া থেকে না নেমেই সিভার্সের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল সে, তারপর রাজকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে থামল জেমসের সামনে।

'খবর শুনেছ, জেমস?'

'কিসের খবর?'

'রোজবাডে ক্রেজি হর্সের মুখোমুখি হয়েছিল জেনারেল ক্রুক, সাঙ্ঘাতিক মার খেয়ে গুস ক্রীকের কাছে পিছিয়ে এসেছে। রিইনফোর্সমেন্ট আর অ্যামুনিশনের জন্য খবর পাঠিয়েছে সে। তোমার কি মনে হয়, আমাদের ওপর এই পরাজয় কোনও প্রভাব ফেলবে?'

'হ্যাঁ, এখন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ইণ্ডিয়ানরা। ব্ল্যাক হিলসে যাবার পথে ওদের দু'একটা ওয়ার পার্টির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'কি মনে করো, অপেক্ষা করা উচিত?'

'ভেবে দেখো,' বলল জেমস। 'আমার ধারণা ওদের সঙ্গে দেখা

হলেও ঠিকই ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছুনো যাবে।'

দু'এক মুহূর্ত চিন্তা করার পর বেপরোয়া হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল জুয়াড়ীর। 'সবাই তৈরি হোক, যাব আমরা। লড়াই করে হলেও ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

চার

ডিউক ওয়েন চলে গেল নিজের তাঁবু আর ওয়্যাগনগুলোর দিকে। চতুর্থ ওয়্যাগনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পনেরো-ষোলো বছর বয়সের এক কিশোর। জেমস সামনে থামায় চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার, লাল লাল ফুটকি ভরা চেহারায় প্রশংসার হাসি দেখা গেল।

'তুমিই জেমস ফ্ল্যাগ, খালি হাতে গ্রিজলি ভালুক মেরেছিল যে?' ডানহাত বাড়িয়ে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, জেমস ফ্ল্যাগ; তোমাদের গাইড,' গম্ভীর চেহারায় হ্যাণ্ডশেক করল জেমস। 'ভালুকের গল্প কার কাছে শুনেছ জানি না, তবে লোকটা এক নম্বরের মিথ্যুক।'

'কথাটা আসলেই মিথ্যে?' জেমসকে ওয়্যাগনের পেছনে হাত ধরে টেনে আনল ছেলেটা। ছোট একটা আগুন জ্বালানো হয়েছে ওখানে। রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত তরুণীকে দেখিয়ে বলল, 'মায়রা, দেখো কে এসেছে।'

'হ্যালো, ম্যাম,' হাসল জেমস; ছেলেটার পিঠ চাপড়ে বলল 'ভালুকের বাচ্চার বয়স বোধহয় একদিন ছিল।'

'হ্যালো, মিস্টার ফ্ল্যাগ,' আগুন থেকে চোখ তুলে তাকাল মায়রা। 'চিন্তার কোনও কারণ নেই, আমরা পিছিয়ে পড়ে তোমাদের দেরি করিয়ে দেব না।'

'সঙ্গে আর কেউ নেই, শুধু তোমরা দু'জনেই ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছ?' একটু অবাক হয়েছে জেমস। মেয়েটার বয়স বিশ হবে কিনা সন্দেহ আছে, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে বিপজ্জনক ট্রেইলে নেমেছে কেন! এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ব্যক্তিগত প্রশ্নটা সে করেই বসল। 'ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছ কেন?'

'ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছি আমি আর বাড,' শীতল ভঙ্গিতে কথা বলে মায়রা বুঝিয়ে দিল জেমসের অতি কৌতূহল ওর পছন্দ হয়নি। 'আমরা দু'ভাইবোন ডেডউডে মিলিটারি শপ খুলব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে!'

গোমড়া চেহারায় মায়রার টিটকারি হজম করল জেমস, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল পঞ্চম ওয়্যাগন লক্ষ্য করে। মনে মনে বলল, 'বুনো গোলাপ। অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু কাঁটাভর্তি।'

পঞ্চম ওয়্যাগন মালিক অত্যন্ত লম্বা আর চিকন। হলুদ গোঁফের দু'প্রান্ত নেমে এসেছে থুতনির কাছে। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর জেমসকে একটা চুরুট দিয়ে নিজেও ধরাল একটা। সুদর্শন লোকটার মুখে হাসি লেগেই আছে, যে কাউকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারে। টিচার। স্কুল খুলতে ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছে সে। প্রথম দেখাতেই লোকটাকে পছন্দ করে ফেলল জেমস।

'জেমস, রাঁধুনি হিসেবে আমি একেবারে যাচ্ছেতাই,' আগুনের

ওপর ডেকচিটা দেখিয়ে বলল ব্রায়ান সিমকক্স, 'তবে আমার সাথে সাপার করলে খুশি হব।'

'ধন্যবাদ। ঠিক হাজির হয়ে যাব,' মাথা ঝাঁকাল জেমস। 'এখনও জানি না ডিউক ওয়েন আমার খাবারের ব্যাপারে কি ঠিক করেছে।'

মাথা কাত করে একটা ওয়্যাগন দেখাল সিমকক্স। 'ওই যে ওটা হচ্ছে সাপ্লাই ওয়্যাগন। ড্রাইভারই রাঁধুনি; টিমস্টার, সিভার্স আর তার লোকজনকে রেঁধে খাওয়াবে। বোধহয় ওদের সঙ্গেই তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে ডিউক ওয়েন। তবে বদ সঙ্গ সহ্য হবে না তোমার। টিমস্টাররা ভাল মানুষ, কিন্তু সিভার্স আর গার্ডদের ব্যাপারে সন্দেহ আছে।'

'আমারও ভাল লাগেনি ওদের।'

'কিছু একটা পাকিয়ে তুলছে টম সিভার্স। সবাইকে বলে বেড়িয়েছে তুমি নাকি "এদিকের লোক"। কেন বলছে জানি না, তাছাড়া ব্যাপারটা তার বা আমাদেরও তো নয়!'

'বাদ দাও, যত ইচ্ছে মিথ্যে বলুক ব্যাটা,' তিক্ত চেহারায় শ্রাগ করল চিন্তিত জেমস। টম সিভার্স অন্য কোনও কারণে শত্রুতা শুরু করেছে, না ওয়্যাগন বস হিসেবে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে না ভেবে ভয় পাচ্ছে? সিভার্সের আচরণ অস্বাভাবিক, লোক বাছাই করেছে পিঠে ছুরি মারতে পারবে এমন দেখে, কারণটা কি?

'তুমি বরং আমার সঙ্গে খেয়ো,' অবশেষে নীরবতা ভাঙল সিমকক্স। 'ঝামেলা বাধাতে পারে ওরা তোমার সঙ্গে।'

'মনে হচ্ছে সিভার্সকে পছন্দ করো না, তাহলে অন্যদের নিয়ে আলাদা হয়ে না গিয়ে এই ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে যাচ্ছ কেন?'

'হ্যাঁ, আমরা কেউ সিভার্সকে পছন্দ করতে পারছি না,' চুরুটে

শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিমকক্স। 'ওয়্যাগন ট্রেন সিভার্সের না, ওর জন্য নিরাপত্তা ছেড়ে যাব কেন? যদি যেতে হয় সিভার্স দূর হয়ে যাক, ডিউক ছাড়া কেউ অখুশি হবে না।' আগুনের ওপর থেকে ডেকচি নামাল সে, ঢাকনা খুলে দেখে বলল, 'সকালের নাস্তা করেছ? না করলে তাড়াতাড়ি ঘোড়া বেঁধে ফেলো।'

ওয়্যাগন থেকে খানিক দূরে একটা ঝোপের গোড়ায় সোরেল গেল্ডিঙটার দড়ি পেঁচিয়ে ফিরে এল জেমস, বসে পড়ল ব্রায়ানের পাশে। নাস্তা খেতে খেতে দেখল শাইয়্যানের দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা হুড তোলা ওয়্যাগন। চালাচ্ছে দুই যমজের একজন। ওয়্যাগনের পেছনে অন্য ভাইটার সঙ্গে একটা বগিতে বসে আছে তিন মহিলা। সুসানাকে দেখে চিনতে পারল জেমস, বাকি দু'জন অচেনা।

'হায় হায়!' জেমসের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্কুলশিক্ষক। 'ডিউক ওয়েন তার তিন প্রেয়সীকেও নিয়ে চলেছে! ঝামেলা হবে, দেখো; ঝামেলা হবে।'

ওয়্যাগন ট্রেনের মাথায় গিয়ে থামল মহিলাদের ওয়্যাগন আর বাগি। কিছুক্ষণ পর ব্রায়ান আর জেমসের সামনে এসে দাঁড়াল আইক মিলার্স। বড় একটা তাঁবু দেখিয়ে বলল, 'ডিউক সবাইকে যেতে বলেছে। কথা আছে।'

'খাওয়া শেষ করে আসছি,' আইককে বিদায় করে ব্রায়ানের দিকে তাকাল জেমস। 'এখনও সময় আছে, তোমরা নিজেরা একসঙ্গে রওয়ানা হতে পারো। আমার মনে হয় না বাড়তি কোনও বিপদ মোকাবিলা করতে হবে।'

'তা হয় না,' মাথা নাড়ল ব্রায়ান। 'বহু চেষ্টা করেছে সিভার্স

আমাদের তাড়াতে, কিন্তু যাইনি। এখন হার মেনে নেবে না কেউ।'

ব্যাপারটা বুঝল জেমস। ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছনোর পর হয়তো বাকি জীবনেও আর দেখা হবে না লোকগুলোর, কিন্তু এখন সিভার্সের বিরুদ্ধে সবাই একদল হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। ওকেও খাতির করা হচ্ছে হয়তো সিভার্সের বিরুদ্ধ পক্ষ মনে করেই, কে জানে!

দুই যুবতীকে পাশে নিয়ে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুসানা। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়া হচ্ছে লাল চুলওয়ালা মেয়েটা। বয়স একেবারেই কম। সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়ার জন্য হাসছে সে, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সফলও হচ্ছে। সুসানার বাঁ পাশের মেয়েটা দুইয়ের কোঠা পেরতে চলেছে, কিন্তু রূপ টসকায়নি।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ডিউক ওয়েন। আজও পরেছে কমপ্লিট স্যুট। পরিপাটি চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই লম্বা ট্রেইল পাড়ি দেয়ার জন্য তৈরি। সেলুনে তাকে দেখতে যেমন লেগেছিল তেমনই লাগছে এখনও। ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছতে পৌঁছতে লোকটার চেহারা কেমন হবে ভাবল জেমস।

'প্রথমেই বলে নিতে চাই তোমাদের নিরাপত্তা রক্ষার সবচে' ভাল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে,' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে সমবেত সবার উদ্দেশে বলল ডিউক ওয়েন। 'কিছুক্ষণ পরে রওয়ানা হব আমরা। আমার পাঁচটা ওয়্যাগন থাকবে সামনে, আর বাকিগুলো পেছনে।'

সিভার্স আর গার্ডদের দিকে তাকাল সে। 'এরা দেখবে কেউ যাতে পিছিয়ে না পড়ে। আক্রমণ এলে ঠেকানোর দায়িত্বও ওদের

জেমস ফ্ল্যাগ আগে আগে যাবে পথের অবস্থা বুঝতে। তোমরা অনেকেই জানো না জেনারেল ক্রুক হেরে গেছে, ইণ্ডিয়ান বা আউট-লদের তরফ থেকে বিপদ আসতে পারে। কেউ যেতে না চাইলে এখনই সময়, সরে দাঁড়াও।'

একজনও জায়গা ছেড়ে নড়ল না, সবার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অন্য কোথাও সুবিধা না করতে পেরেই ব্ল্যাক হিলসের পথ ধরেছে ওরা। বাধা যতই আসুক, হার মানতে রাজি নয়। সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার নীরবতা ভাঙল ওয়েন, 'আর একটা কথা, আমার বা জেমস ফ্ল্যাগের অনুমতি ছাড়া ওয়্যাগন ট্রেন থেকে দূরে যেতে পারবে না কেউ। যদি যায় তার দায়িত্ব নেব না আমরা, অপেক্ষাও করব না।'

কথা শেষ মনে করে সবাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে এমন সময় সুসানা উঁচু গলায় বলল, 'ডিউক একটা কথা বলতে ভুলে গেছে।' কৌতূহলী চেহারায় ফিরে তাকাল সবাই। হুড তোলা ওয়্যাগনটা আঙুল তুলে দেখাল সুসানা। 'তোমরা শুনে খুশি হবে যে ব্যবসা চালু থাকছে। প্রত্যেকদিন বিকেলে অ্যাবি আর বেলিনডা তৈরি হয়ে থাকবে।'

মহিলাদের অসন্তোষের গুঞ্জন শুনতে পেল জেমস। মিসেস ল্যানট্রি মস্ত মুঠি পাকিয়ে সুসানার দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু তার স্বামী ছোট্ট একটা বুলডগের বাচ্চার মত হাত ধরে ঝুলে পড়ে বাধা দিল। 'লক্ষ্মী, ওদের বাজে কথায় রাগ করে নিজেকে ছোট কোরো না।'

সামলে নিল মহিলা। দুপদাপ পা ফেলে স্বামীকে নিয়ে চলে গেল রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে।

'দাঁড়াও, ফ্ল্যাগ,' ব্রায়ানের ওয়্যাগনের দিকে পা বাড়িয়েও থামতে হলো জেমসকে পেছন থেকে সেলুনমালিক ডাক দেয়ায়।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে রইল জেমস। সেলুনমালিক কথা বলছে টম সিভার্সের সঙ্গে। যমজ দুই ভাই ছাড়া ধারেকাছে আর কেউ নেই। সুসানা তার দুই সঙ্গিনীকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে ওয়্যাগনের ভেতরে।

'ল্যানট্রিদের তাড়াও। ব্ল্যাক হিলস তো দূরের কথা, ওরা ফোর্ট ল্যারামি পর্যন্তও যেতে পারবে না,' মাথা নেড়ে বলল সিভার্স।

ভোরের আবছা আলোয় জেমস দেখল অবাধ্য ওয়্যাগন বসের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে রাগে কাঁপছে ডিউক ওয়েন। 'তোমার চিন্তা করতে হবে না, সিভার্স,' বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সেলুনমালিক, 'যদি দেখি ওরা পিছিয়ে পড়ছে, আমাদের বাড়তি মিউল থেকে দুটো দিয়ে দেব।'

'ওই পিচ্চি ব্র্যাড মিউল সামলাতে পারবে না,' মাথা নাড়ল সিভার্স। 'বাড়তি লোকগুলোর দায়িত্ব নেয়াই বোকার কাজ হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল হয় ওদের সবাইকে এখানে রেখে রওয়ানা হলে।'

'কোন্‌টা বোকার কাজ আর কোন্‌টা নয় সেটা আমি বুঝব,' ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে ধমকে উঠল ডিউক ওয়েন। 'আমার নির্দেশ মানতে যদি ইচ্ছে না করে চলে যেতে পারো তুমি, বাধা দেব না।' মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে থাকা সিভার্সের ওপর থেকে নজর সরিয়ে জেমসের দিকে তাকাল সে। 'বাড়তি ওয়্যাগন সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে তোমার কি মত?'

'ওদের সঙ্গে নেয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে তোমার,' সরাসরি জবাব এড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকাল জেমস। চাইছে না সিভার্স তাকে শত্রু মনে করুক।

'হ্যাঁ, আছে,' খেঁকিয়ে উঠল ডিউক সিভার্সের দিকে তাকিয়ে।

'আমি চাইছি দেখে এটাকে ফ্যামিলি ওয়্যাগন ট্রেন মনে করুক সবাই। মহিলা আর বাচ্চারা না থাকলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে এটা ফ্রেইট ওয়্যাগন, সেক্ষেত্রে মূল্যবান কিছু পাবার লোভে আউট-লদের আক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।'

'কি এমন আছে যে আউট-লরা লোভ করবে,' বাঁকা হাসি খেলে গেল সিভার্সের চেহারায়।

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ডিউক ওয়েন, তারপর বলল, 'হুইস্কি।'

'বুদ্ধিটা ভালই,' মাথা ঝাঁকাল জেমস। 'ইণ্ডিয়ানদের বেলায় খাটবে না, তবে আউট-লরা জানে মহিলা আর বাচ্চাদের খুন করে পার পাবে না। এসব খবর চাপা থাকে না, কাজেই সারা দেশের সব পুরুষ মানুষ ওদের খুঁজে ফিরবে তেমন ঝুঁকি নিতে আউট-লরা অন্তত দশবার চিন্তা করবে।'

'ঠিক আছে, ফ্ল্যাগ, এজন্যেই ডেকেছিলাম,' লম্বা করে দম ফেলে বলল ডিউক ওয়েন। সিভার্সকে একবার কড়া চোখে দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সাপ্লাই ওয়্যাগনের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে লাল সূর্য, সোনালী আলো ছড়াবে চারপাশে। স্যাডলে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে আছে জেমস। আকাশের তারাগুলো একে একে মিলিয়ে যেতে দেখছে ধূসরতায়। মাথাটাকে এক সেকেণ্ডের জন্যও বিশ্রাম দিচ্ছে না ও। ভাবছে ডিউক ওয়েনের কথা। লোকটা চিন্তিত, কিছুটা হয়তো ভীতও; কিন্তু কেন? স্বভাবের সঙ্গে মেলে না।

দশ মিনিট পর পশ্চিমের আকাশে লালচে ছোপ দেখা গেল। সূর্য

উঠছে। 'রোল আউট! রোল আউট!' চিৎকার ছাড়ল টম সিভার্স।

কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল চারপাশে। রান্নার আগুন নিভিয়ে ফেলা হলো। ক্ষীণ ধোঁয়া এঁকেবেঁকে উঠে যেতে লাগল সকালের শীতার্ত আকাশে। ঘোড়া আর মিউলগুলোকে দানাপানি দেয়া হলো।

ব্রায়ানের হাত থেকে কফি মগ নিল জেমস, চুমুক দিল কালো রঙের তেতো কফিতে। ভাবছে দু'রাত আগেও সে দাঁড়িয়ে ছিল ডিউক ওয়েনের সেলুনে, কোনও দায়িত্ব ছিল না ঘাড়ে। উন্মত্তের মত গায়ে পড়ে মারামারিতে জড়িয়ে যাওয়ার আগে একবারও মাথায় চিন্তা আসেনি। কিন্তু এখন ওর দায়িত্ব পালনের ওপর মহিলা আর ছোট ছোট বাচ্চার জীবন নির্ভর করছে। ওর ভুলে কারও ক্ষতি হলে নিজেকে আর কখনোই ক্ষমা করতে পারবে না।

'টম সিভার্স আর গার্ডের দল, মহিলা, বাচ্চারা,' আপন মনে বলে কফিতে চুমুক দিল জেমস। মাথা নেড়ে বলল, 'নাহ্, ডিউক ওয়েন ঠিকই বলেছে, এক হাজার ডলার রোজগার করাটা সহজ হবে না!'

পাঁচ

এক সারিতে রওয়ানা হলো ওয়্যাগন ট্রেন। ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে

ব্রায়ানকে ওয়্যাগন নিয়ে এগুতে সাহায্য করল জেমস, তারপর ট্রেনের সামনে গিয়ে সিভার্সকে বলল, 'আজকে আমরা পোল ক্রীকে ক্যাম্প করব।'

সিভার্স গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকানোয় উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল জেমস। হাসছে আপন মনে। উঁচু একটা ঢালু জমিতে পৌঁছে থামল সে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আগুয়ান ওয়্যাগন ট্রেন। সূর্যের প্রথম আলোয় চমৎকার লাগছে দেখতে। কালো গেল্ডিঙে চড়ে সবার আগে আগে চলেছে ডিউক ওয়েন, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মস্ত কোনও জেনারেল চলেছে সৈন্য সামন্ত নিয়ে। তার ঠিক পেছনেই মেয়েদের বাগি আর ওয়্যাগন। প্রেয়সীদের ট্রেইলের ধুলো খাওয়াতে চায় না সেলুনমালিক।

আগে পিছে সেলুনের মালপত্র নিয়ে চলেছে ডিউক ওয়েনের ওয়্যাগনগুলো। মাঝে রয়েছে বাইরের লোকদের ওয়্যাগন। তাদের সবার শেষে এগোচ্ছে ব্র্যাড ল্যানট্রি। গার্ডরা ওয়্যাগন ট্রেনের দু'পাশে আছে, সমান গতিতে ঘোড়া দাবড়াচ্ছে। সিভার্স এগিয়ে এসে ডিউক ওয়েনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

আর দেখার কিছু নেই, ওয়্যাগন ট্রেন নিরাপদ বুঝে উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল জেমস। শাইয়্যানের এত কাছে বিপদ ঘটার কথা নয়। কালকের দিনটাও বোধহয় নিরাপদ যাবে। কিন্তু এরপর থেকে যে কোনও কিছু ঘটতে পারে। জেনারেল ক্রুক হেরে যাওয়ায় সিউ যোদ্ধারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঘোড়া আর মাথার খুলি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই! বুড়ো চীফের কথা মনে পড়ল জেমসের। চোদ্দ বছর বয়সে চীফের হাতে ধরা পড়েছিল সে কখনও অত্যাচার করেনি, আজকে যতটুকু যা জানে সবই

শিখিয়েছে চীফ। এখনও কি বেঁচে আছে নিঃসন্তান বুড়ো, যুদ্ধ করে চলেছে? মনে পড়ল যেদিন বিদায় নেয় সেদিন রণসাজ পরে ওকে সম্মান দেখিয়েছিল বুড়ো। বিরল সম্মান!

সারাদিনে আরও দু'বার থামল জেমস ওয়্যাগনের অবস্থা দেখার জন্য। চারপাশে ঘাস জমি, উঁচু নিচু হয়ে আছে যতদূর চোখ যায়। সিভার্স নিজের কাজ বোঝে, কথাটা মনে মনে স্বীকার করতে হলো জেমসকে। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় প্রতিবার কিছুক্ষণের জন্য ওয়্যাগন ট্রেন থামাচ্ছে সে, পরিশ্রান্ত জন্তুগুলোকে বিশ্রামের সুযোগ করে দিচ্ছে।

ঠিকই বলেছে সিভার্স। অনেক পিছিয়ে পড়েছে ল্যানট্রিদের ওয়্যাগন। বুড়ো ঘোড়াগুলো টানতে পারছে না। ডিউক ওয়েনের সবক'টা ওয়্যাগন ওদের ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেকখানি দূরে। এখন হয়তো কিছু ঘটবে না, তবে দু'একদিন পর এরকম পিছনে এগোলে বিপদ হতে পারে।

পথে আসার সময় বন জঙ্গল আর উপত্যকার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে জেমস। অনেক ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়েছে ওর। সম্ভবত মাইনার, গোল্ডরাশ শুরু হবার আগেই ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছতে চাইছে। অথবা এমনও হতে পারে ইণ্ডিয়ানদের এলাকা পেরিয়ে যেতে চাইছে দ্রুত। ইচ্ছে করেই শুধু ভাল সম্ভাবনাগুলো ভাবার চেষ্টা করেছে জেমস। বিপদ যদি আসে, যখন আসবে তখন দেখা যাবে, আগে থেকে খামোকা মাথা ঘামিয়ে প্রায়ই কোনও লাভ হয় না।

পোল ক্রীকে পৌঁছে থামল জেমস। স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ানো শেষে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্রীকের

তীরে, ঘাস জমিতে। ঘোড়া বাঁধেনি, জানে মনিবকে ছেড়ে নড়বে না ওটা। আকাশের বুকে টুকরো টুকরো মেঘ, উড়ে যাচ্ছে পুবালি বাতাসে ভেসে। প্রকৃতির বিশালতা মনটা উদাস করে দেয়। একদৃষ্টিতে নীল আকাশ আর সাদা মেঘগুলোর দিকে চেয়ে রইল জেমস। কেন যেন মায়রা ক্যামবেলের কথা মনে এল। আপন মনে হাসল জেমস। পরিচয় নেই বললেই চলে, অথচ কিনা স্কুলের ছেলেদের মত ভেবে চলেছে ও মেয়েটার কথা। বুনো গোলাপ, কাঁটাভর্তি!

ওয়্যাগন ট্রেনের নেতৃত্ব দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে রিজের ওপর উঠে এল ডিউক ওয়েন। জেমস স্যাডলে বসে হাঁটার গতিতে এগুলো সেদিকে। মাথা থেকে ক্ষণিকের জন্য মুছে গেছে মায়রার চিন্তা। খেয়াল করে দেখল ল্যানট্রিদের ওয়্যাগন পৌঁছয়নি এখনও। 'ল্যানট্রিরা কোথায়?' ডিউক ওয়েনের ফুট দশেকের মধ্যে পৌঁছে জানতে চাইল সে।

শ্রাগ করল সেলুনমালিক। 'পেছন পেছন আসছে। কাল সকালে ওদের দুটো মিউল ধার দেব যাতে এমন আর না হয়।'

'যাই, দেখি কি অবস্থা,' উঁচু ঢালের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে বলল জেমস। মেয়েদের বাগি পার হওয়ার সময় ওকে দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ল সুসানা।

মায়রার ওয়্যাগনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল চালাচ্ছে অ্যালিস্টার, পাশে সীটের ওপর বসে আছে মায়রা। ওয়্যাগনের পেছনে চমৎকার একটা স্যাডল হর্স বাঁধা আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো জেমস। ওরা অন্তত পিছিয়ে পড়ে ঝামেলা বাধাবে না। ওকে দেখে চোখ টিপল অ্যালিস্টার, হাসছে সব কটা দাঁত বের করে। পাল্টা

হেসে হাত নাড়ল জেমস। গম্ভীর চেহারায় নড করে জবাব দেয়ার দায় সারল মায়রা। সিভার্সের ছড়ানো মিথ্যে কথা বিশ্বাস করেই মেয়েটা হয়তো শীতল আচরণ করছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল জেমসের, অকারণেই রাগে লাল হয়ে উঠল।

রিজের চড়াই পেরিয়ে নামতে শুরু করে ল্যানট্রিদের ওয়্যাগন দেখতে পেল সে। পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়্যাগন। রুগ্ন ঘোড়াগুলোর নাকের পাটা ফুলে গেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেও এগুতে পারছে না এক ইঞ্চি। স্বামী-স্ত্রীও ঠেলছে। জেমস কাছে গিয়ে ঘোড়া থামানোয় ক্ষান্ত দিল ওরা। দম ফিরে পেয়ে হতাশ চেহারায় জেমসকে দেখল ব্র্যাড ল্যানট্রি, ইতস্তত করে বলল, 'ভুল করেছি আমরা। এত মালপত্র নিয়ে ডেডউডে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, মারা যাবে ঘোড়াগুলো।'

'ডিউক ওয়েন বলেছে কালকে মিউল দেবে। তখন আর অসুবিধা হবে না তোমাদের। একটু সামনেই পোল ক্রীক। ওখানে পৌঁছতে পারলেই চলবে এখন।' লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জেমস, স্বামী-স্ত্রীকে ঠেলতে ইশারা করে নিজেও হাত লাগাল। পেছন থেকে ওয়্যাগনে ঠেলা দিচ্ছে ওরা। ঢালের কারণে অসুবিধা হচ্ছে, পায়ে পর্যাপ্ত জোর পাওয়া যাচ্ছে না। নড়ছে না ওয়্যাগন। বৃথা চেষ্টা। হতাশ ব্র্যাড ল্যানট্রি সরে দাঁড়িয়েছে এমন সময় আধ ইঞ্চি ঘুরল চাকা। নতুন উদ্যম ফিরে পেল সবাই, ঠেলতে শুরু করল গায়ের জোরে। ধীরে ধীরে আগে বাড়ল ওয়্যাগন, মনে হলো অনন্তকাল পরে একসময় উঠে এল রিজের ওপরে।

'আমরা পেরেছি! আমরা পেরেছি!' বাচ্চা ছেলের মত লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিল ল্যানট্রি, পাগলের মত একবার বউয়ের আরেকবার

জেমসের হাত ঝাঁকাচ্ছে সে।

'ঢাল বেয়ে সাবধানে ওয়্যাগন নামিয়ো,' সতর্ক করে দিল জেমস। স্বামী-স্ত্রী রওয়ানা হওয়ার পর মুখে আঙুল পুরে তীক্ষ্ণ শিস দিল একবার। ঢাল বেয়ে ছুটে এসে ওর সামনে থামল সোরেল গেল্ডিং। মাদর পাবার আশায় নাক ঘসল বুকে। কানের গোড়া চুলকে দিয়ে ওটার চাহিদা পূরণ করল জেমস, স্যাডলে উঠে এগিয়ে চলল পোল ক্রীকের দিকে।

ঘোড়াটাকে দানাপানি দিয়ে দলাইমলাই করে এসে জেমস দেখল বায়ানের সাপার রাঁধা হয়ে গেছে। খেতে বসল ওরা দু'জন। সিভার্স আর তার গার্ডরা ক্রীকের ভাটিতে ক্যাম্প করেছে, তাদের অট্টহাসি থেকে থেকেই শোনা যাচ্ছে। জেমস দেখল হুইস্কির একটা বোতল পালা করে ঘুরছে আগুনের ধারে বসে থাকা গার্ডদের হাতে।

'আমিও একই কথা ভাবছি,' জেমসকে সিভার্সের ক্যাম্পের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ক্ষুব্ধ গলায় বলল বায়ান। 'ওরা মদ খেয়ে অসতর্ক হলে জীবিত অবস্থায় আর ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছতে হবে না।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল জেমস। 'এখনও আমরা ইণ্ডিয়ানদের এলাকায় ঢুকিনি, কাজেই আজ রাতে বোধহয় বিপদ হবে না। ডিউকের সঙ্গে আলাপ করব ব্যাপারটা নিয়ে, দেখি সে কি বলে।'

'ওকে বোঝা মুশকিল। কখনও মনে হয় কঠোর লোক কখনও তুলোর মত নরম। অনেক ব্যাপারেই চোখ বুজে থাকে সে। ওর জায়গায় আমি হলে খোঁজ নিতাম কিছুক্ষণ আগে আসা লোকটার

ব্যাপারে।'

'আমি তো নতুন কাউকে দেখিনি!'

'তুমি আসার একটু আগে এসেছে। আমি চিনতে পারিনি, তবে দেখে মনে হলো গার্ডরা তাকে চেনে। বড়সড় লোকটা। ওই যে, আগুনের সামনে বসে আছে আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে।'

কফিতে চুমুক দিয়ে তাকিয়ে থাকল জেমস। একটু পরেই সিভার্সকে কি যেন বলতে মুখ ফেরাল লোকটা। নোঙরা দেখতে। ছোট ছোট চোখ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার চেহারা দেখে ঠক করে কফির মগ নামিয়ে রাখল জেমস, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল গার্ডদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে। হ্যানবল একার্সকে ভালমতই চেনা আছে তার।

লালচুলওয়ালা গার্ড, স্যাভেজ প্রথমে দেখতে পেল জেমসকে। হাঁ করেও চুপ হয়ে গেল সে। দেরি হয়ে গেছে। বজ্রমুষ্টিতে হ্যানবলের দু'কাঁধ চেপে ধরে নিজের দিকে ঘোরাল জেমস, চোয়ালে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আজকে যাবি কোথায়?'

ঝাঁকি খেয়ে আগুনের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল হ্যানবল একার্স, গুঙিয়ে উঠে গড়িয়ে সরে গেল। 'বাড়াবাড়ি করলে খতম করে ফেলব, ফ্ল্যাগ,' একার্সের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হিমশীতল কণ্ঠে সতর্ক করল স্যাভেজ, তার ডানহাত ঝুলছে উরুর কাছে।

আইক আর ডেভ মিলার্সের পেছন পেছন অনেকে দৌড়ে এল কি হচ্ছে দেখার জন্য। এক মুহূর্তে পরিস্থিতি বুঝে নিল দুই যমজ। আইক গম্ভীর গলায় বলল, 'বাঁচতে চাইলে তুমি এসবে নিজের

নোঙরা নাক গলিয়ো না, স্যাভেজ!'

'তুমিও, সিভার্স!' বড় ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডেভ মিলার্স।

চোয়ালে হাত বুলিয়ে উঠে পড়ল একার্স, আক্রমণকারীকে দেখে ফিসফিস করে নিজের অজান্তেই বলল, 'জেমস ফ্ল্যাগ!' একটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই নিজেকে সামলে নিল লোকটা, মাথা নিচু করে ষাঁড়ের মত ছুটে এল জেমসের দিকে। পিছনে বা পাশে সরে এড়ানোর চেষ্টা করল না জেমস, দুটো শরীর এক ফুট দূরে থাকতে হাঁটু তুলল প্রতিপক্ষের তলপেট লক্ষ্য করে। থ্যাচ্ করে একটা ভোঁতা শব্দ হলো। উবু হয়ে গেল লোকটা দু'হাতে গোপনাঙ্গ চেপে ধরে। ব্যথায় চেহারা নীল, মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না।

বুকে লাথি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল জেমস, ঝাঁপিয়ে পড়ল তারপর। দু'হাত নিপুণ দক্ষতায় চলছে। বাম চোখ বুজে গেল হ্যানবলের। চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া নাকের ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। উপরের সারির দাঁতে লেগে কেটে গেল ঠোঁট। আলু গজিয়েছে চোয়ালে। সাপের মত শরীর মোচড়াচ্ছে লোকটা, ঠেকাতে চেষ্টা করছে বুকের ওপর চেপে বসা আক্রমণকারীকে। পারছে না। জোর কমে আসছে। গলা চেপে শ্বাস রুদ্ধ করে দিয়েছে জেমস ফ্ল্যাগ। চারপাশ আঁধার হয়ে আসছে, ভোঁতা ব্যথাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে, চোখ বন্ধ করল হ্যানবল।

'ছাড়ো! ছেড়ে দাও ওকে!' জেমসের কাঁধ ধরে অনবরত ঝাঁকাচ্ছে ডিউক ওয়েন। চিৎকার করছে।

সেলুনমালিক কি বলছে হঠাৎ বুঝতে পারল জেমস। উঠে দাঁড়িয়ে শেষ একটা লাথি মারল সে একার্সের পাঁজরে, তারপর বড়

করে শ্বাস ফেলে নিজেকে সামলে নিল। ডিউক ওয়েনের দিকে তাকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'ওকে ঘোড়ায় উঠিয়ে ক্যাম্প থেকে বের করো এক্ষুণি, নাহলে খুন হয়ে যাবে ও আমার হাতে।'

মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে হ্যানবল একার্স, গোঙানোর ফাঁকে ফাঁকে হাত বোলাচ্ছে ক্ষত-বিক্ষত চেহারায়। জেমসের দিকে কড়া চোখে তাকাল সিভার্স, কিন্তু নড়াচড়া করল না। স্যাভেজ হ্যানবলকে দেখিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'ও তোমার সঙ্গে লাগতে যায়নি, কোন্ অধিকারে...'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে ছোরা বের করল জেমস। 'এটার বেশি কোনও অধিকার তোমাকে দেখাতে হবে?'

একবার জেমসের চেহারা আরেকবার ছোরার চকচকে ব্লেড দেখল স্যাভেজ। শেষ বিকেলের সূর্যরশ্মি ঠিকরে যাচ্ছে ক্ষুরধার ইস্পাতের ফলায় পড়ে।

'যাই, ওর ঘোড়াটা নিয়ে আসি,' কাঁপা কাঁপা গলায় কথা ক'টা বলে মাথা নিচু করে চলে গেল স্যাভেজ।

সে ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসার আগে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ। ধরাধরি করে হ্যানবলকে দাঁড় করিয়ে দিল দুই যমজ। ঝটকা দিয়ে ওদের হাত সরিয়ে দিল হ্যানবল, টলতে টলতে ঘোড়ার রাস ধরে ফেলল। শার্টের হাতায় রক্ত মুছে ফুলে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে বলল, 'আবার দেখা হবে, ফ্ল্যাগ, সেদিন আর এই সুযোগ পাবে না।'

'ঠিক। সেদিন এই সুযোগ চাইব না আমি, এর পরের বার প্রথমেই কলজে ছিঁড়ে বের করে নেব।'

কোনও কথা আর বলল না হ্যানবল, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায়

স্যাডলে উঠে বসল। নিষ্ঠুর ভাবে স্পারের খোঁচা লাগাল সে ঘোড়ার পেটে। ছুটতে শুরু করল অবলা জীবটা ভীষণ ব্যথা পেয়ে। মিনিটখানেক পরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

'কেন, ফ্ল্যাগ?' জমাট নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল টম সিভার্স।

'উতে রিজার্ভেশনে হুইস্কি বেচত। পরে ক্রো কান্ট্রিতে ষোলো বছরের একটা মেয়েকে খুন করেছে।'

ঘৃণা মিশ্রিত গুঞ্জন শুনতে পেল জেমস। ডিউক ওয়েন সহ আরও কয়েকজনের চেহারা রাগে বিকৃত হয়ে গেছে, ওরা আগে জানলে জেমস ফ্ল্যাগকে উৎসাহিত করত। নির্বিকার চেহারা সিভার্স আর গার্ডদের, হ্যানবল কোনও অপরাধ করেছে বলেই মনে করছে না সম্ভবত। 'পথে দেখা হয়ে যাওয়ায় থেমেছিল সে। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে কোনও ক্রো মেয়ে নেই,' মন্তব্যের ভঙ্গিতে বলতে চাইলেও কৈফিয়তের সুর কণ্ঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না সিভার্স।

'ক্রো মেয়ে না থাকুক, মেয়েমানুষ তো আছে,' ধমকে উঠল জেমস ফ্ল্যাগ, ডিউক ওয়েনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একার্স আউট-ল, ডেভিলস ফীট গ্যাঙের সদস্য। শাইয়্যান-ব্ল্যাক হিলসের রাস্তায় প্রথম মাইনার রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই লুটতরাজ চালাচ্ছে ওরা। সবক'টা বদমাশের হাড্ডি। একার্স এখন জানে যে এটা আসলে ফ্রেইট ওয়্যাগন ট্রেন; আমার ধারণা ফোর্ট ল্যারামির উত্তরে কোথাও আমাদের ওপরে সদলবলে হামলা করবে সে।'

'আমি জানতাম না লোকটা এরকম। আগে জানলে থামতে দিতাম না,' খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে সঙ্গীদের দিকে চকিতে

তাকাল সিভার্স। এক সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল সবক'জন গার্ড। ওরাও বলতে চাইছে যে লোকটাকে চেনে না ওরা।

কোনও প্রমাণ নেই যে গার্ডরা মিথ্যে কথা বলছে, মাটিতে একদলা থুতু ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রায়ানের ওয়্যাগনের দিকে পা বাড়াল জেমস গম্ভীর চেহারায়। কিছুদূর যেতেই ওর পাশে চলে এল ডিউক আর যমজ দু'ভাই।

'সিভার্সকে কতদিন ধরে চেনো, ডিউক?' প্রশ্ন করল জেমস।

'ভিনমাস।'

'পরিচয় হলো কি করে?'

'জ্যাক উইনশীপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।'

'ওকে তাড়াতে হবে তোমার,' বলল আইক, 'জ্যাক নিজেই খারাপ লোক, সে ভাল কাউকে ওয়্যাগন বস্ হিসেবে দেবে কোত্থেকে? সিভার্সকে বড়জোর ফোর্ট ল্যামারি পর্যন্ত রাখা উচিত, ডিউক। না, বোধহয় সেটাও উচিত হবে না!'

'হয় সিভার্স থাকবে না হলে আমি,' গম্ভীর চেহারায় বলল জেমস্।

'তোমাদের কি মনে হয়, আমার নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই?' রাগে থমকে দাঁড়াল সেলুনমালিক।

দাঁড়িয়ে পড়েছে বাকিরাও। 'জ্যাক উইনশীপের দেয়া লোকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আসলেই নেই তোমার, ডিউক,' বলল আইক, 'চোখ বুজে আছ, বুঝতে চাইছ না সিভার্স বাজে লোক। ফোর্ট ল্যারামির পরও যদি ওর চাকরি থাকে, আমি তোমার চাকরি করব না।'

'আইক যদি না থাকে আমিও থাকব না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল

ডেভ মিলার্স।

চুপ করে থাকল সেলুনমালিক, বেকায়দায় পড়ে কি বলবে বুঝতে পারছে না। ওদের তিনজনকে রেখে ব্রায়ানের ওয়্যাগনের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল জেমস। ও বুঝে গেছে চিন্তাভাবনা না করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না ডিউক ওয়েন। যা করার হয়তো ওকেই করতে হবে। মহিলা আর বাচ্চাদের বিপদের মুখে ফেলে কখনোই চলে যেতে পারবে না সে। চাকরি না থাকলেও অনুসরণ করবে ডেডউড পর্যন্ত।

ছয়

ব্রায়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে ক্রীকের উজানে, ল্যানট্রিদের ক্যাম্পে গেল জেমস। মাত্র ডুবেছে সূর্য, আকাশে এখনও রঙের ছোপ মিলিয়ে যায়নি। ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে আসছে পুবের আকাশ। আঁধার নামবে একটু পরই। সাপার শেষ, বাসনপত্র তোলা পানিতে ধুচ্ছে মিসেস ল্যানট্রি, ঘোড়াগুলোকে রাতের খাবার দিয়ে ফিরে এল ব্র্যাড।

'তোমার কাণ্ড দেখে সিভার্সরা ভয় পেয়ে গিয়েছে,' জেমসকে দেখে হাসিমুখে বলল সে। মাটিতে পাতা স্যাডলের ওপর বসতে ইশারা করল।

'ভয় পাবেই, ছল চাতুরিতে ওদের অন্তর ভরা।'

'তোমাকে ভয় পাচ্ছে, সবাইকে নয়,' জেমসের পাশে বসে পড়ল খুদে মানুষটা। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে ওরা কখনও ভয় পাবে না, আজীবন ছোট করেই দেখবে।'

'তা কেন, তোমার মত ভালমানুষদের ওরা সবসময়ই ভয় পায়।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ব্র্যাড ল্যানট্রির চেহারা, জেমসের কথায় মাথা উঁচু করে চলার সাহস ফিরে আসছে তার। বউকে ডেকে কফি দিতে বলল সে। মহিলা ওদের জন্য কফি নিয়ে আসার পর জেমস জানাল ডিউক কাল সকালে ওদের মিউল ধার দেবে।

'আমি মিউল সামলাতে পারব কিনা জানি না, তবে লিলি বোধহয় পারবে,' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বউয়ের দিকে তাকাল ল্যানট্রি।

'আমি জানি পারবে,' হাসল জেমস।

'আমি মিউল সামলাব, তুমি সামলাবে ব্ল্যাক হিলসে আমাদের দোকান,' স্বামীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল লিলি। তাকাল জেমসের দিকে। 'আমরা পারব; পারব না, মিস্টার ফ্ল্যাগ?' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল মহিলার কণ্ঠ, তাড়াতাড়ি চলে গেল ওয়্যাগনের পেছনে।

'আসলে লিলি বড় বেশি আবেগপ্রবণ। খুব কষ্টের জীবন পার করে এসেছে তো! বড় আর শক্তিশালী বলে সবাই ওকে ঠাট্টা করত। এখনও করে; ওরা বুঝতে চায় না আমরা নিজেদের নিয়ে সুখী,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্র্যাড।

'জীবনে অনেক দম্পতি দেখেছি, তবে সুখী হতে দেখেছি কমই। তোমরা নিজেদের বোঝো সেটাই বড় কথা।' উঠে দাঁড়িয়ে

সুস্বাদু কফির জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ব্রায়ানের ওয়্যাগন লক্ষ্য করে পা বাড়াল জেমস। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা ওখানেই করা হয়েছে তার। এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারবে না হয়তো, তবে বিশ্রাম নেয়া দরকার।

সিউদের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না জেমস কিছুতেই। জেনারেল ক্রুক মার খেয়েছে, কিন্তু সিউরা না হারা পর্যন্ত লড়াই চলতেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত মাইনারদের সুবিধার জন্য ব্ল্যাক হিলস দখল করার একটা না একটা পথ আঙ্কল স্যাম ঠিকই খুঁজে বের করবে। এভাবেই জমি দখল চলেছে, এভাবেই চলবে। হোয়াইটদের বদলে উল্টে ইণ্ডিয়ানরা যদি মিশনারি পাঠাত, জোর জুলুম চালাত, ইংল্যাণ্ড-ইউরোপে তাহলে কি ঘটত মাঝে মাঝেই ভাবে জেমস।

মায়রা আর অ্যালিস্টার আগুনের পাশে বসে আছে। ওদের সামনে দিয়ে ব্রায়ানের ক্যাম্পের দিকে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল জেমস। আজকের ঘটনায় মায়রার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে জানার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠেছে ওর মনে। ওকে সামনে থামতে দেখে মায়রাই মুখ খুলল প্রথমে।

'সিভার্স ঠিকই বলেছিল, দেখতে শ্বেতাঙ্গ হলেও আসলে তোমার মধ্যে বুনো একটা জানোয়ার বাস করে।'

ক্রো মেয়েটার কথা বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল ক্রুদ্ধ জেমস। কি লাভ হবে বলে! 'হ্যাঁ, আমি বন্য। সিভার্স তোমাকে বলেনি যে আমি মানুষ খাই?' কথাটা বলে জবাবের অপেক্ষা করল না সে, দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে এল ব্রায়ানের ক্যাম্পে। ভাবছে মায়রা বোধহয় ওর ব্যাপারে খারাপ যা কিছু শুনবে সবই বিশ্বাস করবে।

ক্যাম্পে ব্রায়ানের পাশে ডিউক ওয়েনকে গ্যাঁট মেরে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো সে। লম্বা একটা সিগার ঠোঁটের এক কোণে ঝুলিয়ে কথা বলছিল সেলুনমালিক, ওকে দেখে হাতের ইশারায় বসতে বলল। জেমস বসার পর সময় নষ্ট না করে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল সে। 'আমি কথাটা না বললে সুসানা রাতের ঘুম হারাম করে দেবে তাই বলছি, বুঝলে? সুসানা আর মিলার্সরা ঠিক করেছে তুমি চাকরি না করলে থাকবে না ওরাও। ওদের হারাতে চাই না আমি। মিলার্সরা দু'ভাই বলছে সিভার্স নাকি শয়তান এক লোক। ওর বদলে তুমি চলে গেলে দু'ভাই চলে যাবে। কাজেই···

'অন্যের কথায় নিজের সিদ্ধান্ত বদলিয়ো না,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জেমস।

'বদলাচ্ছি না, তবে ওরা আমার ওপর দল বেঁধে চাপ সৃষ্টি করছে। ওদের ধারণা মানুষ চিনতে ভুল করছি, অথচ গত পনেরো বছর ধরে আমি পেশাদার জুয়াড়ী। অতই যদি কাঁচা হতাম, তাহলে এতদিনে ফতুর হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।'

'একটা প্রশ্নের জবাব দাও, ডিউক,' বলল জেমস, 'সেলুনে মারামারি করার পরও আমাকে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে এত উৎসাহ দেখালে কেন?'

'তুমি ইণ্ডিয়ানদেরও চেনো, লড়তেও জানো, সেজন্য,' পরপর কয়েকটা টান দিয়ে সিগারটা আগুনে ফেলে দিল ডিউক ওয়েন। চুপ করে কিছুক্ষণ মনে মনে কথা গুছিয়ে নিল, তারপর কয়েক দফায় ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এই ট্রিপের সাফল্যের আশায় শাইয়্যানের সেলুনটা আমি মর্টগেজ করেছি; সমস্ত আয়োজন করেছি। তাড়াতাড়ি ডেডউডে পৌঁছতে চাই। অন্তত ব্রুস শিলডার্সের আগে।

সেন্ট লুইসে একেবারে মুখোমুখি ছিল ওর সেলুন আর আমারটা। ব্রুস শিলডার্স! ওর আগেই ডেডউডে পৌঁছে যেতে হবে আমাকে। ওঁখানে প্রথম সারির কোনও সেলুন নেই, আমাদের মধ্যে যে আগে পৌঁছাবে সে-ই শুধু থাকতে পারবে ডেডউডে।'

বড় করে দম নিল সেলুনমালিক। 'জ্যাক উইনশীপকে আমি সিডনী পাঠিয়েছি শালাকে চোখে চোখে রাখার জন্য। এখনও খবর পাইনি ওর কাছ থেকে, ফোর্ট ল্যারামিতে হয়তো কেব্‌ল্ করবে। চিন্তা লাগছে, ব্রুস শিলডার্সই একার্স আর তার গ্যাঙকে আমাদের পেছনে লাগায়নি তো! গার্ডদের দু'একজনও যদি একার্সের দোস্ত হয়ে থাকে, বিরাট বিপদে পড়ে যাব আমরা।'

'পড়ে যাবে না, বিপদে পড়ে গেছ,' গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল জেমস, 'ডেডউডে যেতে হলে লড়ে পথ করে নিতে হবে, বিশ্বাস নাহলে বাজি ধরতে পারো।'

'খুশির খবর দিচ্ছ তাই ধন্যবাদ। নাহ্, বাজি ধরব না, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়,' উঠে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগার ধরাল ডিউক ওয়েন। চলে যাবার আগে হঠাৎ মনে পড়ায় বলল, 'সুসানার কাছে তোমার বেতন দিয়ে রেখেছি, জেমস। আমার কিছু হয়ে গেলে ওর কাছে চেয়ে নিয়ো।'

'ঠিক আছে।'

সেলুনমালিক আঁধারে মিলিয়ে যাওয়ার পর নিভু নিভু আগুনের ওপাশে বসা ব্রায়ানের দিকে তাকাল জেমস ফ্ল্যাগ। 'কি মনে হয়, কালকে কিছু ঘটবে?'

'জানি না, তবে ডেডউডে পৌঁছনোর আগে যখন তখন বিপদ আসতে পারে,' জবাব দিল ব্রায়ান অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'ডিউক

ওয়েন একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছে। আমরা নাকি শাইয়্যান থেকে রওয়ানা দিতে এক সপ্তাহ দেরি করে ফেলেছি।'

'কেন?'

জেমসের প্রশ্নের জবাবে কাঁধ ঝাঁকাল স্কুলটিচার। জানা নেই তার।

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম, জেমসের মনে হলো শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত উঠে আসছে ঘাড়ের কাছে। নিমেষে সতর্ক হয়ে উঠল। কেউ একজন আছে ধারেকাছেই। নিঃশব্দে স্ক্যাবার্ড থেকে ছোরাটা ডানহাতে চলে এল। আস্তে করে ঘাড় ফেরাল সে। একটা ছায়া ঝুঁকে আছে ওর ওপর। গড়িয়ে সরে গিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল জেমস, থ্রো করার জন্য ছোরা উঁচিয়েও থেমে গেল।

'জেমস! আমি সুসানা!' চমকে উঠেছে ছায়ামূর্তি, ফিসফিস করে বলেছে।

লম্বা করে দম নিয়ে স্ক্যাবার্ডে ছোরা ঢুকিয়ে রাখল জেমস, বসে পড়ল ব্ল্যাংকেটের ওপর। কি চায় মহিলা? এখানে এসেছে কেন, লোকে দেখলে উল্টোপাল্টা ভেবে বসবে সেই ভয়ও পাচ্ছে না! নিশ্চয়ই জরুরী কিছু। ভাবনাগুলো মুহূর্তের মধ্যে খেলে গেল জেমসের মাথায়। কথা বলল সুসানার অনুকরণে অতি নীচু স্বরে। 'ঘুম ভাঙার কতক্ষণ আগে এসেছ?'

জেমসের খুব কাছে সরে বসল সুসানা, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'বেশিক্ষণ হয়নি। আরও আস্তে কথা বলো, আমি চাই না ডিউক বা আর কেউ টের পাক এখানে এসেছি তোমার কাছে।'

'কেন, ডিউক ওয়েন হিংসে করবে বলে ভয় পাচ্ছ?'

'আহ্, আরও আস্তে বলো,' কপট ধমক দিয়ে নিঃশব্দে হাসল সুসানা। 'হিংসে? আমার ভয় হয় ডিউক বোধহয় কখনোই আমার ব্যাপারে কাউকে ঈর্ষা করবে না। ও আছে অ্যাবিকে নিয়ে, আমি দূর হয়ে গেলে খুশিই হবে। যাই হোক, অন্য কাজে এসেছি আমি। তোমাকে বলব কি বলব না এ নিয়ে অনেক চিন্তা করে ঠিক করেছি বলব। তুমি যা জানবে সেটা ডিউককে বলতে পারবে না কিন্তু, ভীষণ রেগে যায় ওর ব্যাপারে কেউ নাক গলালে।'

'কি বলতে এসেছ বলে ফেলো, ডিউক বা আর কেউ জানবে না।'

'আমার আর মিলার্সদের ধারণা সিভার্স একটা বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু ডিউক ওকথা মানতে রাজি না। আসলে জ্যাক উইনশীপকে সে বিশ্বাস করে, তার দেয়া লোকের দোষ চোখে দেখতে পায় না। আমরা জানি জ্যাক একটা জঘন্য লোক, ডিউককে ঠকাচ্ছে, কিন্তু হাতে কোনও প্রমাণ নেই যে একটা কথা বলব। আমাদের তিনজনের মনে হয় ডিউকের শত্রু ব্রুস শিলডার্সের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে উইনশীপ, আর সেজন্যেই সিভার্সকে ওয়্যাগন বসের চাকরি দেয়ার সুপারিশ করেছে। ডিউকের মুখে শিলডার্সের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ; শুনেছ না?'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেমস ফ্ল্যাগ। আইকের মুখেও এই নাম শুনেছে সে।

'ওরা দু'জন দু'জনকে ঘৃণা করে, একজন না মরলে শত্রুতা শেষ হবে না,' মুহূর্তের জন্য বুজে এল সুসানার গলা। চাপা কাশি দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠা থামাল, তারপর বলল, 'জ্যাক উইনশীপ ছাড়া আর একজনকে ডিউক প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। অ্যাবি। কিন্তু আমি জানি

ডিউকের বিশ্বাসকে পঞ্চাশ সেন্ট দাম দেয়ার মত সততা নেই অ্যাবির। দুশ্চরিত্রা, বাজে, শয়তান মেয়েছেলে একটা। সুযোগ পেলে ডিউকের সর্বনাশ করবে। আমার তো মনে হয় করেইছে সর্বনাশ। ওর মত লম্পট...'

'সুসানা, তুমি যদি শুধু অন্য মেয়ের বদনাম করতে এসে থাকো, তাহলে...'

'না, আমি বদনাম করতে আসিনি, বলতে এসেছি যে ডিউক ডেডউডে পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা নিয়ে চলেছে। ওর ধারণা এত টাকা লাগবে সুন্দর একটা সেলুন চালু করতে, তিনমাসের মধ্যে দ্বিগুণ লাভ তুলে নিতে পারবে ভাবছে।'

'তুমি ছাড়া এ-খবর আর কে জানে?'

'কারও জানার কথা নয়, অথচ জানে বোধহয় অনেকেই। আজকে অ্যাবি আইককে বলেছে যে ময়দার ব্যারেলের ভেতরে কি আছে সে জানে। নিশ্চয়ই বোকার মত ওর কাছে মুখ খুলেছে ডিউক, নাহলে ডাইনীটা জানল কি করে! ভেবেছিলাম ডাকাতি হলেও ময়দার ভারী ব্যারেল নেয়ার ঝামেলায় যাবে না আউট-লরা, কিন্তু আসলে নেবে ঠিকই। সন্ধের আগে অ্যাবির ওখানে গিয়েছিল সিভার্স। থেকেছে অনেকক্ষণ। এমন হতে পারে অ্যাবির কাছ থেকে শুনে তোমার হাতে মার খাওয়া লোকটাকে জানাবে সিভার্স।'

'বুঝলাম পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা মার গেলে শিলডার্সের সঙ্গে লড়াইতে নামার আগেই হেরে বসবে ডিউক ওয়েন। কিন্তু এসব কথা আমাকে জানাচ্ছ কেন! ডাকাতিটা লোভে পড়ে আমিই করলে, তখন, সুসানা?'

'মেয়েরা মানুষ চেনে, তোমার মধ্যে লোভ নেই। আরেকটা

কথা, ভুলে যেয়ো না তোমার এক হাজার ডলার আমার কাছে রাখতে দিয়েছে ডিউক। ওই থলি হাতে পেতে হলে ডেডউডে আমরা যাতে জীবিত পৌঁছতে পারি সে-চেষ্টা করো।'

এক গাল হাসল জেমস ফ্ল্যাগ, সুসানা নিঃশব্দ পায়ে চলে যাবার পর মনে মনে বলল, 'এক হাজার ডলার পাওয়া আরও কঠিন করে দিয়ে গেল নাপিত মহিলা।'

শুয়ে পড়ল সে, কিন্তু ঘুমাতে পারল না বাকি রাত। ভোরে সূর্য ওঠার পর যখন সিভার্সের 'রোল আউট' 'রোল আউট' চিৎকার ভেসে এল, তখনও পঞ্চাশ হাজার ডলারের চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে পারেনি সে।

সাত

ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে স্যাভেজকে দেখতে পেল জেমস। দুটো মিউল টেনে ল্যানট্রিদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল লোকটা। দড়িটা ব্র্যাডের হাতে ধরিয়ে দিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। বিরক্ত হয়েছে; এমন একটা যাচ্ছেতাই কাজ বাধ্য হয়ে করতে হলো তাই সম্মানে বোধহয় লেগেছে তার।

জেমস দেখল স্বামীর দিকে খেয়াল নেই লিলির, একমনে নাস্তার প্লেট ধুচ্ছে। ব্র্যাডকে ওয়্যাগনে মিউল জোড়ার চেষ্টা করতে

দেখে দুঃখ হলো ওর। খুদে লোকটার মিষ্টি কথা, ধমক আর হম্বিতম্বিতে মোটেও কান দিচ্ছে না খচ্চর, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের বাড়ি দিয়েও যখন কাজ হলো না, ধৈর্যহারা হয়ে একটা খচ্চরের পেছনের পায়ে হালকা লাথি মারল ব্র্যাড।

হিসেবে ভুল করে ফেলেছে, লাথি খেয়ে জবাব হিসেবে ব্র্যাডের মাথায় পাল্টা লাথি কষল বিরক্ত মিউল। কপাল ভাল, খুর পিছলে যাওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটল না। মাথা ডলতে ডলতে পিছিয়ে গেল ব্র্যাড, অবাক বিস্ময়ে দেখল মিউলটাকে। এগোতে আর সাহস পাচ্ছে না, চেহারা দেখে জেমসের মনে হলো বেচারা এখনই কেঁদে ফেলবে। প্রতিযোগী বলে ব্র্যাডকে মানতেও যেন নারাজ দুই খচ্চর, কান ঝুলিয়ে শান্ত চেহারায় দিগন্তের দিকে চেয়ে রয়েছে।

সাহায্য করতে যাবে ভেবেও নড়ল না জেমস। ব্র্যাডের মান ইজ্জতে লাগবে, তাছাড়া সর্বক্ষণ তো আর ওদের সঙ্গে থাকতে পারবে না সে; নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে শিখুক সময় থাকতে।

'শয়তান মিউলগুলো তোমাকে জ্বালাতন করছে, ব্র্যাডি?' হাতের কাজ সেরে এগিয়ে এসে বুক সমান লম্বা স্বামীর পাশে দাঁড়াল লিলি।

'হ্যাঁ, ডার্লিঙ, ওরা নড়ছে না,' প্রায় নালিশের মত শোনাল ব্র্যাডের কণ্ঠ।

'দাও, আমাকে দাও,' স্বামীর হাত থেকে লাইন ছিনিয়ে নিল লিলি, মিষ্টি হেসে বলল, 'কক্ষনো মিউলদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করবে না, সুযোগ পেলেই মাথায় ওঠে।'

'ওগুলো যদি ঘোড়া হত তাহলে ঠিকই আমি…'

'ওগুলো ঘোড়া না, ব্র্যাডি।'

নতুন আসা মানুষটার দিকে চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল খচ্চর দুটো। কানগুলো উঁচু করে ফেলেছে। এতক্ষণ গলার আওয়াজ শুনে আন্দাজ করতে পেরেছে যে এবারের প্রতিপক্ষ যোগ্য লোক।

শুরু হলো উঁচু গলায় মিসেস ল্যানট্রির গালি বর্ষণ। চলল একটানা দু'মিনিট। যেকোন পেশাদার মিউল স্কিনার শুনলে ভাবত এতদিন তারা কিছুই শেখেনি। মিসেসের বক্তব্য শেষ হলো এই কথাগুলো দিয়ে, 'কথা না শুনে যাবি কই, আজ তোদের একদিন কি আমার একদিন! শুয়োরের কানওয়ালা ঘোড়ার…'

গভীর মনোযোগে বিশালদেহী মহিলাকে দেখছে খচ্চর দুটো, মতিগতি বোঝার চেষ্টা করছে।

কয়েক পা বেড়ে ডানহাতে একটার পেছনে টেনে চড় কষাল লিলি। জোর আছে গায়ে, চমকে দু'ফুট লাফিয়ে উঠল মিউলটা।

আরও একমিনিট গালি ঝেড়ে হুঙ্কার ছাড়ল লিলি। 'কথা না শুনলে আরও মারব। তোরা যদি লাথি মারিস আমিও মারব, শেষ দেখে তবে ছাড়ব!'

এতক্ষণ তর্জনগর্জন শুনে প্রতিপক্ষের ক্ষমতার ওপরে বিশ্বাস এসে গেছে মিউল দুটোর, কোনও বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওয়্যাগনে ওগুলোকে জুতে দিল লিলি, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে স্বামীকে বলল, 'আর ঝামেলা করবে না, ডার্লিঙ, সীটে উঠে বসো। আমি ঘোড়াগুলোকে ওয়্যাগনের পেছনে বেঁধে আসছি।'

ওয়্যাগন ট্রেন রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর সামনে, ডিউক

ওয়েনের পাশে চলে এল জেমস। সিভার্সও রয়েছে। ওকে না দেখার ভান করছে লোকটা। কিছু একটা বলছিল, জেমস এসে পড়ায় চুপ হয়ে গেছে সে। খানিক পরে অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল ডিউক ওয়েন। জেমসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিভার্সের কথা মত লিটল বিয়ারে আজকে ক্যাম্প করব আমরা। ড্রাই ক্যাম্প করার চেয়ে ভাল। কালকে চাগওয়াটারে পৌঁছতে হলে হর্স ক্রীকের বদলে লিটল বিয়ারে থেকে যাওয়াই ভাল হবে।'

মাথা ঝাঁকাল জেমস। ভুল বলেনি সিভার্স, কাছে ক্যাম্প করলে বিশ্রামও পাবে জন্তুগুলো। একবার কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে ডিউকের দিকে তাকাল সে। 'এখনই ইণ্ডিয়ান আক্রমণের সম্ভাবনা বোধহয় নেই, তবুও কিছু ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার। খেয়াল রেখো কেউ যাতে ওয়্যাগন ট্রেন ছেড়ে না যায়, বা মদটদ না খায়।'

'দেখব, চিন্তা কোরো না,' চকিতে সিভার্সকে একবার দেখে নিয়ে জবাব দিল সেলুনমালিক।

উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল জেমস। চাদরের মত জমি ঢেকে রেখেছে ঘাস। নীল আকাশ সবুজের সঙ্গে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঢালু টিলা একটার সঙ্গে আরেকটা। কে যেন বলেছিল টিলাগুলো দেখলে মনে হয় পাশাপাশি বালিশ সাজানো আছে, জেমস বুঝল মিথ্যে বর্ণনা দেয়নি সে-লোক।

ল্যারামি রেঞ্জ থেকে পুবে বয়ে যাচ্ছে হালকা বাতাস। এখনও শীতল, সূর্যের কারসাজিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি। আকাশে আজও সাদা মেঘগুলো আছে, মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য ওগুলোর আড়ালে মুখ লুকাচ্ছে সূর্য। আলো কমে এলেই প্রেইরীর জায়গায় জায়গায় রঙ বদলে যাচ্ছে ঘাসের। প্রকৃতি এখানে উন্মুক্ত আর

উদার, রূপরসের অভাব নেই, তবু বিষণ্ন আর নিঃসঙ্গ হয়ে যায় হৃদয়।

গতকাল সকালের মতই আজও চারপাশে সতর্ক নজর রাখল জেমস। আর কোনও ঘোড়ার চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিকেলে উপস্থিত হলো ফেগানের র‍্যাঞ্চে। মাত্র গড়ে উঠেছে র‍্যাঞ্চ, এখনও জায়গাটা ব্যবহৃত হচ্ছে হর্স ক্রীকের স্টেজ স্টপেজ হিসেবে। র‍্যাঞ্চ হাউসটা বেশ বড়। নয়টা রুম। যাত্রীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, ভাড়ার বিনিময়ে ঘোড়াগুলোও দেখে রাখে ফেগান।

আজকে স্টেজ আসেনি, একাই আছে ফেগান। ডিনার সারার পরে জেমস তাকে জানাল এখানে কেন এসেছে। ওয়্যাগন ট্রেনের স্কাউট শুনে চোখ কপালে উঠল ফেগানের। 'স্কাউট! ওয়্যাগন ট্রেনের স্কাউট! স্কাউট দিয়ে কি হবে, একশো মাইলের ভেতর কোনও ইনজুন নেই। শোনোনি জেনারেল ক্রুক রওয়ানা হয়ে গেছে, সিউদের কানাডার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ফেরত আসবে?'

'জেনারেল ক্রুক রোজবাডে ওদের মুখোমুখি হয়েছিল, হেরে গিয়ে পালিয়েছে।'

'অ্যাঁ? তাহলে তো ইণ্ডিয়ানরা...'

'সেটাই জানতে চাইছি। গত দু'এক দিনে কোনও ইণ্ডিয়ান দেখেছ এদিকে?'

'না।' হাত বুলিয়ে মাথার চুলগুলো নেড়ে নিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাল র‍্যাঞ্চার। 'আজ রাতে তোমার লোকরা এখানে থাকবে, জেমস?'

'না, লিটল বিয়ারে ক্যাম্প করবে। কেন একা থাকতে ভয় পাচ্ছ নাকি, তোমার কাউহ্যাণ্ডরা কোথায়?'

'ওরা চাগওয়াটারে গেছে রসদ আনতে,' হাসার চেষ্টা করল

র‍্যাঞ্চার। 'ভয়? আমি ভয় পাব? কক্ষনো না। এমনি জানতে চাইছিলাম—ব্যবসা।'

'সবাই সোনার লোভে ব্ল্যাক হিলসে ছুটছে, যাওয়ার পথে তোমার র‍্যাঞ্চে থেকে যাচ্ছে; ব্যবসা চলছে কেমন?'

সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেল ফেগান। 'আছে একরকম। আচ্ছা, এই যে এত লোক যাচ্ছে, ব্ল্যাক হিলসে পৌঁছে এদের মধ্যে বড়লোক হতে পারবে ক'জন?'

'তা জানি না, তবে ওরা অন্তত তোমাকে বড়লোক বানিয়ে ছাড়বে,' বিল চুকিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল জেমস, মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বলল, 'পরে দেখা হবে।'

ফেগানের কথাটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে জেমসের। ব্ল্যাক হিলসের উদ্দেশে পাগলের মত ছুটছে অজস্র লোক, লাভ হবে ক'জনের? এবারের গোল্ডরাশও যদি অন্যগুলোর মত হয়ে থাকে বেশির ভাগ লোকেরই আশা ভঙ্গ হবে। ফতুর হয়ে যাবে।

রিচার্ড রাউল আর জন লিনটন ওকে বলেনি কেন ব্ল্যাক হিলসে যাচ্ছে। তবে, ব্রায়ান কথায় কথায় বলছিল ওরা মাইনার, মিলিটারি তাড়িয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত ওই দু'জন নাকি ব্ল্যাক হিলসেই মাইনিঙ করছিল। নিশ্চয়ই খনি পেয়েছে, তাই এখন সপরিবারে যাচ্ছে ফিরে। হঠাৎ জেমসের মনে হলো ডিউক ওয়েনের মতই হয়তো ওদের ব্যাপারেও উৎসাহ দেখাবে আউট-লর দল। চেপে ধরলে পরিবারের নিরাপত্তার খাতিরে হলেও খনির অবস্থান বলতে বাধ্য হবে ওরা।

র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে আধমাইলও আসেনি জেমস, ডানদিকের রিজের মাথায় এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেল। ঘোড়ায় বসার ভঙ্গি

জেমসের পরিচিত লাগছে। কে হতে পারে! ওয়্যাগন ট্রেনের কারও এতদূরে আসার কথা নয়, ডিউক ওয়েন অনুমতি দেবে না। তবু কেন চেনা মনে হচ্ছে? কৌতূহলী হয়ে উঠল জেমস, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রিজের দিকে ছুটতে শুরু করল। কয়েক মিনিট পর বুঝতে পারল অশ্বারোহী নয়, অশ্বারোহিণী। মহিলা।

জেমসকে দেখেও থামল না বা হাত নাড়ল না মহিলা, এগিয়ে চলল একই গতিতে। কোনাকোনি যে-পথে যাচ্ছে সে-পথে গেলে লিটল বিয়ারের ক্যাম্প তিন-চার মাইল দূর দিয়ে পাশ কাটাবে সে। বিস্তীর্ণ প্রেইরীতে অনভিজ্ঞ কেউ পথ হারালে ফিরে আসতে পারবে না আর কখনও, অভুক্ত অবস্থায় না মরলে মারা পড়বে ইণ্ডিয়ান যোদ্ধাদের হাতে।

উত্তরে না গিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল জেমস, আড়াআড়ি ভাবে অর্ধেক দূরত্ব পেরনোর পর চিনতে পারল মায়রা ক্যামবেলকে। আপন মনে মুখ খিস্তি করল সে। বুদ্ধিমতি মনে করেছিল, কখনও ভাবেনি এমন একটা বোকামি করবে মায়রা।

দুটো ঘোড়া পাশাপাশি হতেই হাসল মায়রা ক্যামবেল। 'গুড আফটার নুন, মিস্টার ফ্ল্যাগ। ক্যাম্প আর কতদূর?'

মিষ্টি হাসিমাখা মুখটা দেখে নিজের মনোভাব চেপে গেল জেমস। ভেবেছিল কড়া করে বকে দেবে, কিন্তু বদলে বলল, 'সামান্য দূরে, সঙ্গে এসো।'

'আমি একাই যেতে পারব, মিস্টার ফ্ল্যাগ।'

মেজাজ আর বশে রাখতে পারল না জেমস। 'যা বলছি তাই করো। আমার জানতে ইচ্ছে করছে তোমার মাথায় কয় ছটাক গোবর আছে। ডিউককে বলেছিলাম কাউকে যাতে বাইরে বাইরে

ঘুরতে না দেয়, তোমাকে সে কিছু বলেনি?'

'আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি,' হাসি মিলিয়ে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল মায়রার চেহারা। 'প্রথম সুযোগেই স্যাডল চাপিয়ে সরে এসেছি। ক্ষতি কি? চারপাশে উইলো গাছ ছিল, অ্যালিস্টার ছাড়া আর কেউ টের পায়নি। ভেবেছি ঘুর পথে ওয়্যাগন ট্রেনের আগে চলে যাব, কিন্তু এখনও তো ওদের দেখছি না। ব্যাপার কি, পথ হারিয়েছি?'

'আবার এরকম করলে তোমাদের শাইয়্যানে ফেরত পাঠানো ছাড়া উপায় থাকবে না। জানো, ইণ্ডিয়ানদের হাতে ধরা পড়লে কি হতে পারত?' জবাব না দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে পাল্টা প্রশ্ন করল জেমস।

'ইণ্ডিয়ান?' ব্যঙ্গের হাসিতেও দেখতে অপূর্ব লাগল মায়রাকে। 'শাইয়্যানের এত কাছে ইণ্ডিয়ান কোথায়, আমাকে বাচ্চা ভেবেছ যে জুজুর ভয় দেখাবে?'

'বাচ্চা আর মাথায় গোবর ভরা মেয়েকে আমি এক দৃষ্টিতে দেখি। যেদিকে যাচ্ছিলে তাতে ক্যাম্পের তিন-চার মাইল দূর দিয়ে প্রেইরীতে গিয়ে পড়তে। আগে কখনও এমন জায়গায় রাত কাটিয়েছ, জানো কি ধরনের বিপদ ঘটতে পারে? কথা না বাড়িয়ে সঙ্গে এসো, নাহলে পেছনে চাপড় মেরে যেতে বাধ্য করব। কি মনে করো, তোমার জন্য থামত ওরা? চলে যেত নিজেদের পথে, কাজ আছে ওদের, মাঝখান থেকে খুঁজে মরতাম আমি আর অ্যালিস্টার।'

শিরদাঁড়া সোজা করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে থাকল মায়রা।

'মিস্টার ফ্ল্যাগ, ভদ্রভাবে কথা বলো। গায়ে যদি হাত দাও, তোমার চোখ উপড়ে নেব আমি।'

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জেমস, সময় নষ্ট না করে মায়রাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বসিয়ে দিল নিজের স্যাডলে। পেছনে উঠে বসল সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে। তারপর মায়রার ঘোড়াটাকে দড়ি ধরে পেছন পেছন এগুতে বাধ্য করল। বাম গাল জ্বলছে ওর, আঁচড়ে দিয়েছে মায়রা, তবুও জেমস খুশি। সময় থাকতেই কর্তৃত্বে কে আছে বুঝিয়ে দেয়া উচিত।

আট

ঢালের মাথায় হাজির হলো ওয়্যাগন ট্রেন। ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল লিটল বিয়ারের দিকে। আগে আগে আসছিল ডিউক ওয়েন, ক্রীকের ধারে জেমস আর মায়রাকে দেখে গতি বাড়িয়ে ছুটে এসে থামল ওদের সামনে। ঘোড়া থেকে নেমে কয়েক সেকেণ্ড কৌতূহলী চোখে দু'জনকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি করে আগে এলে, মিস ক্যামবেল?'

'ঘুরতে বেরিয়েছিলাম,' ঠাণ্ডা স্বরে বলে বুড়ো আঙুলে জেমসকে দেখাল মায়রা। 'তোমার স্কাউট দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'আচ্ছা?' মায়রার চেয়েও শীতল শোনাল সেলুনমালিকের কণ্ঠ। তাকাল জেমসের দিকে, 'ব্যাপার কি, জেমস?'

'ভুল পথে যাচ্ছিল। বোধহয় খুন হয়ে যাওয়ার শখ চেপেছে ওর।'

'যাও, গিয়ে তৈরি হয়ে নাও, কাল সকালে শাইয়্যানের পথে ফেরত যাবে তুমি আর তোমার ভাই,' কড়া চোখে মায়রার দিকে তাকিয়ে আর একটা কথাও না বলে ঘুরে হাঁটতে থাকল ডিউক ওয়েন। দড়ির টানে পেছন পেছন চলল তার কালো ঘোড়া।

'দুঃখিত; এমনটা হবে ভাবিনি,' সেলুনমালিক চলে যাবার পর স্তব্ধ মায়রাকে বলল জেমস।

বিষ দৃষ্টিতে তাকাল মায়রা, অপমানে চেহারা কালো হয়ে গেছে। 'দরকার হলে আমি আর অ্যালিস্টার ডেডউডে একাই যাব, তোমার বসকে বলে দিয়ো কথাটা।'

মেয়েটা ঘোড়ার দড়ি হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই হতচকিত জেমস বলল, 'যদি কথা দাও নিয়ম মেনে চলবে, তাহলে ওর সঙ্গে তোমাদের ব্যাপারে আলাপ করব আমি। আমার ধারণা মাথা ঠাণ্ডা হলে মত বদলাবে ডিউক।'

'তুমি বলতে যাবে কেন, তোমার মত লোক তো স্বার্থ ছাড়া কোনও কাজ করে না,' গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকাল মায়রা।

'কি যে বলো, আমার মত বুনোরাও জানে কোনও কোনও মেয়েকে অন্য চোখে দেখতে হয়।'

মায়রা কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। ক্ষণিকের জন্য ওকে লজ্জায় লাল হতে দেখেছে জেমস, নাকি চোখের ভুল? ঘোড়া হাঁটিয়ে ব্রায়ানের ওয়্যাগনের পাশে চলে এল জেমস। রান্না চড়িয়ে আগুনের

ধারে বসে আছে স্কুলটিচার, মাঝে মাঝে কাঠের একটা হাতা দিয়ে ডেকচির ভেতরটা নেড়েচেড়ে দিচ্ছে।

নীরবে সাপার সারল ওরা দু'জন। হাঁটতে বেরিয়ে তাঁবুর সামনে ডিউক ওয়েনকে দেখতে পেল জেমস। কথা বলছে যমজ দু'ভাইয়ের সঙ্গে। আইকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল জেমস। ওকে দেখে সরু একটা সিগার বের করে ধরাল সেলুনমালিক, টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে তারপর বলল, 'এইমাত্র মিলার্সদের বলছিলাম বোকা মেয়েটার কথা। আমরা ঠিক করেছি ফেরত পাঠানো হবে ওদের। একজনকে ছেড়ে দিলে বাকিরাও কথা না শুনে বিপদ বাড়াবে।'

'নিজের মতামত আমার বলে চালিয়ে দিচ্ছ তুমি,' প্রতিবাদ করল আইক। 'আমি ওকে ফেরত পাঠাতে বলিনি।'

'আমরা বলছিলাম ওকে আরেকটা সুযোগ দেয়া হোক,' বড় ভাইকে সমর্থন করে বলল ডেভ। আঙুল তুলে গার্ডদের দেখাল, 'ওই লোকগুলোর চেয়ে মায়রা ক্যামবেল অনেক কম ক্ষতি করবে আমাদের। ডিউক, সময় থাকতে তাড়াও ওদের, নাহলে পিঠে ছুরি খেয়ে মরব সবাই।'

চুপ করে থাকল জেমস। ও যা বলতে এসেছিল ঠিক তা-ই বলছে দু'ভাই সেলুনমালিককে। বহুদিন ধরে লোকটার সঙ্গে আছে, পারলে ওরাই পারবে তর্ক করে সিদ্ধান্ত বদলাতে। প্রয়োজন না পড়লে নিজে কিছু বলবে না ঠিক করল জেমস।

সিগারটা ঠোঁটে চেপে ধরে সরু চোখে ক্যামবেলদের ওয়্যাগনটা দেখছে ডিউক ওয়েন, গভীর চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে। জুয়াড়ী একবার মনস্থির করে ফেললে ফেরানো যাবে না, বাধ্য হয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে জেমস বলল, 'এসো, এক কাজ করা

যাক, জিজ্ঞেস করে দেখি মেয়েটাকে শাইয়্যানে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে সিভার্স কি বলে।'

'সিভার্সকে কেন জিজ্ঞেস করব?' চোখ গরম করে তাকাল ডিউক ওয়েন। 'কোনকিছু জিজ্ঞেস করার নেই, ওকে ফোর্ট ল্যারামি পৌঁছেই বরখাস্ত করব। তবে, মনে হয় গার্ডরাও চলে যাবে ওর সঙ্গে, এটুকুই যা একটু ভাবছি।'

'ফোর্ট ল্যারামিতে হয়তো আমার পরিচিত লোকের দেখা পাব,' সেলুনমালিককে চিন্তামুক্ত করতে বলল জেমস, 'যদি পাই আর ওরা কাজ নেয়, নিশ্চিত থাকতে পারো যোগ্য লোক দায়িত্ব নেবে।'

'আচ্ছা, সিভার্সকে জিজ্ঞেস করলে সে কি বলত?' বড় ভাইকে চট করে চোখ টিপে নিরীহ গলায় জানতে চাইল ডেভ।

'এটাও বোঝো না, বলত এক্ষুণি মেয়েটাকে ফেরত পাঠাতে!' সবাই চুপ করে আছে দেখে জবাব দিল ডিউক।

হাসল আইক মিলার্স। 'ডিউক, তুমি তো আর সিভার্সের কথা মেনে মাথা নিচু করে চলতে না, তাহলে মেয়েটা থাকছে, কি বলো?'

ফাঁদে পড়েছে বুঝে গম্ভীর হয়ে গেল সেলুনমালিকের চেহারা, খানিকক্ষণ থম মেরে থেকে সে বলল, 'ঠিক আছে, থাকুক। জেমস, ওকে গিয়ে বলো সে থাকতে পারে এক শর্তে। যদি আরেকবার না বলে ওয়্যাগন ট্রেন ছেড়ে যায়, তাহলে শাইয়্যানে ফিরে তাকে যেতেই হবে।'

কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে, কথা না বাড়িয়ে তাঁবুর ভেতরে গিয়ে ঢুকল দুই ভাই। একটু পরই তাদের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা

গেল। একজন অন্যজনের দ্বিগুণ শব্দ করছে। খেয়াল করে শুনলে মনে হয় তুমুল প্রতিযোগিতা চলছে দুটো বেড়ালের ভেতর। একটা বোধহয় অন্যটাকে দেয়ালের গায়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে।

ওয়্যাগনের পেছনে, আগুনের ধারে মায়রাকে দেখতে পেল জেমস। অ্যালিস্টার বোনের পাশে বসে রয়েছে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল জেমস, খুলে বলল সেলুনমালিক কি জানিয়েছে।

'তাকে বলে দিয়ো নিয়ম মেনেই চলব আমরা,' টিটকারির হাসি হেসে জানাল মায়রা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ; অবশ্য আমার জন্য এত করলে তোমার ইণ্ডিয়ান বউ যদি জানে, খুশি হবে না।'

'আমি বুঝতে পারছি সিভার্সের ফালতু কথা বিশ্বাস করবে বলে ঠিক করেছ তুমি। যত ভুলই করো বাধা দিয়ে লাভ নেই। তবে একটা কথা মনে রেখো, ইণ্ডিয়ান মেয়েরা সাদা মেয়েমানুষের মত পুরুষ সাজতে যায় না, ইণ্ডিয়ান মেয়েরা নারী হয়ে জন্মেছে বলে গর্ব অনুভব করে। বিয়ে না করলেও ওদের আমি কাছ থেকে দেখেছি; আমার জানা আছে।'

'আমিও গর্ব অনুভব করি,' উঠে দাঁড়িয়ে ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেল মায়রা। শুনতে পেল পেছন থেকে হাসছে জেমস ফ্ল্যাগ। নিশ্চয়ই ব্যঙ্গের হাসি। হাঁটার গতি আরও দ্রুত হয়ে গেল ওর, বাজে লোকটার সঙ্গে যতটা সম্ভব দূরত্ব তৈরি করতে চাইছে।

বড়বোন চলে যেতেই উঠে পড়ল অ্যালিস্টার, জেমসের হাত ধরে বলল, 'সিস্ একটা পাগল। কিছু মনে কোরো না।'

'মনে করিনি,' ছেলেটার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল জেমস। ফিরে এল ব্রায়ানের ওয়্যাগনে।

রাতে সে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর স্কুল টিচারের খুক খুক কাশি

শুনতে পেল। কিছু একটা বলবে ব্রায়ান: প্রস্তুতি চলছে। একটু পরেই জেমসের পাশে এসে বসল সে। জেমস তাকানোয় বলল, 'তোমরা দু'জনে প্রেমে পড়েছ।'

'পাগল নাকি!' উঠে বসে উরুতে চাপড় মারল জেমস।

'পড়েছ।'

'অসম্ভব!'

চাপাচাপি করল না ব্রায়ান, ওয়্যাগনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরেই ওদিক থেকে ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পেয়ে জেমস বুঝল ঘুমিয়ে পড়েছে স্কুল শিক্ষক। চুপ করে বসে রইল সে। এক সময় ব্ল্যাংকেটে গা এলিয়ে দিল। ঘুম আসছে না। রাতের তারা জ্বলা আকাশে চোখ রেখে জেগে রইল। ভাবছে, 'তাহলে কি মায়রাও...'

ভোরে যাত্রা আরম্ভ করার পর ঘোড়া ছুটিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনের সামনে চলে এল জেমস, ডিউক ওয়েনের কালো ঘোড়ার পাশে পৌঁছে বলল, 'আজকে চাগওয়াটারে ক্যাম্প করব আমরা। প্রথম দিনের চেয়ে মাইল দু'এক পথ বেশি যেতে হবে, তবে ক্র্যাফট রোড র‍্যাঞ্চ পার না করে থামবে না, জায়গাটা ক্যাম্প করার জন্য ভাল।'

'জমিতে খাড়াই আছে?'

'তেমন একটা না।' উত্তর দিকে ঘোড়া ছোটাল জেমস, 'চাগওয়াটারে দেখা হবে।'

সারাদিনে অনেক চিহ্ন দেখল জেমস। ব্ল্যাক হিলসের দিকে গেছে সবাই। কেউ ঘোড়ায়, কেউ মিউলে, কেউ ওয়্যাগনে চেপে চলেছে সোনার খোঁজে। ওয়্যাগন ট্রেনও গেছে কয়েকটা, তবে কোনটাই ডিউক ওয়েনের মত সংগঠিত নয়। ওগুলোতে নিশ্চয়ই

মূল্যবান তেমন কিছু ছিল না। তারমানে সেলুনমালিকের ওয়্যাগন ট্রেন সহজেই আউট-লদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে জেমস, অচিরেই বিপদ আসবে।

বিকেলে ঢাল বেয়ে নেমে চাগওয়াটার উপত্যকায় পৌঁছে গেল সে। প্রেইরীর মত নয়, প্রচুর গাছ জন্মেছে মাটিতে। খাড়া ব্লাফ উঁচু হয়ে আছে উপত্যকার দু'পাশে। ক্রীকটা বয়ে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে, দু'তীরে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য কটনউড, উইলো আর বক্স এলডার গাছ। লাল উইলোগুলো গায়ে গা লাগিয়ে জন্মেছে, ডালগুলো দুলছে মৃদু বাতাসে। জেমস পরীক্ষা করে দেখল উইলো গাছের ছাল ঠিকই আছে। একটু নিশ্চিন্ত হলো। ধারে কাছে ইণ্ডিয়ানরা নেই। উইলোর ছাল ছিঁড়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে পিস পাইপে ভরে ধোঁয়া গেলে ইণ্ডিয়ানরা।

ঘাসজমি পেরোনোর সময় ঘুঘুর ডাক শুনল জেমস। মিষ্টি সুরে নিজের উপস্থিতি জানান দিল একটা মিডোলার্ক। একসাথে কিচিরমিচির শুরু করল রবিন আর কয়েক রঙের স্নাইপ। বেড়ার খুঁটিগুলোতে বসে ভীষণ গম্ভীর চেহারায় কি যেন ভাবছে কয়েকটা পেঁচা। অনেক উপরে, আকাশের গায়ে ডানা মেলে দিয়ে উড়ছে ঈগলগুলো।

বেড়ার ওপাশেই র‍্যাঞ্চহাউস। বহুদিন ধরে এখানে আছে ডন ক্র্যাফট, সাহস দেখিয়ে ইণ্ডিয়ানদের বন্ধুত্ব অর্জন করে টিকে গেছে। এখন যথেষ্ট ভাল অবস্থা। বিশাল গরুর পাল হয়েছে তার, চাষবাসও করছে। জেমস জানে, পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের সহায়তাও পেয়েছে ডন। র‍্যাঞ্চটা গড়ে তুলতে সে নিজে সাহায্য করেছে ডনকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল জেমসের। আরও দশ বছর

আগেই নিজের জন্য এরকম একটা জায়গা খুঁজে বের করা উচিত ছিল ওর। সময় ফুরিয়ে আসছে বুনো পশ্চিমের, সেই সঙ্গে ওর মত স্বাধীনচেতা লোকদেরও। এখনও কিছুটা সময় হয়তো আছে, চেষ্টা করবে সে রকি মাউন্টিন বা তার ওধারে একটা ভাল জায়গা বেছে নেয়ার। পুরনো যা কিছু সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে, হয়তো একা লাগবে না, মায়রাও যদি···

'গুড়ুম!' প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল সিক্সগান, প্রতিধ্বনিত হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আওয়াজ। থেমে গেছে পাখিদের কলকাকলি চারদিক স্তব্ধ। র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে সেদিকে এগুলো জেমস, পঞ্চাশ গজের মধ্যে পৌঁছতেই ক্রীকের তীরে গজানো ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছেলেটা। দশ বছর বয়স। জোসেফ ক্র্যাফটকে চিনতে পারল জেমস। চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এগিয়ে আসছে জোসেফ ওর দিকে। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে আছে চোখ দুটো, এখনও আঙ্কল জেমসকে চিনতে পারেনি।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ওকে জড়িয়ে ধরল জেমস পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, জস?'

'আঙ্কল, আঙ্কল, ওরা···' জেমসকে চিনতে পেরে হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছল জোসেফ, 'মা ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চা হবে, ওরা···'

'তোমার আব্বু কোথায়?'

'ফোর্ট ল্যারামি। রাতে আসবে,' ঢোক গিলে কান্না চেপে বলল জোসেফ।

'তোমার আম্মু ঝোপের আড়ালে। কিন্তু ওরা কারা, জস,

কোথায় ওরা?'

'বার রুমে বসে মদ খাচ্ছে। ডেভিলস ফীট দলের লোক। ওদের একজন কিচেনে এসে মারধর করে বলল আম্মুকে নাকি তার খুব দরকার। আমার কাছে একটা পিস্তল ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে মেরে পিস্তলটা নিয়ে নিয়েছে। লোকটা বার রুমে ফিরে যেতেই পালিয়েছি আমি আর আম্মু পেছনের দরজা দিয়ে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ট্রেইলের দিকে তাকাল জেমস। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসছে ওয়্যাগন ট্রেন। নিজে গিয়ে লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে দেরি হয়ে যাবে। জোসেফের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল জেমস, শান্ত গলায় বলল, 'ওই যে দেখো, আঙ্কল, ওয়্যাগন ট্রেন আসছে। তোমার মা'র খুব বিপদ, পারবে না তুমি আমার ঘোড়ায় চেপে ওঁদের কাছে যেতে?' জোসেফ ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকানোয় জেমস আবার বলল, 'ওখানে পৌঁছেই দেখবে কালো ঘোড়ায় চড়ে এক লোক সবার আগে আগে আসছে। তাকে তুমি বলবে তোমার আম্মুর বাচ্চা হবে, মহিলাদের সাহায্য দরকার হবে তোমার আম্মুর। পারবে না?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল জোসেফ। ওকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে মিসেস ক্র্যাফটের খোঁজে ক্রীকের দিকে ছুটল জেমস। জানে, বাপের স্বভাব পেয়েছে, দায়িত্ব ঠিকই পালন করবে জোসেফ। ডন ক্র্যাফট শক্ত লোক, এই ঘটনার পর সে বেঁচে থাকলে দুর্বৃত্তরা কেউ বাঁচবে না।

অসহ্য প্রসব যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে নোরা ক্র্যাফট, তাকে খুঁজে বের করতে সময় লাগল না জেমসের। ক্রীকের পাড়ে বালিতে পড়ে আছে মহিলা, দেহ মোচড়াচ্ছে দু'হাতে পেট চেপে ধরে। সর্বাঙ্গ

ঘামে ভিজে গেছে, চেহারা টকটকে লাল। মাঝে মাঝে চোখ উল্টে যাচ্ছে ব্যথায়। কেন কে জানে, এখনও জ্ঞান হারায়নি।

পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জেমস। অসহায় বোধ করছে, কি করতে হবে কিছুই জানে না। রেগে উঠল নিজের ওপর। কথা বলার অবস্থায় নেই নোরা ক্র্যাফট, ওকে দেখেও চিনতে পারল না। কয়েকটা ছোট ঝোপ উপড়ে বালিশের মত করে মাথার তলায় রাখল জেমস। হয়তো একটু আরাম হবে নোরার। দ্রুত মাথা খাটাচ্ছে সে। দুর্বৃত্ত একজনের বেশি, 'ওরা' 'ওরা' বলছিল জোসেফ। লোকগুলোকে শেষ করতে হবে, নাহলে ঘরে নিয়ে নোরার সেবা করা সম্ভব নয়। একা পারবে সে? পারতেই হবে, না পারলে চলবে না, যেভাবেই হোক একটা কিছু করতেই হবে।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চেহারায় উঠে দাঁড়াল জেমস, র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে পা বাড়িয়ে হোলস্টারে হাত বুলাল একবার।

নয়

জেমস ঠিক করল লোকগুলোর ভয়ে পেছনদিক ঘুরে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকবে না। সোজাসুজি সামনের দরজা ব্যবহার করলে যদি তারা গুলি করে, ঝাঁঝরা হয়ে যাবে সে। তবে সে-সম্ভাবনা কম, বাজে লোক এত সহজে মজা নষ্ট করতে চাইবে না। পেটে মদ পড়েছে,

একেকজন বোধহয় নিজেকে বিরাট কিছু ভাবছে, নাহলে মহিলার গায়ে হাত দিত না। ওরা চাইবে ইঁদুর-বেড়াল খেলে ওকে শেষ করতে। ধারণাটা যদি ভুল হয়···আপনমনে একবার শ্রাগ করল জেমস, অনেক আগেই মরে যেতে পারত সে।

সাবধানী পায়ে এগোচ্ছে জেমস, দরজার সামনে থেমে একবার সিক্সগানের বাঁট স্পর্শ করে নিল। অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে দরজার কপাট। দু'এক পা সরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে উঁকি দিল ভেতরে।

ওয়্যাগন ট্রেনের তিনজন গার্ড বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে মুখ করে। স্যাভেজের নাম জানে জেমস, বাকিদেরগুলো না জানলেও চিনতে অসুবিধা হলো না। স্যাভেজ আর দুই গানম্যান ছাড়াও ঘরে আরেকজন আছে। সঙ্গীদের থেকে তিরিশ ফুট দূরে কিচেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে লোকটা, হাতে সিক্সগান নাচাচ্ছে। তাকে নজরে রাখা কঠিন হবে।

কিচেনের কাছে দাঁড়ানো চতুর্থ লোকটাকে চোখের কোণে রেখে ঘরে ঢুকে পড়ল জেমস। স্যাভেজ মনে করছে সে আর তার দুই বন্ধুই জেমসের জন্য যথেষ্ট, সিক্সগান হোলস্টার মুক্ত করারও প্রয়োজন বোধ করেনি সে। একটা হুইস্কির বোতল বামহাতে নেড়ে ঢুলু ঢুলু চোখে দরজার দিকে তাকাল স্যাভেজ, জেমসকে দেখে ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এইবার পাওয়া গেছে শালাকে, বুঝলে, ঠিক যেমন ভেবেছিলাম।'

'পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, এরমধ্যে মাথার ওপর হাত তুলে না দাঁড়ালে খুন হয়ে যাবে সবকটা কুকুরের বাচ্চা,' জেমসের কণ্ঠ গমগম করে উঠল চার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে।

মুহূর্তের জন্য পিনপতন নীরবতা নামল বিশাল ঘরে. তারপর স্যাভেজের হাত থেকে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল হুইস্কির বোতল। ভ্রূ কুঁচকে ঘোলা চোখে জেমসের দিকে তাকাল স্যাভেজ, দাঁতে দাঁত পেষায় চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে গেল।

'শালা, হারামজাদা···ভেবেছ আমাদের সাথে পারবে তুমি!'

উরুর কাছে ডানহাত ঝুলিয়ে অপেক্ষা করল জেমস। মনে মনে পাঁচ গুনছে। দীর্ঘ একটা সময় পার হয়ে যাচ্ছে মনে হলো ওর। ঘরের মধ্যে টান টান উত্তেজনা। একা, তারপরও লোকটার সাহস দেখে হকচকিয়ে গেছে স্যাভেজের সঙ্গীরা। লোকটার স্নায়ু কি ইস্পাতের তৈরি? পাঁচ সেকেণ্ড পার হয়ে যেতে হাসল জেমস। স্যাভেজের ডানদিকের গার্ড নড়ে উঠে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়েও আছড়ে পড়ল কাউন্টারে। সেখান থেকে মাটিতে। দেহ স্থির। কিছু বোঝার আগেই মারা গেছে, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা জেমসের বুলেট নাক দিয়ে ঢুকে লোকটার মগজ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

অস্ত্র বের করে ফেলেছে সিভার্স আর তার জীবিত সঙ্গী। বামদিকে ঝাঁপ দিয়ে গুলি করল জেমস। একই সঙ্গে আগুন ঝরাল চারটে সিক্সগান। কিচেনের দরজায় দাঁড়ানো লোকটার গুলি জেমসের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে গিয়ে দেয়ালে বিঁধল। জেমসের গুলিতে স্যাভেজের বামপাশের গার্ড দু'হাতে বুক চেপে ধরল। কুলকুল করে রক্ত বের হচ্ছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে, ফুটো হয়ে গেছে লোকটার হৃৎপিণ্ড। থপ করে মেঝেতে পড়ল দুর্বৃত্ত, গোঙানির ফাঁকে শ্বাস টানল কয়েকবার, তারপর সশব্দে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল।

জেমসের তৃতীয় গুলিতে স্যাভেজের হোলস্টারের বাঁধন ছিঁড়ে মেঝেতে পড়ল সিক্সগান। ভীত চেহারায় দেখল সিভার্স তার ডানহাত এখনও অক্ষত আছে। ঘুরে বসেই আবার গুলি করল জেমস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলো চতুর্থ গার্ডের কপাল থেকে। মাটিতে পড়ে কয়েকবার শরীর মুছড়ে নড়াচড়া থেমে গেল লোকটার, একবার ঘড়ঘড় শব্দে দম নিয়েই চুপ হয়ে গেল চিরতরে। কিচেনের দরজার সামনে পড়ে রইল মৃতদেহ।

সিক্সগান হাতে উঠে দাঁড়িয়ে স্যাভেজের দিকে এক পা এগোল জেমস। ঝুঁকে একবার অস্ত্রটি তুলবে কিনা ভেবেও নড়ল না স্যাভেজ। সিভার্স যদি আগে বলত ফ্ল্যাগের হাত এত চালু, তাহলে কোনদিনও ওর কথা শুনে ঝুঁকি নিত না সে। জেমস লোকটা সাক্ষাৎ শয়তান। একবারও তাকে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াতে দেখেনি স্যাভেজ, অথচ লোকটা ঠিকই নির্ভুল নিশানায় গুলি করে গেছে একের পর এক। মরুক সিভার্স শালা, ঝুঁকি নেবে না সে।

পুরো ঘরে কটুগন্ধ পোড়া করডাইটের, গানপাউডারের ধোঁয়ায় আবছা একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আলো আঁধারিতে পাক খাচ্ছে ধোঁয়া, নড়েচড়ে আকৃতি বদলাচ্ছে মৃদু বাতাসে। 'ভুলেও উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা কোরো না, ফুটো হয়ে যাবে,' হিমশীতল স্বরে বলল জেমস। 'কথা দিচ্ছি অপরাধের শাস্তি কমই দেব।'

আতঙ্কে জমে গেছে স্যাভেজ, বন্যতা আর অবশিষ্ট নেই তার মাঝে। ধীর পায়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেমস। লাথি মেরে সিক্সগানগুলো সরিয়ে দিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্য আক্রোশে। সন্তান সম্ভবা মহিলার ওপর আক্রমণ করার

শোধ আজ সে তুলে নেবে. শিক্ষা নিক সবাই. পশ্চিমে আর কেউ যেন মেয়েদের উপর আক্রমণ না করে।

প্রথম ঘুসিতেই ভেঙে গেল স্যাভেজের পাঁজরের দুটো হাড়। দ্বিতীয় ঘুসিতে ভেঙে গেল উপরের সারির ছয়টা দাঁত। তৃতীয় ঘুসিতে খাড়া নাকটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল চিরতরে। গলগল করে রক্ত গড়াচ্ছে স্যাভেজের বিকৃত চেহারা থেকে। দু'হাত উঁচিয়ে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করছে সে। পারছে না। তলপেটে প্রচণ্ড লাথি খেয়ে কুঁজো হয়ে গেল। চুলের মুঠি ধরে তাকে সোজা করল জেমস, কাঁধের ধাক্কায় দেহ ঘুরিয়ে মাথাটা ঠুকতে শুরু করল বার কাউন্টারে। স্যাভেজ অজ্ঞান হয়ে যেতেই পকেট থেকে দড়ি বের করে তাকে ভালমত বাঁধল সে, সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে এল বার রূম থেকে।

দৌড়ে ক্রীকের ধারে ফিরে এল সে। এখনও জ্ঞান হারায়নি মিসেস ক্র্যাফট, কাতরাচ্ছে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায়। ভূতের মত উদয় হলো ওরা। জেমসকে ঘিরে দাঁড়াল পনেরোজন ইণ্ডিয়ান। রণ সাজে সজ্জিত সিউদের নেতার দিকে তাকিয়ে সিক্সগান ড্র করতে গিয়েও থেমে গেল জেমস। বিগ চীফ!

'আমি মরলে তুমিই হবে এদের নেতা,' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিগ চীফ রাইজিঙ সান, 'লিট্‌ল চীফ জেমস, আরেকবার যদি তোমাকে অসতর্ক দেখি তাহলে কান ছিঁড়ে নেব।'

'বিগ চীফ!'

'আহ্, চুপ করো,' ধমকে জেমসকে থামিয়ে দিল ইণ্ডিয়ান বুড়ো। কোঁচকানো চেহারায় আরও কয়েকটা বাড়তি ভাঁজ ফেলে তাকাল দলের ব্রেভদের দিকে। 'তোমরা সাদা মেয়েমানুষটাকে

ঘরে দিয়ে এসো, ছেলের সঙ্গে কথা আছে আমার।'

তাড়াহুড়া করে মিসেস ক্র্যাফটকে বাড়ির ভেতর বয়ে নিয়ে গেল আট-দশজন যোদ্ধা। প্রবীণরা অপেক্ষা করছে চীফ আর জেমসের আলাপ শোনার জন্য। ওরা জানে কি বলার জন্য এখানে অনুসরণ করে এসেছে ওদের নেতা।

'এত নরম হয়ে যাবে কক্ষন্যো ভাবিনি,' গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল বুড়ো চীফ।

'বাকিরা কোথায়?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল অপ্রস্তুত জেমস।

'আছে ধারেকাছেই। আমি মরলে সবার দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপবে, কি করবে ভাবছ?'

'একটা র‍্যাঞ্চ করব দূরে কোথাও, সবাই মিলেমিশে থাকতে পারব আমরা একসাথে।'

গম্ভীর চেহারায় জেমসের কাঁধ চাপড়ে দিল রাইজিঙ সান। 'যা ভাল বোঝো কোরো, তবে সাবধান থেকো, হোয়াইটদের কাছে কাগজের টাকার জন্য বিক্রি হয়ে গেছে অনেক সিউ। খুব সাবধান। বিপদে পড়লে স্মোক সিগনাল দিয়ো, আমরা পৌঁছে যাব। এখন থেকে আমার অন্তত একজন ব্রেভ তোমাকে অনুসরণ করবে।'

ব্রেভরা মিসেস ক্র্যাফটকে রেখে ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে। 'আবার দেখা হবে, লিট্‌ল্ চীফ,' সবার ওপর নজর বুলিয়ে জেমসকে বলল রাইজিঙ সান। হাতের ইশারা করতেই ঝোপের আড়ালে সরে গেল সবাই।

'খুব সাবধান!' আবার বলল বিগ চীফ রাইজিঙ সান, 'আমার ভাইও দশ-বারোজন ব্রেভকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে,

হোয়াইটদের হুইস্কির লোভে পড়েছে, ওকে দেখলে বুঝে নিয়ো বিপদ আসছে।'

বুড়োকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল জেমস। আবেগ সামলে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো চীফ, ঝোপের আড়ালে চলে যাওয়ার আগে বলল, 'জেমস, আমি না থাকলে ওরা যোগাযোগ করবে, সবাইকে দেখো তুমি।'

চুপ করে থাকল জেমস, কোনও কথা জোগাল না ওর মুখে। আগেই জানত একদিন ঠিকই দলের সবার দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দেবে নিঃসন্তান বুড়ো। মানা করার উপায় নেই, বড় বেশি কৃতজ্ঞ সে কড়া বুড়োর কাছে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে পা বাড়াল জেমস। ভবিষ্যতে সিউদের শক্তিশালী একটা দলকে নেতৃত্ব দিতে হবে ওর।

বেডরুমে ঢুকে সে দেখল যত্ন করে মিসেস ক্র্যাফটকে শোয়ানো হয়েছে বিছানায়। কিচেনে স্টোভ জ্বালিয়ে পানি গরম করার ব্যবস্থাও করে গেছে ওর ইণ্ডিয়ান ভাইয়েরা। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল জেমস। সাধ্যমত সবই করেছে, আর কিছু জানা নেই যে সাহায্য করবে। সারা বাড়িতে অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ, জ্ঞান হারিয়েছে মহিলা।

দশ

ঘোড়ার খুর আর চাকার ক্যাঁচকোচ শব্দ কানে আসার আগ পর্যন্ত বেডরুমে থাকল জেমস, তারপর দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। মাত্র বাড়ির সামনে থেমেছে বাকবোর্ড। মিসেস ল্যানট্রি চালিয়ে এনেছে ওটা, পাশে বসে আছে সুসানা আর মায়রা ক্যামবেল। দু'জনের চেহারাই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আছে, বোধহয় জীবনে কখনও এত বিপজ্জনক ড্রাইভারের পাশে বসেনি ওরা।

'বেডরুমে আছে, যাও তাড়াতাড়ি!' ঘোড়াগুলোর লাইন বিশালকায় মহিলার হাত থেকে নিয়ে বলল জেমস। লাফ দিয়ে নেমে রওয়ানা হয়ে গেল সুসানা আর লিলি। হাত বাড়িয়ে মায়রাকে নামতে সাহায্য করল জেমস, মেয়েটা বাড়ির দিকে পা বাড়াতেই বলল, 'তুমি যেয়ো না, ভেতরে রক্তারক্তি কাণ্ড, সহ্য করতে পারবে না।'

'আমি বাচ্চা নই,' জেমসের হাত ছাড়িয়ে নিল মায়রা, দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল মাথা উঁচু করে।

মায়রা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জেমস, মায়রার রাগ এখনও পড়েনি। ঘোড়াগুলো বাগি থেকে খুলে করালে নিয়ে বাঁধল। বার রুম থেকে লাশ তিনটে

সরানোর সময় শুনতে পেল জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঁচু গলায় কাঁদছে মিসেস ক্র্যাফট। লাশগুলো উঠানে পাশাপাশি শোয়াল সে, ঢেকে দিল বার্নে পাওয়া একটা তেরপল দিয়ে। কাজ সেরে বার রুমে ঢুকে দেখল হুঁশ ফিরেছে স্যাভেজের। হাত-পায়ের দড়ি কেটে দিয়ে পিঠে ছোরার খোঁচা মেরে আউট-লকে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করল জেমস।

'একটু উল্টোপাল্টা যদি দেখি, বাঁট পর্যন্ত ছোরা ঢুকিয়ে দেব!'

'তা-ই দাও, ফাঁসিতে ঝোলার চেয়ে তা-ও ভাল।' ঘাড় ফিরিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে জেমসকে দেখল আউট-ল। ভাঙা দাঁতের কারণে অস্পষ্ট শোনাচ্ছে কথা।

নিষ্কম্প হাতে মাপা খোঁচা দিল জেমস। চামড়া ফুটো করে মাংসের মধ্যে সিকি ইঞ্চি ঢুকে গেল তীক্ষ্ণধার ফলা। রাগের বদলে ভয়ের ছাপ পড়ল স্যাভেজের দু'চোখে। জেমসের ধাক্কা খেয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল বাধা না দিয়ে। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে ক্ষণিক বেশি বাঁচা এক্ষুণি মরে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

ওয়্যাগন ট্রেন এসে থেমেছে র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনের উঠানে। রক্তাক্ত স্যাভেজকে ঠেলতে ঠেলতে ডিউক ওয়েনের ঘোড়ার কাছে নিয়ে গেল জেমস। সিভার্স টিমস্টারদের নির্দেশ দিচ্ছিল, ওদের দেখতে পেয়ে কাজ ফেলে ছুটে এল সে। 'ব্যাপার কি! এক্ষুণি আমার লোকের ওপর থেকে ছোরা সরাও, জেমস। বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি!'

ওয়্যাগন বসের হাত উরুর পাশে শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলছে দেখে নির্বাক হয়ে গেছে ডিউক ওয়েন, একবার সিভার্সকে আরেকবার জেমস আর বন্দী স্যাভেজকে দেখছে চোখ বড় বড় করে।

পরিবেশে থমথমে একটা ভাব, সবাই বুঝতে পারছে ঘটে যেতে পারে যে কোন কিছু।

'বেঁচে আছি দেখে অবাক লাগছে, সিভার্স?' ঠাণ্ডা হাসি হেসে জানতে চাইল জেমস। সতর্ক হয়ে উঠেছে, ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল ছোরা।

'হ্যাঁ...না! তোমাকে বলেছি ছোরা সরিয়ে নিতে।'

'বেশ।' এক পা পেছাল জেমস, 'তোমার তিনজন লোক মারা গেছে আমার হাতে।'

'কি...কি বললে?' অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল সিভার্স।

'ঠিকই শুনেছ।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ!' এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধমকে উঠল ডিউক ওয়েন, আঙুল তুলে বাতাসে নাচাল। 'তোমাকে...'

'কি, বরখাস্ত করবে?' হাসল জেমস। 'আমার বদলে টম সিভার্সকে রাখলে শাইয়্যানের সাউথ ফর্ক পর্যন্তও যেতে পারবে না।' হঠাৎ এক ঝটকায় সিক্সগান বের করে স্যাভেজের পিঠে নল ঠেসে ধরল সে। 'বল্ শালা কি করেছিস!'

'পিঠে সিক্সগান ধরে যা ইচ্ছা তাই বলানো যায়, কিছু বোলো না, স্যাভেজ, কেউ বিশ্বাস করবে না,' সতর্ক করল সিভার্স।

ওয়্যাগন ট্রেনের সবক'জন পুরুষ গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের চারজনকে। শেষ গার্ড, লেসলি এসে থামল সিভার্সের পাশে। তৈরি হয়ে আছে, আদেশ পেলেই অস্ত্র বের করবে। মিলার্সরা দু'ভাই ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সিভার্স আর লেসলির পেছনে। ঘটনা দেখে অনিশ্চয়তার ছাপ পড়ল স্যাভেজের চেহারায়, ঘামছে দরদর করে, ডিউক ওয়েন আর সিভার্সের দিকে বারবার

তাকাচ্ছে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে।

'থেমে গেলে কেন, কি বলার আছে বলে ফেলো,' সেলুনমালিক চুপ করে আছে দেখে আহত স্যাভেজের দিকে তাকাল আইক মিলার্স। 'সিভার্সের কথা শুনে আর লাভ নেই, ওকে চেনা হয়ে গেছে আমাদের।'

'ঠিক। আসল কথা মুখ ফুটে না বললেও ফাঁসিতে ঝুলবে, স্যাভেজ,' ভয়ঙ্কর হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলল ডেভ মিলার্স।

'আমার ইচ্ছা ছিল না,' ভয়ে ঘন ঘন ঢোক গিলল স্যাভেজ, 'সিভার্স বলল এখনই জেমসকে সরিয়ে দেয়ার ঠিক সময়, তাই শিকারের নাম করে এখানে এসেছি আমরা। বিশ্বাস করো তোমরা, আমি...'

'বলো, বলো,' উৎসাহ জোগাল আইক। ওর ভাই ·৪৫ বের করে চেপে ধরেছে সিভার্সের শিরদাঁড়ায়। অস্ত্র বের করতে হাত বাড়িয়েছিল লেসলি, বসের অবস্থা দেখে মাঝপথেই হাত সরিয়ে নিল।

দাবার ছক উল্টে গেছে, মুখ নিচু করে নিল টম সিভার্স। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারপাশে তাকাল স্যাভেজ। সবক'জন দেখছে ওকে কঠোর দৃষ্টিতে, মায়াদয়ার চিহ্ন নেই কারও চেহারায়। 'আমাদের এখানে এসে ডন ক্র্যাফটকে বন্দী করার কথা ছিল,' চোখের ইশারায় র‍্যাঞ্চহাউস দেখাল স্যাভেজ, 'আমাদের বলা হয়েছিল মিসেস ক্র্যাফটকে রেপের ভয় দেখাতে। জানতাম না মহিলার শিগগিরই বাচ্চা হবে।'

'ওরা ফাঁদ পেতেছিল বার রুমে, আমাকে মারতে পারলে মিসেস ক্র্যাফট আর জোসেফকেও ছাড়ত না,' স্যাভেজ থেমে

যাওয়ায় ডিউক ওয়েনের দিকে তাকাল জেমস, 'এরা ডেভিলস ফীট দলের আউট-ল, কোনও সন্দেহ নেই। জোসেফ ক্র্যাফট কথাটা ওদের বলাবলি করতে শুনেছে। জানি না কেন, তবে সিভার্স ভাল লোক বাছেনি বুঝতেই পারছ।'

'লোক বাছতে ভুল করেছি, কিন্তু এছাড়া আর একটা কথাও সত্যি না,' জানের ভয় ঢুকে গেছে মনে, গায়ের জোরে চেঁচাল সিভার্স। 'আমি গাধাগুলোকে এমন কিছু করতে কখনোই বলিনি। এমন কি আমি ডেভিলস ফীট গ্যাঙের নাম পর্যন্ত শুনিনি কখনও!'

চিন্তিত চেহারায় ব্র্যাড ল্যানট্রির পাশে ঘোড়ার রাস ধরে দাঁড়িয়ে থাকা জোসেফ ক্র্যাফটের দিকে তাকাল ডিউক ওয়েন। বুঝতে পারছে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে সিভার্স না জেমস থাকবে ওদের সঙ্গে। ভুল লোককে বিদায় করলে সবার ওপর মারাত্মক বিপদ নেমে আসতে পারে। নিজের জন্য চিন্তা করে না সে, কিন্তু অন্যদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা সম্ভব নয়। হাতের ইশারায় জোসেফকে কাছে ডাকল ডিউক। 'ডেভিলস ফীট গ্যাঙের লোক, একথা ওদের বলতে শুনেছ?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল জোসেফ ক্র্যাফট। 'শুধু তাই না, ওরা মদ খেয়ে আম্মুকেও মেরেছে...ওরা চেয়েছিল...'

'দড়ি আছে কারও কাছে?' ভীড়ের উদ্দেশে বলল আইক।

গুঞ্জন উঠল সবার মাঝে, দু'তিনজন পা বাড়াল নিজেদের ওয়্যাগনের দিকে। বাচ্চা ছেলেটার মুখে যথেষ্ট শুনেছে, আর কিছু জানার দরকার বোধ করছে না ওরা। মহিলাদের সঙ্গে এরচেয়ে অনেক কম বাঁদরামি করলেও ফাঁসিতে ঝুলত যে-কেউ।

'না, এখানে আমরা কেউ জাজ বা জুরি নই; ফিরে এসো

তোমরা,' ডাক দিয়ে লোকগুলোকে দাঁড় করাল ডিউক ওয়েন, তাকাল সিভার্সের দিকে। 'তোমার লোকদের নিয়ে চলে যাও, সিভার্স, আর কখনও যেন ওয়্যাগন ট্রেনের আশেপাশে তোমাকে না দেখি।'

সেলুনমালিকের কথা শুনে সবাই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে দেখে মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট করল না টম সিভার্স, হাতের ইশারায় লেসলিকে ডাক দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়ার দিকে। দৌড় দিতে মন চাইলেও হাঁটার গতি স্বাভাবিক রাখছে, পালাচ্ছে মনে করলে সবাই ধাওয়া করে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাবে। লোকগুলোকে বুঝতে দেয়া চলবে না যে আসলেই সে অপরাধী, বোঝার আগেই সরে যেতে হবে এখান থেকে।

'আমি ওদের সঙ্গে যাব?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল স্যাভেজ জেমসের দিকে তাকিয়ে।

'যাও,' হোলস্টারে অস্ত্র পুরল জেমস, 'আমার মনে হয় টম সিভার্সই তোমার ব্যবস্থা করবে।'

তিন আউট-লর ঘোড়া চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর স্কুল টিচারের দিকে তাকাল জেমস। 'ব্রায়ান, জোসেফ তোমার সঙ্গে থাকুক, ওর বাবা ফিরে আসার আগে বাসায় ঢোকার দরকার নেই।'

'বেশ তো,' এগিয়ে এসে বাচ্চা ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল ব্রায়ান, হাসিমুখে বলল, 'চলো, দেখি সাপারে তোমাকে কি খাওয়ানো যায়। তবে একটা কথা, আমার রান্নার হাত কেমন সে-কথা কিন্তু কাউকে কখনও বোলো না।'

'বলব না, স্যার,' হালকা রসিকতায় মনের ভার কমে আসায় জোসেফ ক্র্যাফটও হাসল, 'তবে তুমিও কাউকে বোলো না আমি

কতখানি খেতে পারি খিদে লাগলে।'

লোকজন সবাই চলে গেল হতাশ হয়ে। ওরা ভেবেছিল একটা ফাঁসি দেখতে পাবে, কিন্তু সেলুনমালিকের কথার ওপর দিয়ে গিয়ে কাজটা করার সাহস হয়নি কারও। ওদের প্রায় সবারই পরিবার আছে, চায় না বিপজ্জনক ট্রেইলে আলাদা হয়ে গিয়ে বিপদের ঝুঁকি বাড়াতে।

আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ডিউক ওয়েন আর মিলার্সরা দু'ভাই, সবাই নীরব—চিন্তিত।

শ্রাগ করল জেমস। 'আইকের কাঁধে ওয়্যাগন বসের দায়িত্ব চাপিয়ে দাও, ডিউক। এত চিন্তা কোরো না, পরে আবার তোমার সিভার্সকে ঠিকই দেখতে পাবে।'

'অজস্র ধন্যবাদ,' রাগে মুখ বিকৃত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সেলুনমালিক। তাকে অনুসরণ করল আইক আর ডেভ মিলার্স।

ঘণ্টাখানেক পর ব্রায়ান আর জোসেফের সঙ্গে বসে সাপার খাচ্ছে জেমস, এমন সময় র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াল লিলি আর সুসানা। জেমস মুখ তুলে তাকাতেই বিশালদেহী মহিলা বলল, 'মায়রা দারুণ নার্স, ও না থাকলে মা-ছেলেকে বাঁচানোই যেত না। মিস্টার ক্র্যাফট ফিরেছে, এক্ষুণি চলে আসবে মায়রা।'

'আমাকে এসব বলছ কেন?' বলে ফেলে জেমস বুঝতে পারল কথাটা বলা উচিত হয়নি।

'তুমি ভালই জানো কেন বলেছি,' মুখ ঝামটা মেরে চলে গেল মিসেস ল্যানট্রি।

জেমসকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে ডিউক ওয়েনের তাঁবুর দিকে রওয়ানা হলো সুসানা, কিছুদূর গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'জোসেফ, সুন্দর একটা ফুটফুটে ভাই হয়েছে তোমার।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম,' মুখের খাবারটুকু কোঁত করে গিলে ফেলে বলল জোসেফ ক্র্যাফট।

খাওয়া শেষ করে জোসেফকে নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে গেল জেমস। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডন ক্র্যাফট, জেমসের হাতটা ধরে শক্ত করে ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল। 'আরও কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, জেমস। তোমার যে কোন বিপদে আমাকে শুধু একবার ডাক দিয়ো।' ছেলেকে কিছুক্ষণ কোলে তুলে আদর করে মাটিতে নামিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার। 'যাও, জস, তোমার আম্মু খুঁজছে তোমাকে।'

জোসেফ বাড়ির ভেতর দৌড়ে ঢুকে যাওয়ার পর জেমসের দিকে তাকাল ডন ক্র্যাফট। 'দেরি করে ফেলছ, জেমস, তোমার এখন বিয়ে করা উচিত। সময় দাঁড়িয়ে নেই···আরও আগেই আমার পার্টনার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তোমার। কিছুদিন থেকে দেখো, ভাল লাগবে এখানে।'

'তোমারটা শুধু তোমারই থাকুক।' শ্রাগ করল জেমস, 'ভাবছি দূরে কোথাও র‍্যাঞ্চ করব। অবশ্য তুমি সুখী বলেই আমিও যে সুখী হব তেমন নিশ্চয়তা নেই। ঠিক সময়ে ঠিক মেয়েকে পেতে হলে ভাগ্যের জোর লাগে, চাইলাম আর পেয়ে গেলাম তেমন তো নয়!'

'মায়রা ক্যামবেলকে তোমার কেমন লাগে?'

নাছোড়বান্দা র‍্যাঞ্চার বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার জন্য চট করে প্রসঙ্গ পাল্টাল জেমস। 'যাও তো, বাড়িতে গিয়ে বউয়ের সেবা যত্ন করো। অনেক কষ্ট সয়েছে বেচারি, এখন তোমার সঙ্গ দরকার

খুব।'

'মায়রাকে কেমন লাগে?'

হাঁ করেও চুপ হয়ে গেল জেমস, উঠানে বেরিয়ে এসেছে মায়রা। ওদের দু'জনকে এক পলক দেখে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঢুকল ডন ক্র্যাফট, অনুমান করে নিয়েছে জেমসের মনোভাব।

জেমসের পাশে হাঁটতে শুরু করল মায়রা, কিছুক্ষণ পর ইতস্তত করে বলল, 'আজকে মিসেস ক্র্যাফটকে না দেখলে কোনদিনও বুঝতে পারতাম না মেয়েদের একা চলা কত বিপজ্জনক।' চুপ করে আছে জেমস, নীরবতা নামল ওদের মাঝে। নিজের ওয়্যাগনের কাছে পৌঁছে জেমসের হাত আঁকড়ে ধরল মায়রা। 'আজকের পর বোধহয় তোমাকে কিছুটা বুঝতে পারব আমি। এতদিন মনে করতাম তুমি খুব নিষ্ঠুর, অনর্থক রক্তারক্তি করো, কিন্তু আজ পিশাচগুলোর কাণ্ড দেখে চোখ খুলে গেছে আমার হঠাৎ।'

মায়রার হাতে আলতো চাপ দিয়ে হাসল জেমস। 'দোষ আমারও কম নয়, বোঝানোর চেষ্টা না করে খারাপ ব্যবহারই করেছি শুধু, ভেবেছি দেরিতে হলেও তুমি বুঝবে।'

পরস্পরের চোখে চোখ রাখল ওরা। ক্যাম্পফায়ারের আলোয় লালচে ছোপ পড়েছে মায়রার গালে। ঝিরঝির হাওয়ায় উড়ছে লম্বা চুল। সামনের দু'এক গোছা কপালে এসে পড়েছে। দু'চোখ ভরে দেখল জেমস। তারপর কাছে টেনে নিল মায়রাকে। জেমসের বুকে মুখ গুঁজল মায়রা। জেমস বুক ভরে টেনে নিল মায়রার চুলের সুবাস। একমুহূর্ত পরেই অ্যালিস্টারকে এক গাদা কাঠ নিয়ে আসতে দেখে তাড়াহুড়া করে সরে দাঁড়াল ওরা দু'জন। ব্রায়ানের ওয়্যাগন

লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল জেমস। লজ্জায় রাঙা মুখে ওকে দু'চোখ ভরে দেখল মায়রা, হৃদয়ে বইছে এলোমেলো হাওয়া, স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে অবাধ্য অন্তর।

এগারো

'আজ আমরা ঈগল্‌স্ নেস্টে ক্যাম্প করব,' সকালে ওয়্যাগন ট্রেন রওয়ানা হওয়ার পর ডিউক ওয়েনকে বলল জেমস। সারারাত ঘুমাতে পারেনি সে, মায়রার মুখচ্ছবি ওকে ঘুমাতে দেয়নি।

'ব্যাপার কি, চেহারা এত শুকনো কেন?' জেমসের দিকে বিস্মিত চোখে তাকাল ডিউক ওয়েন। 'চিন্তিত হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

'কিছু না; এমনি,' শ্রাগ করল জেমস। 'ঈগল্‌স্ নেস্ট পঁচিশ মাইল পথ, আকাশ এরকম পরিষ্কার থাকলে পেরনো কোনও ব্যাপার না। সাবধান থেকো, আগে আগে না গিয়ে গার্ডদের বদলে আইক আর ডেভ ডিউটি করলেই ভাল।'

ডিউক ওয়েন সায় দিতেই ঘোড়া ছোটাল জেমস। উত্তরে বেশ কয়েক মাইল এগিয়েছে ট্রেইল চাগওয়াটার উপত্যকা আর চিমনি রক ধরে। দুপুর নাগাদ আট মাইল দূরের চাগ স্প্রিঙসে পৌঁছে থামল সে। ঘোড়াটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে আবার রওয়ানা হলো।

আরও সাত মাইল একটানা পেরিয়ে পৌঁছল ঈগল্‌স্‌ নেস্টে। জায়গাটা ক্যাম্প করার জন্য চমৎকার। পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটা স্যাণ্ডস্টোনের ক্লিফ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেইলের পাশে। আগেও এখানে ক্যাম্প করেছে অনেক অভিযাত্রী। অনেকেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি, হয়তো মারা গেছে ইণ্ডিয়ানদের হাতে, তবে চেষ্টা করেছে ওরা।

ঘোড়ার যত্ন শেষে ওয়্যাগন ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকল জেমস। পথে নতুন কোনও চিহ্ন দেখেনি, তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ওয়্যাগন ট্রেনের দেরি দেখে একসময় উঠে দাঁড়াল সে, ক্লিফের দেয়ালে খোদাই করা নামগুলো পড়তে শুরু করল। অনেক নাম। কোনও কোনটা রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে প্রায় মুছে গেছে। অনেকগুলো নাম জেমসের পরিচিত, ওর চেনা সেসব লোক মারা গেছে ট্রেইলে।

শেষ বিকেলে এসে পৌঁছল ওয়্যাগন ট্রেন। জেমসের পাশে ঘোড়া থামাল ডিউক ওয়েন। সবাই ক্যাম্প করতে ব্যস্ত। তাঁবু খাটানো হলো ডিউক ওয়েন আর মহিলাদের জন্য। এরইমধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে কয়েক জায়গায়, অনেকেই সাপারের আয়োজন করছে। খেলায় মগ্ন বাচ্চাদের উৎফুল্ল চিৎকার পরিবেশের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট করে দিয়েছে, তবে খারাপ লাগছে না তাতে।

'কোনও ঝামেলা হয়নি পথে,' ওয়্যাগনগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে খানিকটা যেন বিস্মিত স্বরে বলল সেলুনমালিক।

'প্ল্যাটের উত্তরে গেলেই হবে। আমি কাছাকাছি থাকব তখন। মনে রেখো, ওখানে পৌঁছে প্রতি রাতে করাল না করে ওয়্যাগন রাখলে বিপদ আছে কপালে।'

'কাজটা কি ঠিক করলাম, মানে সিভার্সকে তাড়িয়ে?' জেমসকে একটা সিগার অফার করে নিজে একটা ধরাল ওয়েন।

'এখনও সন্দেহ আছে?' রাগে সিগার ঠোঁটে চেপে ধরল জেমস।

'না, আসলে নিজের ভুল স্বীকার করতে খারাপ লাগে তো। আমি চাকরি দিতাম না জ্যাক অত করে না বললে। জ্যাক বোধহয় লোকটাকে ভালমত চিনত না, সেজন্যই চাকরি দিতে ধরেছিল আমাকে।'

'হয়তো চিনত না ভালমত,' গম্ভীর চেহারায় বলে হাঁটতে শুরু করল জেমস।

বিরক্তি লাগছে ওর। বন্ধুর প্রতি ডিউক ওয়েনের বিশ্বাস আছে এটা ভাল কথা, কিন্তু এত অন্ধ বিশ্বাস ভাল না। একবার জেমসের মনে হলো ফিরে গিয়ে জুয়াড়ীকে বলে আসে যে পচা আপেলটা জ্যাক উইনশীপ ছাড়া আর কেউ নয়। কথাটা শুনলেও বিশ্বাস করবে না লোকটা, তাই বলার গরজ অনুভব করছে না জেমস। শ্রাগ করল সে, লোকটা না বুঝলে কারও কিছু বলার নেই।

ডেভ মিলার্স আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে, ওটার পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে সুসানা ফ্রাইঙ প্যান হাতে। ধারে কাছে কোথাও অ্যাবি আর বেলিনডাকে দেখা যাচ্ছে না, ওরা বোধহয় তাঁবুতে ঢুকে রূপচর্চা করে সময় কাটাচ্ছে।

সুসানার সামনে আগুনের এধারে দাঁড়াল জেমস, আগুনে আরও কাঠ জুগিয়ে বলল, 'বাকি মেয়ে দুটোকেও কাজ করতে বলো না কেন, বলতে তো পারো যে খাওয়া নেই কাজ না করলে।'

সোনালী চুল চোখের ওপর থেকে সরাল সুসানা। 'ঝগড়া করতে

ভাল লাগে না, জেমস। ঝগড়া না করে ওদের দিয়ে কাজ করানো অসম্ভব।'

'ভেবেছিলাম,' হাসল জেমস, 'তুমি আর মিসেস ল্যানট্রি সারাটা পথ ঝগড়া করতে করতে যাবে, কিন্তু এখন দেখছি ব্যক্তিত্বের সংঘাত লাগেনি।'

'লাগত, কিন্তু মিসেস ক্র্যাফটকে সাহায্য করার সময় আমাকে কাছ থেকে দেখে ধারণা পাল্টেছে মহিলার। বেশিরভাগ বিবাহিতা মহিলাই মনে করে তারা আমার চেয়ে ভাল কারণ প্রিচারের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছে স্বামীকে ভালবাসবে। ভাল আমিও ডিউককে কম বাসি না, প্রিচার আমাদের সামনে মন্ত্র পড়েনি বলেই কি এমন খারাপ হয়েছে?'

'তাই বলে তুমি বিয়ে করতে চাও না?' টাকরায় শব্দ তুলে জিজ্ঞেস করল জেমস।

'অবশ্যই চাই, কিন্তু ডিউক...' ক্ষণিকের জন্য চুপ হয়ে গেল সুসানা, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'মায়রা মেয়েটা খুবই ভাল, ওকে হারিয়ে যেতে দিয়ো না, জেমস ফ্ল্যাগ।'

লজ্জা পেয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল জেমস, ব্রায়ানের ওয়্যাগনের দিকে যাচ্ছে। এতক্ষণে বোধহয় সাপার তৈরি হয়ে গেছে। চিন্তামগ্ন থাকায় প্রথমবারের ডাক কানে এল না ওর, দ্বিতীয়বারে শুনল।

'জেমস।'

শব্দ লক্ষ্য করে ঘাড় ফেরাল সে, দেখল মায়রাদের ওয়্যাগনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তি। গলাটা ওর চেনা, তবু যাবে কিনা এক মুহূর্ত ভেবে সিদ্ধান্ত নিল জেমস। ও চায় না মায়রা আর ওকে

নিয়ে গল্প করুক লোকে। তবু না গেলেও খারাপ দেখায়, ধীরে সুস্থে এগিয়ে মায়রার সামনে দাঁড়াল সে।

'কি ব্যাপার, মায়রা?'

'রেগে আছ মনে হচ্ছে?'

'না।'

'তাহলে?'

শ্রাগ করল জেমস। 'সবাই বলছে আমার উচিত তোমাকে বিয়ে করা।'

'অ্যালিস্টার কিছু বলেছে?'

'না। একটু আগে সুসানা বলল।'

'বিয়ের ব্যাপারে বলেছে, তাও আবার সুসানা!'

'হ্যাঁ, পারলে ডিউক ওয়েনকে বেঁধে ফেলত বেচারি।'

'বেচারি মানে! তোমার অত দরদ কিসের?' আগুনের আবছা আলোয় ঝড়ের আভাস দেখা গেল মায়রার চোখে। রাগ করে জবাব দিল না জেমস। মায়রা ওকে সন্দেহ করছে নাকি?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল হতাশ মায়রা, 'দুঃখিত, জেমস, হঠাৎ মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। তোমাকে ডেকেছিলাম পশ্চিমের ওই পাহাড়টার নাম জানতে।'

'ওই আকাশ ছোঁয়া উঁচু চূড়াটা তো?' ডান পায়ে দেহের ভর চাপিয়ে আন্দাজে অন্ধকারে আঙুল দেখাল জেমস, 'ওটা ল্যারামি পিক।'

'ডাক দিয়ে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, উচিত ছিল অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া,' ঘুরে ওয়্যাগনের ওপাশে চলে গেল মায়রা একবারও পেছনে না তাকিয়ে।

অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, তারপর ব্রায়ানের ওয়্যাগন লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল। মায়রার এমন আচরণের কারণ মাথায় ঢুকছে না ওর। ব্যাপার কি, নিজেই ডাক দিয়ে এত রাগ দেখানোর কি আছে! আপন মনে মাথা দোলাল; ঈশ্বরও জানে না মেয়েদের মনের কথা। মাথায় জেদ চেপে গেল ওর, কাঁটা যতই থাকুক বুনো গোলাপ দিয়েই ঘর সাজাবে সে। কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হলেও এই বুনো গোলাপটা তার চাই, হঠাৎ মনে হচ্ছে নাহলে সে বাঁচবে না।

ফোর্ট ল্যারামি। কয়েক বছর আগেও জায়গাটা অরিগন ট্রেইলের ট্রেডিঙ পোস্ট হিসেবে বিখ্যাত ছিল। এখন শাইয়্যান-ব্ল্যাক হিলস রোডে এই দুর্গই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সবার ধারণা ছিল ফোর্ট ল্যারামিতে পৌঁছে একদিন বিশ্রাম নেয়া হবে, কিন্তু ডিউক ওয়েন আর জেমস আলোচনা করে ঠিক করেছে ওখানে একদিনও দেরি করা চলবে না।

সকালে আইক মিলার্স সবাইকে ডেকে জানাল কারও কোনকিছু কেনার থাকলে যেন বিকেলেই কিনে নেয়, ফোর্ট ল্যারামিতে প্রয়োজনের একমুহূর্ত বেশি থাকবে না ওয়্যাগন ট্রেন। হতাশ হলেও বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্ত মেনে নিল সবাই।

ওয়্যাগন ট্রেন রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পর জেমস খেয়াল করল উত্তেজিত দেখাচ্ছে সেলুনমালিককে। সবাইকে ছাড়িয়ে ট্রেইলে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে ওর মনে পড়ল ডিউক ওয়েন ফোর্ট ল্যারামিতে জ্যাক উইনশীপের কেব্‌ল্ পাবে আশা করছে। ব্রুস শিলডার্স সিডনী থেকে আগেই ব্ল্যাক হিলসের পথে রওয়ানা হয়ে

গেছে কিনা জানতে উদগ্রীব হয়ে আছে লোকটা। জেমস জানে উইনশীপ মিথ্যে খবর পাঠালেও ওয়েনের মনে কোনও সন্দেহ জাগবে না, নির্দ্বিধায় বন্ধুকে বিশ্বাস করে লোকটা।

সেজ ব্রাশে মোড়া নিচু টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোড়া ছোটাল জেমস, দুপুরের অনেক আগেই সিক্স মাইল র‍্যাঞ্চ পাশ কাটাল। জায়গাটা খারাপ, গোলাগুলিতে মানুষ মরার হার খুব বেশি। ওর পরিচিত অন্তত ডজন খানেক লোক ওখানে মারা গেছে, খুনীদের পরিচয় জানা যায়নি।

দুপুরে সে ল্যারামি নদী পার হয়ে উত্তর তীরের থ্রী মাইল র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল। ছোট একটা শহর গজিয়ে উঠেছে র‍্যাঞ্চের কাছেই। গোটা কয়েক বিল্ডিঙ, একটা স্টোর, ব্ল্যাক স্মিথের দোকান আর একটা বাংকহাউস। দেখার মত বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু নেই শহরে, তবে ব্ল্যাক হিলস যাত্রীদের প্রয়োজনে আসতে পারে এমন সবকিছুই পাওয়া যায়। এখানে প্রথম এসেছিল ব্যাসকম আর সামার্স স্পাইক, দু'জনকেই ভালমত চেনে জেমস। ঠিক করল ডিনারের পর ওদের সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেবে।

বাংকহাউসেই ডিনারের ব্যবস্থা আছে, কোনমতে নাকে মুখে খাবার গুঁজে ব্যাসকম আর স্পাইকের স্টোরে চলে এল জেমস। সিভার্সকে ওরা চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে।

'ভালমত চিনি,' বলল ব্যাসকম, 'এই তো দু'একদিন আগে তিনজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল। একজনের তো চেহারা দেখে মনে হলো দোজখ থেকে ঘুরে এসেছে। এমন মার কে মারল জানতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সাহস করে উঠতে পারলাম না।'

নিজের বুকে টোকা দিল জেমস।

'সেজন্যই,' গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল স্পাইক, 'সিভার্স আমাদেরকে বলেছে তুমি এলে যেন ভালমত লাভ করে নিই, আর নাকি কখনও কিছু কিনতে আসবে না তুমি।'

'কি বলেছে, সে একাই যথেষ্ট না অন্যদেরও সাহায্য নেবে?'

'কিছুই বলেনি,' বলল স্পাইক, 'কে জানে কবে কখন কি করবে ওরা, তোমার জায়গায় আমি হলে চোখ-কান খোলা রাখতাম।'

'আমিও চোখ-কান খোলাই রাখব,' স্টোর থেকে বেরনোর আগে দু'জনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার সময় বলল জেমস।

ফোর্টের দিকে ঘোড়া ছোটাল সে। নতুন কিছুই জানা গেল না এখানে এসে, তবে লাভ হয়নি তা নয়। আগেও সে জানত ডেভিলস ফীট গ্যাঙ প্ল্যাটের উত্তরে দূরে কোথাও হামলা করবে, তবে এখন ওর স্থির বিশ্বাস যে হামলাটা হবে আরও আগেই।

বিকেলে ল্যারামি ফোর্টের কাছে পৌঁছে গেল জেমস। গোল হয়ে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে নিচু টিলা, মাঝের প্রেইরীতে বাড়িগুলো বসানো রয়েছে যেন গামলার তলানিতে। বেশিরভাগ বাড়িই অ্যাডোবে আর পাথরের, তবে কাঠ আর কংক্রীটের দালানও আছে কয়েকটা।

হাতের বাঁয়ে রেখে স্টেজ কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার রাসটিক হোটেল পার হলো সে। সাটলারের স্টোরের সামনে থেমে ঘোড়া থেকে নামল। হিচর‍্যাকে দড়ি বেঁধে স্টোরের দরজার দিকে এগুতেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'জেমস! আরে···আরে, জেমস!'

প্যারেড গ্রাউণ্ডের ওপারে দাঁড়ানো বাড়িগুলোর দিকে ঘুরল

জেমস। ওদিকে দু'একটা ছাড়া বাকিগুলো সব অফিসারদের কোয়ার্টার। ফ্ল্যাগ পোস্টের কাছে মাথার ওপর দু'হাত তুলে নাড়ছে লোকটা। চিনতে কষ্ট হলো না জেমসের, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেন লেন এরিকসন। কাস্টারের ব্ল্যাক হিলস এক্সপিডিশনে গিয়েছিল এরিকসন, সেখানেই তার বন্ধুত্ব হয়েছে জেমসের সঙ্গে।

দ্রুত হেঁটে ক্যাপ্টেনের কাছে পৌঁছে গেল জেমস, আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে চেহারা দেখল হাসিমুখে। 'কি ঘটনা, লেন, জেনারেল ক্রুকের সঙ্গে যাওনি রোজবাডে? আমি তো ভেবেছিলাম এতদিনে তোমার লাশ বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'তাও ভাল ছিল যুদ্ধ ফেলে বসে থাকার চেয়ে। যুদ্ধ নেই তো প্রমোশন নেই, হারামি ঘোড়া আছড়ে ফেলে আমার গোড়ালি না ভাঙলে এতদিনে আমি মেজর হয়ে যেতাম। এপ্রিল থেকে ফোর্টে পড়ে আছি ল্যাঙড়া হয়ে, বোঝো কত কষ্ট লেগেছে ক্রুককে যুদ্ধে যেতে দেখে।'

জেমসের হাত ধরে টান দিল লেন এরিকসন। 'চলো, কোয়ার্টারে চলো। দারুণ এক বোতল হুইস্কি রেখেছি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খাব বলে। এখন তোমার সঙ্গে গপ মেরেই দুঃখ ভুলতে হবে। রোজবাডের খবর জানো; রাউল, মিলস, স্যামসন, হেনরি ওরা সবাই মারা গেছে।'

কোনও সান্ত্বনা দিল না জেমস। মৃত্যু ওদের দু'জনের কাছেই স্বাভাবিক ঘটনা। প্যারেড গ্রাউণ্ডের এককোণে লেন এরিকসনের কোয়ার্টার, ওদিকে হাঁটতে শুরু করে এখানে কেন এসেছে জানাল জেমস। জানতে চাইল ইণ্ডিয়ানদের দেখা গেছে কিনা।

ঘরে ঢুকে জেমসকে একটা চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল লেন। দেয়াল লাগোয়া সাইডবোর্ড থেকে বোতল নিয়ে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। তারপর নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'প্রতিদিনই প্যাট্রল পাঠানো হয়। গত কয়েক সপ্তাহে কোনও হসটাইল দেখা যায়নি, তবে কাছে পিঠে আছে হয়তো। তুমি তো জানোই ওদের, কখন কি করে বলা যায় না। দেখলে তো কাস্টারের যত র‍্যাঙ্ক লোভী ফালতু অফিসার না হয়েও রোজবাডে কিরকম মারটা খেল জেনারেল ক্রুক।'

'ব্ল্যাক হিলসে গাধামি করার পর এখন কি করছে কাস্টার?'

'কে জানে!' শ্রাগ করল লেন এরিকসন। 'তবে একটা কথা নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে লড়াই খুঁজছে ব্যাটা। পলিটিকাল চাপের মুখে আছে, বড় একটা বিজয় ছিনিয়ে নিতে না পারলে ওর খবর হয়ে যাবে। উন্মাদ হয়ে উঠেছে কাস্টার শালা, জেনারেল ক্রুক হেরে যাওয়ায় খুব খুশি হবে। এখন যদি একটা লড়াই সে জিততে পারে তাহলে পথের কাঁটা দূর হবে ভাবছে।'

'গোটা ব্যাপারটাই জঘন্য,' গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল জেমস। 'ব্ল্যাক হিলস আইনত সিউদের, অথচ এখন কেড়ে নিতে চাইছে গভর্নমেন্ট।'

'আইনত কাদের সেটা জানার দরকার নেই গভর্নমেন্টের, ঠিকই দখল করে নেবে। এই তো, টেরি ইয়েলোস্টোন হয়ে আসছে বিরাট একটা কলাম নিয়ে। আমার মনে হয় কাস্টারও আছে তার সঙ্গে। গিবন আসছে উল্টোদিক থেকে। আর দক্ষিণে ক্রুক। গভর্নমেন্ট আশা করছে ফাঁদে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সিউ যোদ্ধারা।'

'দারুণ হত যদি এবার কাস্টারের ওপর হামলা করত সিউ ইণ্ডিয়ানরা।'

'আবেগ থেকে বলছ এসব কথা,' জেমসের গ্লাসটা ভরে দিল এরিকসন। 'তুমি ভালমতই জানো ওরা বড় দল ধরে রাখতে চাইবে না, ছড়িয়ে পড়বে উপদলগুলো। কানাডায় যারা যাবে না তারা ঢুকে পড়বে রেড ক্লাউড এজেন্সিতে, ভান করবে কিছুই জানে না। ওদের নিয়েই ভয়, হ্যাট ক্রীকের কাছে কোথাও হয়তো তোমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে ওয়ার পার্টির সঙ্গে।'

'জানি, আমরা তৈরি থাকব ওদের জন্য,' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল জেমস। 'উঠে পড়ি। সাটলারের স্টোর বা হোটেলে খুঁজে দেখি ভাল লোক পাওয়া যায় কিনা, ওয়্যাগন ট্রেনের জন্য আউটরাইডার দরকার।'

'পাবে, ভাল লোক আছে,' হ্যাণ্ডশেক করল এরিকসন। 'আর্মি আগেই রওয়ানা হয়ে যাওয়ায় চাকরির আশায় এখানে পড়ে আছে অনেকে।'

কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে প্যারেড গ্রাউণ্ডের ধার ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল জেমস। হালকা বাতাস ধুলো ওড়াচ্ছে, ফ্ল্যাগ পোলের পতাকাটা পত-পত শব্দে উড়ছে। আকাশ পরিষ্কার, সাদা মেঘগুলো উধাও হয়েছে। সাটলারের স্টোরের সামনে পৌঁছে সে দেখল ল্যারামি রিভারের উত্তর পাড়ের কটনউড বনের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়্যাগন ট্রেন। স্টোরে ঢোকার সময় চোখে পড়ল সামনের হিচ রেইলে বেঁধে রাখা হয়েছে ডিউক ওয়েনের কালো ঘোড়া।

বারে থেমে জুয়াড়ীর পেছনে দাঁড়াল জেমস। 'ট্রেনের অনেক

আগেই এসে পড়েছ!'

হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জেমসের হাত ঝাঁকাল ওয়েন। ছাড়ল না। খুব খুশি খুশি লাগছে তাকে এ মুহূর্তে। আরও কয়েকবার ঝাঁকিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল সে, চেহারা থেকে হাসি দূর হয়নি এখনও।

'জেমস, আর চিন্তার কিছু নেই! জ্যাক খবর পাঠিয়েছে, ব্রুস শিলডার্স এখনও সিডনী ছেড়ে নড়েইনি। আগামী সোমবার নাকি রওয়ানা হবে। শাইয়্যান থেকে কতদূর সরে এসেছি আমরা?'

'হবে একশো মাইল।'

'তাহলে এবার শিলডার্স শেষ, আমাদের আগে ডেডউডে পৌঁছে আর সেলুন খুলতে হচ্ছে না ওকে,' সিল্কের রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে দরজার দিকে পা বাড়াল জুয়াড়ী। 'যাই; সুসানা, আইক আর ডেভকে জানাতে হবে; ওরাও আশা করে আছে এই খবরটা পাবার জন্য।'

ডিউক ওয়েনকে স্মার্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে দেখল জেমস, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বারে কনুই রাখল। ওর মন বলছে অনেক এগিয়ে আছে শিলডার্স লোকটা, হেরে গেছে ওয়েন। শ্রাগ করল জেমস, যাই ঘটুক ওর কিছু করার নেই, যতখানি সম্ভব দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে ওয়্যাগন ট্রেন।

বারের আর কাউকে খেয়াল করেনি জেমস, হঠাৎ শুনতে পেল কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর বলছে, 'ওই নতুন বাকস্কিন পরা হ্যাণ্ডসাম লোকটা কে? দেখোনি? আরে, বারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা!'

'হ্যাণ্ডসাম?' আরেকটা কণ্ঠস্বর কানে এল জেমসের। 'তোমার

চোখ আগের চেয়ে আরও অনেক খারাপ হয়ে গেছে, মনরো! আমার জীবনে এর চেয়ে কুৎসিত লোক দেখিনি। এমনকি ও লোক কিনা সে-ব্যাপারেও সন্দেহ আছে, আমার তো মনে হচ্ছে আফ্রিকা থেকে একটা গরিলা ধরে এনে বাকস্কিন পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে কেউ।'

হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোক দু'জনকে দেখল জেমস। পাহাড়ী লোক; বহু বছর ধরে মনরো আর কাটলাস হেইন্সকে চেনে সে। দাড়িতে ঢেকে আছে ওদের চেহারা, আগের সেই ছেঁড়া ফাটা বাকস্কিনই পরে আছে এখনও। গত এক বছরে বাকস্কিনে হাজার খানেক ভাঁজ বেড়েছে শুধু, এছাড়া সবই এক রকম আছে। জেমস গিয়ে ওদের পাশে বসে পড়ল, পিঠে পড়া প্রচণ্ড চাপড়গুলো আদর হিসেবে মেনে নিল নির্দ্বিধায়। হুঙ্কার ছেড়ে এক বোতল হুইস্কি দিতে বারটেণ্ডারকে নির্দেশ দিল মনরো।

'এই অবস্থা কেন, ভাল বাকস্কিন আউটফিটটা গেল কোথায়?' উৎসুক চোখে ওকে দেখে জানতে চাইল হেইন্স।

'বললেও বিশ্বাস করবে না, তাই আর বলছি না,' হাসল জেমস, মনে পড়ে গেছে গোসল করানোর অস্পষ্ট স্মৃতি। দু'এক মুহূর্ত পর চেহারায় কপট গাম্ভীর্য টেনে মনরো আর হেইন্সের দিকে তাকাল সে। 'চাকরি দরকার?'

'দরকার মানে দরকার? ভীষণ দরকার!' টেবিলে জোরে চাপড় বসাল হেইন্স। 'বোকার মত আমাদের ফেলে রেখে আগেই চলে গেছে আর্মি। আমরা যদি খালি ক্রুকের সঙ্গে যেতাম...'

'তাহলে এখানে বসে চাপাবাজি করতে পারতে না, অতি সাহস দেখিয়ে মরে ভূত হয়ে যেতে,' হেইন্সকে থামিয়ে দিয়ে বলল জেমস। হাসতে হাসতে হেইন্সের গায়ে গড়িয়ে পড়ল মনরো.

পরমুহূর্তেই পেটে জোর চিমটি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল। গলা খাকারি দিল জেমস। 'আমি ওয়্যাগন ট্রেনের স্কাউটের কাজ নিয়েছি। বিশ্বাস করা যায় এমন দু'জন আউটরাইডার দরকার। তোমরা কাজটা চাও?'

'একটা কথা বুঝতে পারছি না,' জেমসের অনুকরণে চেহারা গম্ভীর করে তুলল মনরো, 'ওদের যদি বিশ্বাসযোগ্য লোকই দরকার হয়ে থাকে তাহলে তোমাকে ওরা চাকরি দিল কেন?'

'আমিও তোমার মত লুচ্চা, লাফাঙ্গা আর শয়তান জানলে দিত না চাকরি,' আরও গম্ভীর হয়ে গেল জেমস। 'কি ঠিক করলে, কাজটা নেবে?'

শ্রাগ করল হেইন্স। 'নিজেই বুঝে দেখো, গত তিন দিনে র‍্যাটল স্নেকের মাংস ছাড়া আর কোনকিছু আমাদের পেটে পড়েনি।'

'তাহলে কথা শেষ। বোতলটার কি হবে?' বারটেণ্ডারের রেখে যাওয়া হুইস্কির বোতল নাকের সামনে তুলে ধরে পরিমাপের দৃষ্টিতে দেখল মনরো। 'কি মনে হয়, এক বোতলে মাতাল হতে পারব আমরা?'

'না,' হাসল হেইন্স, 'তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?'

শ্রাগ করল জেমস, ক্যাম্পে ফিরলে ডিউক ওয়েন কি বলবে কে জানে! মায়রাও···

মায়রা ওকে চায় না, দূরে সরে গেছে, হয়তো ভাবছে ক্ষণিকের দুর্বলতায় প্রশ্রয় দিয়েছে ওকে। খামোকা রাগ দেখিয়ে ওকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছে মেয়েটা। মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল জেমস। নিজেকে বোঝাল, মায়রা যাই বলুক কিছু এসে যায় না ওর। মনরো বোতল বাড়িয়ে দেয়ায় লম্বা করে চুমুক দিল সে।

মনে মনে নিজেকে গাল দিল অবাস্তব দিবা স্বপ্ন দেখে নির্ঘুম রাত পার করেছে বলে, তবু খচখচ করছে মনের ভেতর, তবুও এক নাগাড়ে খুঁচিয়ে চলেছে বিবেক বুড়ো।

বারো

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জেমসের মনে হলো মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কুড়াল দিয়ে কুপিয়েছে কেউ, এখনও কোপাচ্ছে। টলমল পায়ে গিয়ে নদীতে মাথা চোবাল সে। শীতল স্রোত সামান্য স্বস্তি এনে দিল, মাথার ব্যথা কমল একটু। ওয়্যাগনের কাছে এসে বসে পড়তেই ধোঁয়া ওঠা কফির কাপ বাড়িয়ে দিল ব্রায়ান সিমকক্স।

পরপর দু'কাপ গিলে স্কুল টিচারের চেহারা চোখের সামনে স্পষ্ট হলো জেমসের, দু'হাতে মাথা টিপে ধরে বলল, 'কি খাওয়ালে জানি না, তবে কাজের জিনিস। মনে হলো সামান্য পানির সঙ্গে মন খুলে গান পাউডার মিশিয়েছ, রীতিমত বিস্ফোরক!'

'উপায় কি!' বিমর্ষ চেহারায় মাথা নাড়ল ব্রায়ান। 'ইণ্ডিয়ানদের এলাকায় ঢোকার আগে তোমাকে তো সুস্থ করে না তুলে উপায় নেই।'

'এখানে এলাম কি করে?'

'কি করে এলে?' চোখ বড় বড় করল স্কুল টিচার, 'কম কথায় বলতে গেলে অনেক হাউকাউ করে স্টোরের সামনের ফুটপাথ থেকে তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এসেছে আইক মিলার্স। যোগ্য লোক পেলে ডিউক ওয়েন তোমাকে আর চাকরিতে রাখত না। ঈশ্বর, এত মাতাল হতে জীবনে কাউকে দেখিনি আমি।'

'মায়রা কি বলেছে···না, থাক, বলার দরকার নেই।'

'হ্যাঁ, আমার বলা ঠিক হবে না; ওর মুখ থেকেই শুনে নিয়ো।'

লম্বা দম ফেলে তৃতীয় কাপ কফিতে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল জেমস। 'বলো, বলে ফেলো, সহ্য করে নেব।'

'বলেছে তুমি একটা জঘন্য লোক। আর যা বলেছে সেসব আমি বলতে পারব না।'

'আসলেই জঘন্য কিছু করেছি আমি?'

'অবশ্যই। বেসুরো গলায় নোঙরা গান গেয়েছ, তাছাড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছ দুটো বন মানুষ। মায়রা বলেছে ওরা বনমানুষের চেয়েও নোঙরা।' আধখালি কফির কাপ আবার ভরে দিল ব্রায়ান। 'যাই হোক, ওদের পেলে কোথায়?'

'পাথরের তলায়,' বন্ধুদের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলায় ভ্রূ কুঁচকে গেছে জেমসের, রাগ সামলে বলল, 'অন্তত সিভার্সের মত নয়, ওদের বিশ্বাস করা যায়। তুমি ঘুমিয়ে থাকলেও গলায় ছুরি চালাবে না ওরা।'

'হয়তো। কিন্তু সব সময় ওরা থাকবে চোখের সামনে, ওদের গায়ের গন্ধ শুঁকেই না পালিয়ে যায় সবাই।'

বন্ধুদের ব্যাপারে আর কটু কথা শুনতে রাজি নয় জেমস। 'বেকন রাঁধা হয়ে গেছে না?' জানতে চাইল সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ওরা গোসল করানোর আগে যদি দেখতে

আমাকে! বন্য আর বোলো না, মনরো আর হেইন্স পাহাড়ে থাকতে থাকতে বাধ্য হয়েছে শিখতে যে পানি অযথা নষ্ট করা উচিত না। পাহাড়ে বেঁচে থাকতে শেখা ছাড়া করার আছেই বা কি!'

'বুঝলাম না হয়,' হাসল স্কুল টিচার, 'কিন্তু তোমার তো অনেক কিছু শেখার আছে, বুঝতে চেষ্টা করে দেখো ভাল কোনও মেয়ের ভালবাসা পেতে হলে কেমন হতে হয়।'

'কার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করা; অতসব বুঝব!' বুকে অভিমান উথলে উঠল জেমসের।

'মায়রার জন্য। ও তোমাকে ভালবাসে।'

সত্যিই কি? চুপ করে থাকল জেমস, ভাবনায় তলিয়ে গেছে কখন নিজেও জানে না। ওয়্যাগন ট্রেনের সবাই ভাবছে মায়রা তাকে ভালবাসে, ওদের বিয়ে করা উচিত। চায় তো সে নিজেও, কিন্তু যোগ্যতা কোথায়! ভালবেসে দখল করতে পারলেও, মায়রাকে কষ্টে রাখতে পারবে না সে প্রাণ গেলেও। হয়তো···হয়তো মায়রা অনেক কিছুই ত্যাগ করবে ওর জন্য, তবুও এগোনোর সাহস নেই জেমসের। নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবে সে মায়রার এতটুকু কষ্ট হলেও। তারচেয়ে যোগ্য কোনও লোককে বিয়ে করুক মায়রা। কষ্ট সে পাবে, তবে চেষ্টা করবে মায়রার সুখে নিজেকে সুখী ভাবতে।

চিন্তায় চিন্তায় খেতে পারল না জেমস, ব্রেকফাস্ট না করেই হাজির হলো ডিউক ওয়েনের তাঁবুর সামনে। ঘোড়ার পাশে জুয়াড়ী দাঁড়িয়ে আছে স্যাডল হর্নে হাত রেখে। সবাই তৈরি, তবুও রওয়ানা হচ্ছে না ওয়্যাগন ট্রেন। কিছু একটা বলার আছে ওয়েনের। লোকটা যাই বলুক কিছু যায় আসে না, জেমস ভাবছে শুধু মায়রার কথা। অপরাধীর দেখা পেয়েছে এমন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ডিউক

ওয়েন। জেমস অনুভব করল সবাই লক্ষ করছে ওদের দু'জনকে।

'ছি ছি ছি ছি, তুমিও সিভার্সের মতন দায়িত্বজ্ঞানহীন এটা ভাবিনি,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সেলুনমালিক। 'আমাদের সবার নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব তোমার, অথচ কি করলে; মাতাল হয়ে গেলে বোকার মত।'

পাঁচ ছয় সেকেণ্ড স্তব্ধ নীরবতায় পার হয়ে গেল জেমস জবাব দেবার আগে। 'ডিউক, ওয়্যাগন ট্রেন ফোর্টের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত দায়িত্ব আমি ঠিকই পালন করেছি। আবার যখন রওয়ানা হবে, আমার কাজে কোনও খুঁত পাবে না। কিন্তু আসল দায়িত্বজ্ঞানহীন হচ্ছ তুমি, সিভার্সের মত অমানুষকে কাজ দিয়ে নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করেছ তুমিই, আমি না। হ্যাঁ, বন্ধুদের দেখা পেয়ে মদ গিলেছি আমি, চেয়েছি হতাশা দূর হয়ে যাক, কিন্তু তোমার মত বন্ধুকে আজীবন বিশ্বাস করে গাধার মত মরার খায়েশ আমার নেই।'

অপমানে সাদা হয়ে গেল ডিউক ওয়েনের চেহারা, সিক্সগানের দিকে হাত বাড়িয়েও মত পরিবর্তন করল। আঙুল তুলে রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'চাকরি খতম। দূর হয়ে যাও।'

'বেশ,' ঘোড়ার মুখ ট্রেইলের দিকে ফেরাল জেমস। 'মনরো, হেইন্স, চলে এসো তোমরা।'

একটু দূরে ঘোড়ায় বসে উত্তেজিত বাক্যালাপ শুনছিল ওরা দু'জন, জেমস ডাক দেয়ায় ঘোড়া ছুটিয়ে ওর পাশে চলে এল। এক সঙ্গে হাঁটছে ওদের ঘোড়াগুলো। মনরো তাকাল জেমসের দিকে, ঘোড়ার রাস দুলিয়ে বলল, 'এত কম সময়ের চাকরি আমার জীবনে এই প্রথম, দারুণ লাগল এখানে কাজ করে!'

গম্ভীর জেমস কোনও জবাব দিল না। 'দাঁড়াও,' পেছন থেকে শোনা গেল আইক মিলার্সের গলা, 'আমিও আসছি।'

'আমিও যাব।' বড় ভাইয়ের কথায় সায় দিল ডেভ মিলার্স। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘোড়া ছুটিয়ে জেমসের পাশে পৌঁছে গেল ওরা।

'ফিরে এসো, জেমস!' চিৎকার করে ডাকল সুসানা। 'ডিউক, ফিরে আসতে বলো ওদের!' লাভ হচ্ছে না, থামছে না পাঁচ অশ্বারোহী, ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। 'ওরা সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছে,' ডিউকের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল সুসানা।

'ঠিক আছে, জেমস, তোমার হাতের কার্ড ভাল; আমি অফ গেলাম,' জেমসরা আরও দশ গজ যাওয়ার পর চেঁচিয়ে বলল ডিউক।

হাসি হাসি চেহারায় বন্ধুদের দিকে তাকাল জেমস, ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমাদের আবার চাকরিতে বহাল করা হয়েছে, জেন্টলমেন!'

ডিউক ওয়েনের সামনে এসে থামল ওরা। জেমস টিমস্টারদের হাতের ইশারায় এগোতে বলে তাকাল জুয়াড়ীর দিকে। 'চব্বিশ মাইল দূরে র হাইড বাট্স্, আজকে ওখানে ক্যাম্প করতে বলো। কেন জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে সিভার্স হামলা করতে পারে। যদি নাও করে, রাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এখন থেকে ডেডউডে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিরাতে ওয়্যাগনগুলো করাল করতে হবে, অন্তত দু'জন গার্ড থাকবে বাইরে।'

'ঠিক আছে, তাই হবে,' কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল ডিউক ওয়েন। এখনও রাগ পড়েনি তার, শ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে।

'আজকে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে বেশি দূরে যাব না আমি।' সঙ্গীদের দেখাল জেমস, 'মনরো আর হেইন্স দু'পাশ দিয়ে এগুবে, কখনোই মাইল খানেকের বেশি সড়বে না। আমাকে বা ওদের যদি দেখো মাথার হ্যাট নাড়তে নাড়তে ছুটে আসছি, তাহলে অপেক্ষা না করে ওয়্যাগনগুলো বৃত্তের মত দাঁড় করিয়ে ফেলবে। বুঝেছ?'

'না বোঝার কি আছে?' গোমড়া চেহারায় পাল্টা প্রশ্ন করল ডিউক ওয়েন।

কথা বাড়াল না জেমস, কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার রাস দোলাল। ছুটতে শুরু করল ইঙ্গিতে অভ্যস্ত সোরেল গেল্ডিঙ।

ফোর্ট ল্যারামির দু'মাইল দূরে নর্থ প্ল্যাট নদী। ফুলে ফেঁপে উঠেছে বন্যায়। তবে নতুন লোহার ব্রিজ হওয়ায় পার হতে অসুবিধা হবে না। কাঠের তক্তায় খুরের শব্দ তুলে উঠে পড়ল ঘোড়া আর খচ্চরগুলো, পেরিয়ে গেল ব্রিজ। উপত্যকায় নেমে এগিয়ে চলল ওয়্যাগন ট্রেন। দুপুরের দিকে গতি কমে গেল, উত্তরের লম্বা রিজের মাথায় গিয়ে মিশেছে জমি, ঢাল বেয়ে উঠছে এখন ওরা।

টেন মাইল র‍্যাঞ্চ পার হয়ে গেল ওয়্যাগন ট্রেন। চার মাইল দূরে একটা সরকারী ফার্ম ছিল, ওখানে পৌঁছল এক ঘণ্টায়। ফার্মে এখন আর কোনও লোক থাকে না। পরিত্যক্ত। কয়েক বছর আগে আর্মির জন্য এখানে শস্য ফলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে অনুর্বর জমির কারণে।

রাস্তাটা এখান থেকেই উঁচু-নিচু টিলার মাঝ দিয়ে গেছে। ঘন বাফেলো ঘাসে ঢেকে আছে টিলাগুলো। এখানে ওখানে জন্মেছে কাঁটাওয়ালা ক্যাকটাস আর স্প্যানিশ বেয়োনেট। জমিতে প্রেইরী কুকুরের অজস্র গর্ত। মাঝেমধ্যে উঁকি দিচ্ছে কুকুরগুলো, ওয়্যাগন

ট্রেন কাছে চলে এলেই গর্তে ঢুকে লুকিয়ে পড়ছে।

ট্রেইলের পশ্চিমে র হাইড বাট্স্। একসময় এখানে একটা স্টেজ স্টেশন ছিল ঘন জঙ্গলের ধারে, এখন নির্জন এলাকা। জন্তুগুলোর ঘাসের অভাব যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে ক্রীকের তীরে ক্যাম্পের জায়গা বাছল জেমস। তাড়াহুড়ো করে একটার পেছনে আরেকটা ওয়্যাগন রেখে বৃত্ত তৈরি করল টিমস্টাররা। মাঝখানের ফাঁকা জমিতে সবার জন্যই যথেষ্ট জায়গা আছে।

'ঘোড়া আর মিউলগুলোর ঘাস খাওয়া শেষ হলে ভেতরে এনে রাখতে হবে,' আইক মিলার্সকে বলল জেমস। দেখল দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কাটলাস হেইন্স। কাছে এসে ঘোড়া থামাল হেইন্স, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। কৌতূহলী চোখে তাকাল জেমস, 'কিছু দেখেছ?'

'ছ'জন রাইডার অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে। এক পলকের জন্য গাছের ফাঁক দিয়ে দেখেছি। হয়তো কিছুই নয়, তবে মনে হলো কাছে এসে আলাপ করার ইচ্ছে নেই ওদের।'

'নিশ্চয়ই সিভার্সের দলবল,' গম্ভীর হয়ে গেল জেমসের চেহারা। 'ভেবেছিলাম অনেক লোক আসবে। দলে লোক বেশি থাকলে দিনের বেলাতেই আক্রমণ করত সে, তা যখন নেই, এখন মনে হচ্ছে ভোরের আগেই দেখা পাব ওদের।'

'মাত্র ছ'জন লোক এতবড় ওয়্যাগন ট্রেনে হামলা করতে সাহস পাবে?' জানতে চাইল হেইন্স।

'চমকে দিতে চাইবে ওরা, তাছাড়া এমনও হতে পারে পুরো দলটাকে দেখোনি তুমি।'

'হতেই পারে,' দাড়ি চুলকে চিন্তিত চেহারায় জেমসের দিকে

তাকাল হেইন্স। 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না, জেমস। চায় কি ওরা, আমাদের ঘোড়া?'

ইতঃস্তত করল জেমস বন্ধুকে সে বিশ্বাস করে না তা নয়, তবে গোপন কথা যত কম মানুষ জানবে তত ভাল। দ্বিধা কাটিয়ে উঠে সে বলল, 'দেখা যাক কি চায় ওরা।'

সাপারের পর চুপচাপ আগুনের ধারে বসে একটা সিগার শেষ করল চিন্তিত জেমস। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় সিগারটা আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই, মায়রার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বিমর্ষ চেহারায় জেমসের দিকে তাকাল স্কুল টিচার। 'আগুনের টানে শেষ পর্যন্ত উত্তাপের ভয় না পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা মথ, পুড়ে মরবে জেনেও।'

'খুব মজার কথা,' শুষ্ককণ্ঠে বলে হাঁটতে শুরু করল জেমস।

আগুনের কাছে বসে ভাইয়ের মোজা সেলাই করছে মায়রা। জেমস সামনে এসে দাঁড়াতেই একবার চোখ তুলে তাকাল, তারপর আবার মনোযোগ দিল সেলাইয়ে।

'গুড ইভনিঙ, মায়রা,' পাশে বসে পড়ে বলল জেমস।

কোনও জবাব দিল না মায়রা, দক্ষ হাতে সেলাই করে চলেছে এক মনে। ওয়্যাগনের ওধার ঘুরে এগিয়ে এল অ্যালিস্টার। জেমসকে দেখে হেসে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, জেমস, খুব রেগে আছে সিস্।'

'রেগে আছে? কেন?'

'কালরাতে তোমাকে মাতলামি করতে দেখে ভাল লাগেনি ওর।'

'চোখ বন্ধ করে রাখলেই আমাকে আর দেখতে হত না।'

'আমি বলেছিলাম,' হাসল অ্যালিস্টার। 'সিস্ বলল তুমি ধারে কাছে থাকলে নাকি চোখ সরাতে পারে না।'

'কক্ষনো আমি এসব কথা বলিনি, মিথ্যুক কোথাকার!' ছোট ভাইকে ধমক দিল মায়রা, লজ্জায় দু'গালে রঙের ছোপ লেগেছে।

'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না, জেমস, ও তোমাকে মনের কথা বুঝতে দিতে চায় না,' ধমকের ভয়ে একপা পিছিয়ে গেল অ্যালিস্টার।

'খুব তো হাতে পায়ে ধরে গার্ডের কাজ নিয়েছ,' কড়া চোখে ভাইয়ের দিকে তাকাল মায়রা। 'সময় হয়েছে, বাজে কথা না বলে যাও গিয়ে আইক মিলার্সের কাছে রিপোর্ট করো।'

বিস্মিত চেহারায় কিশোর অ্যালিস্টারকে দেখল জেমস। 'তুমি ডিউটি করবে?' ছেলেটা গর্বিত চেহারায় মাথা ঝাঁকানোয় বাধা না দিয়ে বলল, 'সাবধানে থেকো, আমরা রাতে টম সিভার্সকে আশা করছি। একটু যদি অসতর্ক হও, পিঠে ছুরি খেয়ে মরবে।'

'খুবই সাবধানে থাকব,' হাত নেড়ে জেমস আর মায়রাকে বিদায় জানাল সে, ওয়্যাগন হুইলে ঠেস দেয়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পার হয়েছে, জেমস বা মায়রা কেউ কোনও কথা বলেনি। মোজা সেলাই শেষ করে পাশে রাখা ব্যাগটা তুলে নিল মায়রা, নিডল, থ্রেড, থিম্বল, কাঁচি আর উলের বলটা ভরল ব্যাগে। মোজাটা সাবধানে ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর রাখল, তারপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আগুনের দিকে।

'বুঝতে পারছি তমি আমাকে জঘন্য লোক মনে করো,'

অবশেষে নীরবতা ভাঙল জেমস।

'একদম ঠিক ধরেছ।'

'কেন মনে করো?'

'জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। তবু শুনতে চাইছ তাই বলছি, যেলোক মদ গিলে কি করছে তা বোঝে না সে জঘন্য লোক ছাড়া আর কি। তোমার কেমন লাগত, যদি তোমার ....তোমার...'

'মনের মানুষ মাতলামি করত?' কথা জুগিয়ে দিল জেমস।

'আমি একথা বলছিলাম না,' দ্রুত নিজের ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করল অপ্রস্তুত মায়রা। 'আমি তোমাকে পছন্দ করি না, জেমস ফ্ল্যাগ। এক ফোঁটাও না। তুমি একটা বুনো জানোয়ার। আমার ধারণা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে থেকে থেকেই তোমার এই অবস্থা হয়েছে।'

'আমাদের চেয়ে ইণ্ডিয়ানদের তুমি বেশি বুনো মনে করো?'

'অবশ্যই।'

আগুনের পাশে বসে আছে মায়রা, অপ্সরীর মত লাগছে দেখতে। জেমসের মনে হলো, খুব দ্রুত অতীত ভুলে যায় মায়রা।

'মায়রা, তুমি জানো এই জায়গাটার নাম র হাইড বাট্স্ কেন হয়েছে?'

'না। জানতেও চাই না।'

'তোমার জানা উচিত,' গম্ভীর চেহারায় বসে আছে জেমস, রাগ ঝিলিক দিচ্ছে ওর দু'চোখে। 'বলছি শোনো, হয়তো কিছু বুঝতে পারবে। ঘটনাটা ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডরাশের সময় ঘটেছে। কোন এক শ্বেতাঙ্গ রওয়ানা হবার আগে বলেছিল পথে কোনও ইণ্ডিয়ান দেখলেই গুলি করে মারবে। এখানে এসে জীবনে প্রথম ইণ্ডিয়ান

দেখে সে। এই ক্রীকের ভাটিতে ক্যাম্প করেছিল সিউ ইণ্ডিয়ানদের একটা দল। সঙ্গের কেউ একজন গাধাটাকে মনে করিয়ে দেয় তার শপথের কথা। রাইফেল হাতে বেরিয়ে যায় লোকটা, বিনা-কারণে গুলি করে মারে একজন ইণ্ডিয়ানকে।

'গায়ে পড়ে আক্রমণ করার আগ পর্যন্ত ওদের বিরক্ত করেনি ইণ্ডিয়ানরা। কিন্তু একজন ব্রেভ খুন হওয়ায় শ্বেতাঙ্গদের ক্যাম্পে এল ওরা, দাবি জানাল খুনীকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল ওরা, কাজেই বাধ্য হয়ে ওদের কথা রাখা হলো। খুনীকে ধরে নিয়ে গেল ইণ্ডিয়ানরা, এমন জায়গায় দাঁড় করিয়ে জীবন্ত অবস্থায় শরীরের চামড়া খুলে নিল যাতে শ্বেতাঙ্গরা দেখতে পায়। এজন্যেই এই জায়গার নাম র হাইড বাট্স্। দারুণ কষ্ট পেয়ে মরেছিল ব্যাটা!'

দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল মায়রা। 'কি ভয়ঙ্কর।'

'অবশ্যই ভয়ঙ্কর,' সায় দিল জেমস। 'খোঁজ নিলে দেখা যাবে বেশির ভাগ গোলমাল শুরু হওয়ার আগে এভাবেই নিরীহ কোনও ইণ্ডিয়ানকে খুন করেছে শ্বেতাঙ্গ কোনও বদমাশ। অথচ আমরা ভাবি না কেন ওদের সঙ্গে শত্রুতা হলো, কারণ জানার সময় কই আমাদের!'

'আমি বলছিলাম জীবন্ত ছাল ছাড়ানোর ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর আর বন্য।'

'কেন কাজটা করা হলো সেটা তুমি দেখবে না?' ভ্রূ কুঁচকে গেল জেমসের। 'যার চামড়া ছাড়ানো হয়েছে সেই লোক তো তোমার কথা অনুযায়ী সভ্য লোক—শ্বেতাঙ্গ; সে কেন খুন করতে গেল?'

'তুমি একটা বাজে লোক, জেমস ফ্ল্যাগ, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না,' দ্রুত রাগী চেহারায় মোজা আর ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল মায়রা, গটগট করে হেঁটে চলে গেল ওয়্যাগনের ওপাশে।

ক্লান্ত দেহ মন টেনে ব্রায়ানের ক্যাম্পে এল জেমস। ওকে দেখেই মাথা নাড়ল স্কুলটিচার। 'মথটা...'

'আহ্, চুপ করো, আমি এখন ঘুমাব।' ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে শুয়ে পড়ল জেমস।

ক্যাম্প একদম নীরব হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে গার্ডদের পদশব্দ কানে আসে। অনেক রাত, এখনও ঘুমাতে পারেনি জেমস। চোখ খুলে দেখল অসংখ্য নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে, চাঁদ ওঠেনি তাই খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মেঘহীন কালো আকাশে।

কিছুতেই মাথা থেকে চিন্তা দূর করতে পারল না জেমস। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পড়ল ঘুমানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে। বাইরে থেকে ওয়্যাগনগুলোকে ঘিরে চক্কর লাগাল একবার। প্রথম দফায় চারজনকে গার্ড রেখেছে আইক। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত, জেমসকে দেখে মনের ভয় অনেকটা দূর হলো ওদের।

'সিস্ ঝগড়া করেছে তোমার সঙ্গে?' জেমস সামনে এসে দাঁড়ানোয় জানতে চাইল অ্যালিস্টার। জেমস চুপ করে আছে দেখে বলল, 'একটু রাগী, তবে তোমাকে ও খুব ভালবাসে।'

'কে জানে, কিছু তো বুঝতে পারি না,' হাঁটতে শুরু করে আপন মনে বলল জেমস।

ক্যাম্পে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল আবার। এবার জেমসের দু'চোখ ছাপিয়ে নেমে এল গভীর ঘুম। তবে বেশিক্ষণ শান্তি জুটল না

কপালে, ভোরের আগেই জেগে উঠল। একই চিন্তা আবার জ্বালাতে শুরু করল ওকে। কিছুক্ষণ পর মনকে বশ মানাতে হাঁটতে বের হলো। ওয়্যাগনের বাইরে দিয়ে চক্কর দিল একবার। দ্বিতীয়বার সাপ্লাই ওয়্যাগনের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সে, অভ্যেস বশে বামহাত চলে গেল ছুরির বাঁটে। পরমুহূর্তেই বৃত্তের দূরপ্রান্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল চার পাঁচটা রাইফেল। একটানা গুলি করছে, একেবারে নরক গুলজার।

দৌড়ে ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল জেমস। সুসানা বলেছে পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা আছে সাপ্লাই ওয়্যাগনে। হয়তো আউট-লরা চাইছে গোলাগুলির আওয়াজে সবাই সাপ্লাই ওয়্যাগন ছেড়ে ওদিকে সরে যাক, এই সুযোগে এদিকের কাজ সারা হবে।

মিলার্সরা দু'ভাই গার্ডদের নির্দেশ দিতে শুরু করল। মহিলাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর বাচ্চাদের কান্নায় হুলস্থূল পড়ে গেল ক্যাম্পে। সাপ্লাই ওয়্যাগনের পেছনের চাকায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ বোলাল জেমস। খানিক পরে দেখতে পেল ওয়্যাগনগুলোর ফাঁক দিয়ে কেউ একজন ক্রল করে এগিয়ে আসছে।

সিক্সগান বের করেও আবার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল জেমস। অন্ধকারে মিস হয়ে যেতে পারে, তাছাড়া ও দেখতে চায় লোকটা কে। ওধারে গোলাগুলির আওয়াজ আরও বেড়েছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে গার্ডরা। ওদিকে কান দিল না জেমস, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে শিকার ধরার জন্য।

ওয়্যাগনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে ক্রল থামাল লোকটা, হেঁটে এগিয়ে এল। সামনের চাকার কাঠের স্পোকে পা ঢুকিয়ে ওঠার

চেষ্টা করছে এমন সময় নিঃশব্দে পেছনে হাজির হয়ে গেল জেমস। ডান হাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর ঘাড় চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল। ছোরা বেরিয়ে এসেছে ওর বাম হাতে, তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে পিঠে হালকা খোঁচা দিল।

ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আউট-ল। দ্বিতীয় একজন উদয় হলো অন্ধকার থেকে। জেমসকে লক্ষ্য করে দৌড়ে এল লোকটা ছোরা বাগিয়ে। বাতাস কেটে ফলাটা আসতে দেখল জেমস, তারার আলোয় ঝিক্ করে উঠল ছোরা। বন্দী আউট-লকে সামনে ঠেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল সে। তাল সামলাতে পারল না আউট-ল, ঘ্যাঁচ করে বুকে ঢুকল বন্ধুর ছোরা। কাতরে উঠে পড়ে গেল সে দু'হাতে বুকে চেপে ধরে। দু'তিনবার ছটফট করে দাপড়ে একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটা অসম্ভব ক্ষিপ্র আর নৃশংস। বুক থেকে উবু হয়ে একটানে ছোরা বের করে নিল সে। তারপর বিন্দুমাত্র সময় অপচয় করল না সঙ্গীর অবস্থা দেখতে, ছোরা ধরা হাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরে এগোতে শুরু করল জেমসের দিকে। চোখ সরু করে দেখছে জেমস। হঠাৎ হাত থেকে ছোরা ফেলে দিল লোকটা। তারমানে গোপনে কাজ সারার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখন ড্র করতে চায় আউট-ল।

ছোরা স্ক্যাবার্ডে ঢুকিয়ে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল জেমস। প্রায় একই সঙ্গে হোলস্টার মুক্ত হলো দু'জনের অস্ত্র। গুলি করেছে জেমস লোকটার হাত লক্ষ্য করে, কিন্তু লাগল বুকে। ঠিক হৃৎপিণ্ডে। সিক্সগানের ট্রিগার টানার আগে ডানদিকে ঝাঁপ দিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে আউট-ল।

কপালে, ভোরের আগেই জেগে উঠল। একই চিন্তা আবার জ্বালাতে শুরু করল ওকে। কিছুক্ষণ পর মনকে বশ মানাতে হাঁটতে বের হলো। ওয়্যাগনের বাইরে দিয়ে চক্কর দিল একবার। দ্বিতীয়বার সাপ্লাই ওয়্যাগনের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সে, অভ্যেস বশে বামহাত চলে গেল ছুরির বাঁটে। পরমুহূর্তেই বৃত্তের দূরপ্রান্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল চার পাঁচটা রাইফেল। একটানা গুলি করছে, একেবারে নরক গুলজার।

দৌড়ে ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখল জেমস। সুসানা বলেছে পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা আছে সাপ্লাই ওয়্যাগনে। হয়তো আউট-লরা চাইছে গোলাগুলির আওয়াজে সবাই সাপ্লাই ওয়্যাগন ছেড়ে ওদিকে সরে যাক, এই সুযোগে এদিকের কাজ সারা হবে।

মিলার্সরা দু'ভাই গার্ডদের নির্দেশ দিতে শুরু করল। মহিলাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর বাচ্চাদের কান্নায় হুলস্থুল পড়ে গেল ক্যাম্পে। সাপ্লাই ওয়্যাগনের পেছনের চাকায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ বোলাল জেমস। খানিক পরে দেখতে পেল ওয়্যাগনগুলোর ফাঁক দিয়ে কেউ একজন ক্রল করে এগিয়ে আসছে।

সিক্সগান বের করেও আবার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল জেমস। অন্ধকারে মিস হয়ে যেতে পারে, তাছাড়া ও দেখতে চায় লোকটা কে। ওধারে গোলাগুলির আওয়াজ আরও বেড়েছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে গার্ডরা। ওদিকে কান দিল না জেমস, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে শিকার ধরার জন্য।

ওয়্যাগনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে ক্রল থামাল লোকটা, হেঁটে এগিয়ে এল। সামনের চাকার কাঠের স্পোকে পা ঢুকিয়ে ওঠার

চেষ্টা করছে এমন সময় নিঃশব্দে পেছনে হাজির হয়ে গেল জেমস। ডান হাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর ঘাড় চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল। ছোরা বেরিয়ে এসেছে ওর বাম হাতে, তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে পিঠে হালকা খোঁচা দিল।

ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আউট-ল। দ্বিতীয় একজন উদয় হলো অন্ধকার থেকে। জেমসকে লক্ষ্য করে দৌড়ে এল লোকটা ছোরা বাগিয়ে। বাতাস কেটে ফলাটা আসতে দেখল জেমস, তারার আলোয় ঝিক্ করে উঠল ছোরা। বন্দী আউট-লকে সামনে ঠেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল সে। তাল সামলাতে পারল না আউট-ল, ঘ্যাঁচ করে বুকে ঢুকল বন্ধুর ছোরা। কাছরে উঠে পড়ে গেল সে দু'হাতে বুকে চেপে ধরে। দু'তিনবার ছটফট করে দাপড়ে একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

দ্বিতীয় লোকটা অসম্ভব ক্ষিপ্র আর নৃশংস। বুক থেকে উবু হয়ে একটানে ছোরা বের করে নিল সে। তারপর বিন্দুমাত্র সময় অপচয় করল না সঙ্গীর অবস্থা দেখতে, ছোরা ধরা হাতটা সামনে বাড়িয়ে ধরে এগোতে শুরু করল জেমসের দিকে। চোখ সরু করে দেখছে জেমস। হঠাৎ হাত থেকে ছোরা ফেলে দিল লোকটা। তারমানে গোপনে কাজ সারার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখন ড্র করতে চায় আউট-ল।

ছোরা স্ক্যাবার্ডে ঢুকিয়ে সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল জেমস। প্রায় একই সঙ্গে হোলস্টার মুক্ত হলো দু'জনের অস্ত্র। গুলি করেছে জেমস লোকটার হাত লক্ষ্য করে, কিন্তু লাগল বুকে। ঠিক হৃৎপিণ্ডে। সিক্সগানের ট্রিগার টানার আগে ডানদিকে ঝাঁপ দিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে আউট-ল।

বিপদের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেমস, কিন্তু একবারও নড়ল না আউট-ল। সঙ্গীর মতই বুকে ক্ষত নিয়ে মরে পড়ে আছে এখন, অথচ এসেছিল খুন করতে। গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল হঠাৎ। আইকের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল, 'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে শালারা!'

ডিউক ওয়েন, যমজ দু'ভাই, মনরো আর হেইন্সের সঙ্গে ভীড় করে অন্যান্য অস্ত্রধারী পুরুষরা এগিয়ে আসা পর্যন্ত একইভাবে সিক্সগান হাতে অনড় দাঁড়িয়ে থাকল জেমস, তারপর ক্লান্ত স্বরে বলল, 'কেউ একজন একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো, এখানে দু'জন আউট-ল মারা গেছে।'

উবু হয়ে একটা লাশ উল্টে দেখল ওয়েন, তারপর খিস্তি আউড়ে পিছিয়ে গেল। সুসানা হাজির হলো জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে, ফ্যাকাসে চেহারায় বাড়িয়ে দিল জেমসের দিকে। জেমস দেখল গুলি খেয়ে মরেছে লেসলি। প্রথম আউট-লর সামনে গিয়ে লণ্ঠন হাতে ঝুঁকল সে, চিনতে কষ্ট হলো মৃত স্যাভেজকে। গোটা মুখ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে লোকটার, চামড়ার নিচে রক্ত জমে থাকায় বেগুনি দেখাচ্ছে।

'আমি ওকে পিটিয়েছি, তবে এই অবস্থা আমি করিনি,' চেহারার হাল দেখে অবাক হয়ে বলল জেমস।

'নির্ঘাত সিভার্সের কাজ,' বলল আইক, 'পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছিল বলে বোধহয় হাত বেঁধে নিয়ে মনের ঝাল মিটিয়েছে।'

'কোদাল নিয়ে এসো,' হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল ডিউক, 'তাড়াতাড়ি কবর দিতে হবে, না হলে বাচ্চারা দেখে ভয় পাবে।'

ছুটল বিবাহিত কয়েকজন, কোদাল নিয়ে ফিরে এসে কাজে

লেগে গেল। একঘণ্টাও লাগল না আউট-লদের মাটিতে পুঁতে ফেলতে।

অনেকক্ষণ পর ডিউক ওয়েনকে একা পেয়ে জেমস বলল, 'সাপ্লাই ওয়্যাগনের কাছে নিরাপদে আসার জন্যই সার্কেলের ওদিকে সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল আউট-লরা। আমি এখানে না থাকলে ওদের উদ্দেশ্য সফল হত।'

ভোরের ক্ষীণ আলোয় নিষ্পলক চোখে ভ্রূ কুঁচকে জেমসকে দেখল জুয়াড়ী, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বুঝলাম না ঠিক কি বলতে চাইছ।'

'বলতে চাইছি সোনার খবর আমি জানি,' স্থির দৃষ্টি ডিউক ওয়েনকে ফিরিয়ে দিল জেমস। 'ওগুলো সাপ্লাই ওয়্যাগনে আছে ময়দার ব্যারেলে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আউট-লরা একথা জানল কি করে?'

'খুব ভাল প্রশ্ন,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ওয়েন, 'জবাবটা আমার জানা থাকলে আরও ভাল হত।'

তেরো

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে একঘণ্টা পর রওয়ানা হলো ওয়্যাগন ট্রেন। সূর্য উঠেছে আধঘণ্টা হলো। আকাশ আজও পরিষ্কার, তবে

দু'এক টুকরো সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে উত্তরে। সোরেল গেল্ডিঙে জেমস মাত্র স্যাডল চাপিয়েছে এমন সময় ওর সামনে এসে মেয়ার থামাল মায়রা।

জীবনে প্রথম ভয় পেল জেমস, আগে কখনও এরকম অনুভূতি হয়নি। কাঁপছে বুকের ভেতরটা। জেমসের মনে হলো মানুষ খুন করেছে বলে বোধহয় অপমান করতে এসেছে মায়রা। ঘেমে গেল সে মেয়েটা ওর দিকে তাকানোয়। মনে মনে বলল, টুঁ শব্দ করব না যা-ই বলুক।

'কাল রাতে খারাপ ব্যবহার করেছি। দুঃখিত।'

জেমস বিশ্বাস করতে পারল না মায়রা একথা বলেছে। আবার দেখল সে, নত মুখে স্যাডলে বসে আছে মেয়েটা। মস্ত একটা ঢোক গিলল জেমস। মনে মনে বলল, শুধু কাঁটা আছে তা নয়; বুনো গোলাপের সুবাসও অপূর্ব। দু'সেকেণ্ড পর নিজেকে সামলে নিয়ে মায়রার দিকে তাকাল সে। 'আমিই তোমাকে রাগিয়ে দিয়েছিলাম, দোষ আসলে আমার।'

'সাপারের পর গল্প করতে এসো, জেমস,' ঘোড়া ছুটিয়ে হাসিমুখে বলল মায়রা।

হেইন্স আর মনরো ঘোড়ার ওপর বসে আছে। ওরা এখনও এগোয়নি কেন জানার জন্য সামনে থামল জেমস। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই অন্যদিকে মুখ ফেরাল মনরো। হেইন্স জিজ্ঞেস করল, 'ওই ওয়্যাগনে কি এমন আছে যে আউট-লরা পাগল হয়ে উঠল?'

'হয়তো হুইস্কি,' শ্রাগ করল জেমস।

'অসম্ভব,' নিচু গলায় বলল হেইন্স, 'ছেলে ভোলানো কথা বলে লাভ নেই, জেমস।'

'হয়তো কিছু সোনা নিয়ে যাচ্ছে।

শুকনো চেহারায় মাথা ঝাঁকাল হেইন্স। 'হ্যাঁ, এইবার আসল কথা বলেছ। আউট-লরা তাহলে আরও ঝামেলা করবে।'

'রাতের অতিথি কয়জন ছিল?'

'রাইফেলের আগুন গুনে দেখেছি, তোমার দুটো বাদ দিয়ে পাঁচজন।'

'একটাও আহত হয়েছে?'

'একটা,' বলল মনরো, 'পালাবার সময় ওদের চারটা রাইফেল জবাব দিচ্ছিল।'

গম্ভীর চেহারায় কিছুক্ষণ চিন্তা করল জেমস, তারপর তাকাল হেইন্সের দিকে। 'ওদের বলে দিয়ো আজকে রানিং ওয়াটারে ক্যাম্প করতে হবে।' কথাটা বলে জবাবের অপেক্ষা করল না সে, উত্তর-পশ্চিমে ঘোড়া ছোটাল। কিছুদূর গিয়ে সরে এল উত্তরে, র হাইড-বাট্‌স্‌কে পশ্চিমে রেখে এগিয়ে চলল। রুক্ষ জমি। মাঝে মাঝে মাথা তুলে আছে রিজ। কোথাও একটা পাতা নড়ছে না, এক ফোঁটা বাতাসও নেই।

আজ বহুদিন পর পূর্ণ-সতর্ক হয়ে উঠেছে জেমস, কেন যেন প্রতিটা রিজের মাথায় উঠলেই ওর মনে হচ্ছে যেকোন সময় দেখতে পাবে ইণ্ডিয়ানদের ওয়ার পার্টি।

ঠিক পুবে রেড ক্লাউড এজেন্সি। সুতরাং আজ আর কাল, এই দু'দিন বিপদ ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনা প্রবল। রোজ বাড থেকে ফিরে এজেন্সিতে আশ্রয় নিতে চাওয়া ইণ্ডিয়ানরা যে পথ ব্যবহার করবে, সেই পথেই এগুতে হবে ওয়্যাগন ট্রেন নিয়ে।

একবারের জন্যও ওয়্যাগন ট্রেন থেকে বেশিদূর গেল না জেমস

বা ওর পাহাড়ী বন্ধুরা। অস্বাভাবিক কোনকিছু চোখে পড়ল না ওদের। অলসভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশের মাঝখানে উঠে এল সূর্য। আজ খুব গরম পড়েছে। বিকেলের আগ দিয়ে বাতাস শুরু হলো। পশ্চিম দিগন্তের কাছে জড় হওয়া সাদা মেঘগুলো রঙ বদলে কালো হয়ে যাচ্ছে। অনেক দর থেকে মাঝে মধ্যে বজ্রের গুড়গুড় শব্দ ভেসে আসছে। মেঘগুলো দেখলে মনে হয় মিথ্যা হুমকি দেয়ার চেষ্টা করছে।

বিকেলে রানিং ওয়াটারে পৌঁছে ওয়্যাগনগুলো করাল করে রাখা হলো। সারাদিনে ওদের ছাড়িয়ে ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেছে কয়েকজন অশ্বারোহী আর একটা স্টেজ কোচ, তবে ঝামেলা করার মত কাউকে দেখা যায়নি। হেইন্স অবশ্য জানিয়েছে চারজন আউট-লকে দেখেছে সে, দূর থেকে অনুসরণ করে এগোচ্ছে তারা।

সাপারের পর জেমসকে উত্তেজিত দেখে অবাক হলো ব্রায়ান, ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'আউট-ল, না ইণ্ডিয়ান?'

'না, ওসব কিছু নয়, ব্রায়ান।' মুখ তুলে উপরে তাকাল জেমস। আকাশ ঢেকে আছে ঘন কালো মেঘে। বাতাস বন্ধ, ভ্যাপসা গরম পড়েছে। 'ঝড় আসছে। ভালরকম একটা বৃষ্টি হলে রাস্তার বারোটা বেজে যাবে, অন্তত একদিন নষ্ট হবে আমাদের।

'আমি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল সে, 'দেখি আগুনে ঝাঁপ দেয়া মথটা পুড়ে মরে কিনা।'

সারা রাত একটানা হুঙ্কার ছাড়ল আকাশ, সকালের আগে বজ্রের গর্জন কাছে সরে এল। বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে হুতাশ তুলে আছড়ে পড়ছে জোরাল বাতাস, তাপমাত্রা কমে গেল অন্তত বিশ ডিগ্রী। থেকে

থেকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় ঝিলিক মারছে বিদ্যুৎ, কালো মেঘ থেকে আঁকাবাঁকা পথে নেমে এসে মাটি স্পর্শ করছে। চারদিক দিনের মত আলোকিত করে দিচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ।

ভোরে শুরু হলো ঝড়। প্রলয় মাতমে মেতেছে বিশ্বপ্রকৃতি, ধ্বংস করে দিতে চাইছে চলার পথে যা কিছু আছে। পনেরো মিনিটও বৃষ্টি হলো না, অথচ সারাদিনের সাধারণ বরষার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদল আকাশ। ভয় পাচ্ছে অসহায় মানুষগুলো। খুব কাছেই বাজ পড়ল কয়েকবার। উপত্যকা বেয়ে নেমে আসছে পানি, ফ্ল্যাশ ফ্লাড হলে বাঁচবে না একজনও।

বাতাসের প্রথম বাড়িতেই ধসে পড়েছে সুসানাদের তাঁবু। চাপা পড়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ডিউক ওয়েনের প্রেয়সীরা। মনরো, হেইন্স আর যমজ দু'ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে ওদের উদ্ধার করল জেমস, ডিউক ওয়েনের ওয়্যাগনে রেখে এল। বাইরে আর কেউ বিপদের মধ্যে আছে কিনা খুঁজে দেখল ওরা, তারপর নিজেরা আশ্রয় নিল একেকটা ওয়্যাগনের তলায়।

ঝড় পুবে সরে যাওয়ার পর প্রথমে মায়রাদের ওয়্যাগনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেমস, গলা উঁচিয়ে ডাক দিল। 'মায়রা, অ্যালিস্টার, তোমরা ঠিক আছ?'

ওয়্যাগনের পর্দার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করল মায়রা। 'হ্যাঁ, আমরা ঠিকই আছি। ধন্যবাদ, জেমস।'

সবার খোঁজ নেয়া শেষে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল আইক, ডেভ, জেমস এবং আরও অনেকে। 'পানি নালা বেয়ে নেমে না গেলে রওয়ানা হতে পারব না আমরা,' সবাইকে দেখে নিয়ে বলল জেমস।

'মাথার চুল ছিঁড়ছে বোধহয় ডিউক ওঁয়েন,' বলল আইক। 'আগের রাতে সিভার্সদের হামলা করতে দেখে মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে ওর, ভাবছে ব্রুস শিলডার্সের ব্যাপারে হয়তো মিথ্যে খবর পাঠিয়েছে জ্যাক উইনশীপ।'

'দেরিতে হলেও বুঝছে তাহলে,' তিক্ত সুরে বলল সুসানা।

সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সাপ্লাই ওয়্যাগনের কাছে গেল জেমস, ঢাকনি তুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল রিভলভার হাতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে ডিউক ওয়েন। ওকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসে রিভলভার হোলস্টারে ঢোকাল সে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামতেই বুটের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল নরম প্যাচ প্যাচে কাদায়।

'ভেবেছিলাম ঝড়ের মধ্যে কেউ এসে আমার সোনা লুঠ করতে পারে।' জেমসের দিকে চিন্তিত চেহারায় তাকাল জুয়াড়ী। 'কি করা উচিত, জেমস? আমি চাই না এখানে বসে থেকে একদিন পিছিয়ে পড়তে।'

'আমি যাচ্ছি, ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে দু'এক মাইল সামনে থেকে ঘুরে আসি,' বলল জেমস। 'রোদ উঠলে আশা করা যায় দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই মাটি শক্ত হয়ে যাবে। পশ্চিমে ঝড় বৃষ্টি কেমন হয়েছে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ঝরনাগুলো যদি ফুলে ফেঁপে থাকে তাহলে কিছু করার নেই, পানি না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'অপেক্ষা করতে পারব না, এগিয়ে যেতেই হবে,' কাদামাটিতে পা ঠুকে মনের রাগ ঝাড়ল জুয়াড়ী।

'লাভ নেই, ওয়্যাগন স্রোতে ভেসে যাবে ঝরনায় নামালে,'

বিরক্তি চেপে বলল জেমস, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। হেইন্স আর মনরোকে পাশ কাটানোর সময় হাতের ইশারা করল। 'ঘোড়ায় স্যাডল বাঁধো তোমরা, সামনের কয়েক মাইল পথের অবস্থা দেখতে যেতে হবে।'

পাঁচ মিনিট পর ক্যাম্প ছেড়ে বেরোল ওরা তিনজন। আকাশ একদম স্বচ্ছ, মেঘগুলো পুবে সরে গেছে। এখনও দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের চমক। দূরে চলে গেছে বজ্রপাতের গুরুগম্ভীর গর্জন, ভোঁতা শোনাচ্ছে। দিগন্তে আগুনের গোলার মত লাফ দিয়ে উঠল লাল সূর্য। আলো পড়ে মাটিতে জমে থাকা পানি ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

প্রথম আধমাইলে পা পিছলে পড়তে পড়তে কয়েক বার সামলে নিল ওদের ঘোড়াগুলো। পানির কারণে গর্ত, খানা-খন্দ কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওরা বুঝতে পারছে চিন্তার কিছু নেই, এ অবস্থা থাকবে না। ঢালু জমি, পানি গড়িয়ে গেলেই সূর্যের তাপে শুকিয়ে যাবে দ্রুত। আরও একমাইল এগোনোর পর সামনে একটা ঝরনা পড়ল। যা দেখতে পাবে ভেবেছিল তাই দেখল জেমস। ফেনা তুলে সগর্জনে দু'পাড় ছাপিয়ে ছুটছে খয়েরী রঙের কাদাটে পানি। এরকম স্রোতের মধ্যে নামালে উল্টে যাবে ওয়্যাগন।

'আমরা ফিরে গিয়ে নাস্তা খেয়ে ওয়্যাগন নিয়ে আসতে আসতে তলায় শুধু কাদা পড়ে থাকবে,' বলল মনরো।

গম্ভীর চেহারায় ঝরনার দু'পাড় দেখল জেমস। 'ভারী ওয়্যাগন নামাতে ওঠাতে জান খারাপ হয়ে যাবে।'

'আমাদের কি, বুঝুক টিমস্টাররা!' জেমসের ইঙ্গিতে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বলল হেইন্স।

ফিরে চলল ওরা তিনজন। উপত্যকার দু'ধারে রিজের মাথায় নজর বুলাচ্ছে সতর্ক জেমস। নড়ছে না কিছু, ওরা ছাড়া ধারেকাছে কেউ নেই। যদি থেকেও থাকে দেখা যাচ্ছে না তাদের। জমিটাই এমন যে এক ডিভিশন সৈন্য কারও চোখে না পড়ে অবস্থান নিতে পারবে।

ওয়্যাগন ট্রেনের কাছে পৌঁছে ওরা দেখল পানি প্রায় সরে গেছে। ক্যাম্পের অবস্থা একেবারে লণ্ডভণ্ড। মাত্র নাস্তার জন্য আগুন জ্বালানো হয়েছে জায়গায় জায়গায়। সকালের ঠাণ্ডা, ভেজা বাতাসে মিশে যাচ্ছে আধভেজা কাঠের নীলচে ধোঁয়া। জবুথবু ভাব কাটিয়ে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কাকভেজা লোকজন।

নতুন করে খাটানো তাঁবুর সামনে ঘোড়া থামাল জেমস। আগুন জ্বালতে মহা ঝামেলায় পড়েছে ডেভ মিলার্স, ভেজা কাঠে আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই হচ্ছে বেশি। তারপাশে দাঁড়িয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাচ্ছে সুসানা। তাঁবুর ভেতর উবু হয়ে ভেজা জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে শীতে কাঁপছে অ্যাবি। জেমস জানে ভেজা জ্যাকেট খুলে ফেললে অ্যাবির শীত কম লাগবে, কিন্তু সেটা জানানোর কোনও আগ্রহ নেই ওর।

সুসানাকে জেমস পছন্দ করে, চেষ্টা করলে বেলিনডাকেও সহ্য করে নিতে পারবে, কিন্তু প্রথমবার অ্যাবিকে দেখেই বাজে মেয়ে মনে হয়েছে ওর। এধরনের মেয়েরা এক ডলারের জন্যও নির্বিকার চেহারায় ঘুমন্ত মানুষের গলায় ছুরি চালাতে পারে। জেমস পরিষ্কার বুঝতে পারছে অ্যাবিকে বিশ্বাস করে মারাত্মক ভুল করেছে ডিউক ওয়েন।

কফি না খেয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবে না ঠিক করে ব্রায়ানের

ক্যাম্পে এসে ঘোড়া থামাল জেমস। সুন্দর আগুন জ্বলছে ক্যাম্পের সামনে। ধোঁয়া প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যান্যদের মত বোকামি না করে ওয়্যাগনের ভেতর শুকনো কাঠ জড় করে রেখেছে স্কুলটিচার। জেমসকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখে অনেকগুলো চেলা কাঠ এগিয়ে দিল সে। 'যাও, এগুলো মায়রাকে দিয়ে এসো, আরও বেশি ভালবেসে ফেলবে মেয়েটা তোমাকে।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' দু'হাত ভর্তি কাঠ নিয়ে হাসল জেমস।

কাদায় যাতে পিছলে না পড়ে সেজন্য সাবধানে হেঁটে মায়রাদের ক্যাম্পে গেল সে, ধোঁয়া ওঠা আগুনের ধারে মায়রার পেছনে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল কাঠগুলো।

'আমি অ্যালিস্টারকে বলেছিলাম এমনটা হবে,' ঠিকমত আগুন জ্বালতে ব্যর্থ হয়ে রেগে উঠেছে মায়রা, আপন মনে গজর গজর করছে। 'বার বার বলে দিয়েছি, তারপরও কথা শোনে না। কাঠ আনতে তাঁর কষ্ট হয়, নিতান্ত বাধ্য হলে নিয়ে আসেন তিনি। আজকে যখন বললাম জ্বালানী নেই, তিনি ভেজা কাঠ জোগাড় করে আনলেন। ওই কাঠে পানি গরম করার মত আগুনও জ্বলবে না, অথচ নাস্তার জন্য তিনি ঠিকই অপেক্ষা করছেন।'

কাঁধে টোকা দিয়ে মায়রার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাঠগুলো দেখাল জেমস। 'এগুলো শুকনো। ব্রায়ান পাঠিয়েছে।'

অপ্রস্তুত, বিস্মিত চেহারায় একবার জেমস আরেকবার কাঠগুলো দেখল মায়রা। তারপর খুশিতে চিক চিক করে উঠল দু'চোখ। 'মিস্টার ব্রায়ানকে আমার হয়ে ধন্যবাদ দিয়ো,' জেমসের গালে আলতো করে চুমু খেল মায়রা, 'ঠিক এই ভাবে।'

'ধন্যবাদ দেব, কিন্তু কক্ষনো এইভাবে নয়,' মাথা উঁচু করে

হাঁটতে শুরু করে বলল গর্বিত জেমস ফ্ল্যাগ।

নাস্তা খেয়েই ঘোড়ায় চেপে বেরোল জেমস। তাঁবুর সামনে যমজ দু'ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করছে ডিউক ওয়েন. ওদের পাশে থামল সে। ওকে দেখে জুয়াড়ী কৌতূহলী চোখে তাকাতেই বলল, 'সবাইকে তৈরি হতে বলো, রওয়ানা হব আমরা। একটা উপচে পড়া ঝরনা দেখে এসেছি, তবে ওয়্যাগন ট্রেন ওখানে পৌঁছনোর আগেই পানি নেমে যাবে। একটু অবশ্য সমস্যা হতে পারে। স্রোতে দক্ষিণ পাড় ভেঙে গেছে, কয়েকজনকে কোদাল হাতে পাঠাতে হবে জায়গাটা ঢালু করার জন্য।'

'কাদা পেরিয়ে ঝরনা পার হতে সারাদিন লেগে যাবে,' বিরক্ত চেহারায় বলল আইক মিলার্স।

'হয়তো,' মাথা ঝাঁকাল জেমস, নাস্তা তৈরিতে মগ্ন সুসানাকে একপলক দেখে গলা নিচু করে বলল, 'সাবধান, আজকে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ঝরনা পেরনোর সময় দ্বিগুণ সতর্ক থাকবে, ওখানে ইণ্ডিয়ানদের হামলা হলে ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি।'

'তুমি ওই সময় থাকবে কোথায়?' চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল সুসানা। বোঝা গেল এতক্ষণ তার মনোযোগ এদিকেই ছিল।

'কাছাকাছিই থাকব,' বলে আর কাউকে কথা বাড়াবার সুযোগ দিল না জেমস, রাসে দোলা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল হেইন্স আর মনরোর সামনে। মাত্র খাওয়া শেষ করে উঠেছে ওরা, প্লেট আর হাত-মুখ সাফ করছে।

পাঁচ মিনিটের মাথায় উত্তর দিকে রওয়ানা হয়ে গেল তিনজন। ঘোড়াগুলোর খুর কাদায় পড়ে থ্যাপ থ্যাপ শব্দ করছে। কিছুক্ষণ পর

জেমস বলল, 'ওয়্যাগন ট্রেন ঝরনা পার করতে বিকেল হয়ে যাবে। সন্ধ্যার আগে সেজ ক্রীক পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই যথেষ্ট।'

'জায়গাটা মাত্র বারো মাইল দূরে, তাই না?' জানতে চাইল মনরো।

'হ্যাঁ, কিন্তু ওই বারো মাইল পার হতে হলে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে হবে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছ যে ওদের মুখোমুখি হব আমরা,' ঘাড় ফিরিয়ে জেমসকে দেখল হেইন্স।

'জেমস ঠিকই বলেছে। ওদের গন্ধ আমি বাতাসের আগে পাই,' পুরো উপত্যকায় তীক্ষ্ণ নজর বোলাল মনরো। 'ঝরনা পার হওয়ার সময় ওরা এলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কি করবে কিছু ঠিক করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জেমস। গোটা ব্যাপার ভেবে দেখেছে সে। অর্ধেক ওয়্যাগন ট্রেন ঝরনা পার হয়ে গেছে এরকম সময় ইণ্ডিয়ানরা আক্রমণ করলে কোনভাবেই বৃত্ত তৈরি করা যাবে না। সেক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ানরা এক এক করে ওয়্যাগনগুলো দখল করবে। খুন করে ফেলবে শিশু, মহিলা, পুরুষ সবাইকে; বিদ্রোহী ইণ্ডিয়ান ব্রেভদের হাত থেকে বাঁচবে না একজনও।

'আমি সামনের দিকে বেশ অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছি,' অবশেষে বলল জেমস। 'মনরো, তুমি ঘুরপথে পেছনে গিয়ে দক্ষিণের রিজে উঠে উপত্যকায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখো। হেইন্স, তুমি এই রিজ ধরে যতক্ষণ নিরাপদ মনে করবে এগিয়ে যাবে পশ্চিমে। আমরা তিনজন একটা বড়সড় জায়গা কাভার করব। তোমরা যদি ইণ্ডিয়ানদের দেখো তাহলে দ্রুত এসে জানাবে

আইক মিলার্সকে। ওরা প্রতিরক্ষার জন্য খানিকটা বাড়তি সময় হাতে পাবে এতে।'

আলাদা হয়ে গেল তিনজন। জেমস ঘোড়া ছোটাল উত্তর দিকে। ঝরনার কাছে পৌঁছে দেখল পানি প্রায় নেই বললেই চলে, গরুর পেচ্ছাবের সমান মোটা একটা ধারা বয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। তারপরও ওয়্যাগন পার করতে হলে চারটা করে মিউল লাগবে ঘন থিকথিকে কাদার কারণে। ঝরনায় ঘোড়া নামাল জেমস। সোরেল গেল্ডিঙ বহুকষ্টে উঠে এল অপর পারে। আপনমনে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাল জেমস, স্পষ্ট বুঝতে পারছে বহুক্ষণ লাগবে ওয়্যাগন ট্রেন পার করতে। ইণ্ডিয়ানরা হামলা করলে প্রতিরক্ষাহীন মানুষগুলোকে খুন করতে প্রচুর সময় পাবে হাতে।

রিজের মাথায় চড়ে ঘোড়া থামাল সে, তাকাল নিচে। পশ্চিমের জমিতে ফেলে আসা ঝরনাটার মত অনেকগুলো ঝরনা চোখে পড়ল ওর। এখানে ওখানে গাছ জন্মেছে ওদিকে, তবে এত ঘন জঙ্গল নেই যে ইণ্ডিয়ানদের ওয়ার পার্টি লুকিয়ে থাকতে পারবে। পশ্চিমে বহুদূরে দৃষ্টি চলে গেল ওর। একের পর এক রিজ মাথা তুলে আছে পশ্চিম আর উত্তরে। ইচ্ছে করলে সিউ জাতির অর্ধেক লোক থাকতে পারবে ওগুলোর আড়ালে, কারও সাধ্য নেই সেধে দেখা না দিলে ওদের খুঁজে বের করে।

ঘোড়া থেকে নেমে একটা সিগার ধরাল জেমস। দেখল দক্ষিণের একটা রিজের ওপর উঠে এসেছে ডিউক ওয়েন আর যমজ দু'ভাই। ওদের পেছন পেছন এল মহিলাদের ওয়্যাগন, তারপর একে একে অন্যান্যদেরগুলো। কিছুক্ষণ পর রিজের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওয়্যাগন ট্রেন।

ঝরনার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থামাল যমজ দু'ভাই আর ডিউক ওয়েন। সময় নিয়ে ঝরনার দক্ষিণ পাড় পরীক্ষা করে দেখল ডেভ মিলার্স। সুসানাদের ওয়্যাগন এসে থামতেই কোদাল নিয়ে কাজে লেগে গেল দু'ভাই। খাড়া পাড় কেটে ঢাল তৈরি করছে ওরা, যাতে ওয়্যাগনগুলো সহজেই ঝরনায় নামতে পারে। ওদের দেখাদেখি কোদাল হাতে এগিয়ে এল আরও কয়েকজন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাড় কেটে ঝরনার তলা পর্যন্ত ঢাল তৈরি করে ফেলল সবাই মিলে।

ঝরনা পার হয়ে রিজে উঠে এসে জেমসের পাশে ঘোড়া থামাল কেতাদুরস্ত পোশাক পরা ডিউক ওয়েন। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয়, আসবে ইণ্ডিয়ানরা?'

জবাব না দিয়ে সামনে আঙুল তাক করল জেমস।

পশ্চিমের ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো জমি মনোযোগ দিয়ে দেখল ডিউক ওয়েন, তারপর নজর ফেরাল উত্তরের রিজগুলোর দিকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অভিযোগের সুরে বলল, 'খালি রিজ আর গুহা। ওরা যেকোন জায়গায় থাকতে পারে, টেরও পাব না আমরা।'

'ঠিক,' বড্ড কুটকুট করছে, দাড়ি চুলকাল জেমস। 'আমার ধারণা ওরা পশ্চিম দিক থেকে আসবে, কারণ পুবের রেড ক্লাউড এজেন্সিতে গিয়ে ঢুকতে চাইবে যুদ্ধ শেষে।'

আলাপ বন্ধ হয়ে গেল ওদের। একটা সিগার ধরিয়ে গম্ভীর চেহারায় ঝরনার দিকে তাকাল সেলুনমালিক। পার হচ্ছে ওয়্যাগনগুলো। গতি খুব ধীর, চেষ্টা করেও কাদার জন্য দ্রুত এগোতে পারছে না টিমস্টাররা। মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে

মিউলগুলোর। খুব আস্তে ধীরে চলছে কাজ। একটা করে ওয়্যাগন নামানো হচ্ছে, আটকে যাচ্ছে কাদায়। সেটাকে বিভিন্ন কসরতে ওঠানোর পর নামানো হচ্ছে আরেকটা ওয়্যাগন, নতুন করে প্রথম থেকে শুরু হচ্ছে একই কাজ।

দুপুরের দিকে শেষ ওয়্যাগন ঝরনা পার হলো। ডিউক ওয়েনের দিকে তাকাল জেমস, 'আমি উত্তরের রিজে যাচ্ছি, তুমি ফিরে গিয়ে ওদের বলো আজকে দুপুরে খাওয়ার জন্য থামা চলবে না।'

সেলুনমালিক চলে যাবার পর ঘোড়ায় উঠে উত্তর দিকে এগোল জেমস। ঢাল বেয়ে নেমে পরবর্তী রিজের দিকে তাকাল। ঠিক সেই মুহূর্তে রিজের ওপার থেকে মাথা তুলল ইণ্ডিয়ানরা। ওকে দেখে রণহুঙ্কার ছাড়তেই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ছুটল জেমস, চাইছে ঢাল বেয়ে উঠে গিয়ে আগের অবস্থানে ফিরে যেতে।

সামনের সারির ব্রেভরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ওকে লক্ষ্য করে। খুব কাছেই মাটিতে গাঁথছে বেশিরভাগ বুলেট, দু'একটা বেরিয়ে যাচ্ছে ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাসে শিস কেটে। এখনও রেঞ্জের বাইরে বলে ইণ্ডিয়ানরা গুলি লাগাতে পারছে না, তবে ওরা পারবে আর সামান্য একটু এগিয়ে এলেই।

ছুটন্ত ঘোড়া থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জেমস। ওয়ার পার্টি, কোনও সন্দেহ নেই। রঙ মেখে ভূত সেজে আছে। পায়ের মোকাসিন, কোমরের নেঙটি আর মাথার পালকগুলো ছাড়া সারা শরীর অনাবৃত। মায়রার ভাষায় ওরা হচ্ছে বন্য, ঘোড়াকে দ্রুত ছুটতে তাড়া দিয়ে এত বিপদেও হেসে ফেলল জেমস। ওকে যদি ধরতে পারে তাহলে কি অবস্থা হবে মনে পড়ায় হাসিটা খুব ক্ষণস্থায়ী হলো। এটা নিশ্চিত যে লাশ দেখে মায়রা ওকে চিনতে

পারবে না।

স্যাডলে শুয়ে পড়ল সে চিন্তাটা মাথায় আসতেই, চাইছে টার্গেট হিসেবে যতখানি সম্ভব ছোট হয়ে যেতে। মালিকের তাগাদা সংক্রমিত হয়েছে সোরেল গেল্ডিঙের মাঝে, প্রাণপণে ছুটছে ওটা ঘাড় লম্বা করে। আগেও জেমসকে একই ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে সোরেল গেল্ডিঙটা, তবে এবার ওটাকে দৌড়ে উঠতে হচ্ছে কাদায় পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে। খুরে নতুন নাল লাগানো হয়েছে, তবু বার বার পিছলে পড়তে গিয়েও সামলে নিচ্ছে ঘোড়াটা।

সামনের রিজের দিকে তাকাল জেমস, মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে একই সমান দূরে আছে রিজের চূড়া। দ্বিতীয়বার ঘাড় ফেরাল সে পেছনের অবস্থা বোঝার জন্য। ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা। যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে সামনের সারির অশ্বারোহী যোদ্ধারা। ছুটতে ছুটতেই দু'জন ব্রেভ রাইফেল তাক করল ওর দিকে।

চোদ্দ

রাসে টান দিয়ে ঘোড়া থামাল জেমস, স্যাডল বুট থেকে রাইফেল বের করে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল

তুলে নিল কাঁধে। মরতে যদি হয়, মেরে মরবে সে।

বেশি কাছে চলে আসা ব্রেভ দু'জন কল্পনাও করেনি জেমস রুখে দাঁড়াবে। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে গুলি করল ওরা। জেমসের তিন-চার ফুট বামে আর ডানে মাটিতে গাঁথল বুলেট দুটো। দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানার সুযোগ পেল না দু'জনের একজনও। জেমসের প্রথম গুলিতে ছুটন্ত ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেল বামদিকের ইণ্ডিয়ান। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল লাশ হয়ে। ঘোড়াটা আরোহী পিঠে নেই বুঝে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল। ছুটছে এখনও, তবে তাড়া দেয়ার কেউ না থাকায় গতি কমিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় ব্রেভ হ্যাঁচকা টান দিয়ে পনি দাঁড় করিয়ে ফেলল, কিন্তু জন্তুটার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারল না। সামনের দু'পা শূন্যে তুলে লাফাতে শুরু করল পনি। ব্রেভ ওটাকে সামলে নিয়ে কাঁধে রাইফেল ওঠাতেই ট্রিগারে আলতো করে তর্জনী ছোঁয়াল জেমস। মাথায় ঢুকে মগজ ছিন্ন ভিন্ন করে দিল .৪৪ উইনচেস্টারের বুলেট। দু'হাতে বাতাস খামচে ধরে ঝুলে থাকতে চাইল ইণ্ডিয়ান, তারপর কাটা কলাগাছের মত ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্যাডলে চড়ল জেমস, ইশারা করতেই ছুটতে শুরু করল সোরেল গেল্ডিঙ। কয়েক সেকেণ্ড দেরি করেছে বলে দুঃখ নেই জেমসের মনে, ইণ্ডিয়ানদের তেড়ে আসা থামিয়ে দেয়া গেছে। আর কোনও ব্রেভ কাছে আসার চেষ্টা করছে না, ওরা বুঝে গেছে যে লোক এত নির্ভুল নিশানায় গুলি করতে পারে তার কাছ থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

একমুহূর্ত পরেই সামনের রিজ থেকে একটা রাইফেল গর্জে

উঠল। দুটো উপদলে ভাগ হয়ে গেল ইণ্ডিয়ানরা। রিজের দু'ধারে ছুটল, চাইছে রিজটা ঘিরে ফেলে ওদের ফাঁদে ফেলতে।

রিজের মাথায় উঠে এসে জেমস দেখল মাটিতে পেট ঠেকিয়ে শুয়ে আছে পরিপাটি পোশাক পরা ডিউক ওয়েন, লিভার টেনে রাইফেলের ট্রিগার টিপছে যত দ্রুত সম্ভব। 'ওয়্যাগনে ফিরে যাও!' সেলুনমালিককে পেরিয়ে ছোটার সময় বলল জেমস,মাথা থেকে হ্যাট খুলে বাতাসে নাড়তে নাড়তে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'করাল! করাল!'

বলার প্রয়োজন ছিল না, গোলাগুলির আওয়াজ শুনেই একটার পেছনে আরেকটা ওয়্যাগন গোল করে দাঁড় করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে আইক মিলার্স। টিমস্টাররা দ্রুত অভ্যস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। কাদা ছিটিয়ে বিপজ্জনক গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে রিজ থেকে নেমে এল জেমস। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ডিউক ওয়েন, হেইন্স আর মনরোও আসছে ভিন্নভিন্ন দিক থেকে।

ওরা ওয়্যাগন ট্রেনের কাছে পৌঁছনোর আগেই ঘোড়া আর মিউলগুলোকে দড়িদড়া খুলে সার্কেলের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল টিমস্টাররা। জেমসের পরপরই পৌঁছে গেল সেলুনমালিক আর ওয়াচার দু'জন। রিজের মাথায় ইণ্ডিয়ানদের দেখা গেল এসময়। কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়েছে, একহাত মাথার ওপর তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল নিরস্ত্র একজন ব্রেভ। রাইফেলগুলো প্রায় একসঙ্গে কক হতেই সবাইকে গুলি না করার নির্দেশ দিল জেমস। সবার অবাক দৃষ্টির সামনে ওয়্যাগনের আড়াল ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে পেল পেছন থেকে কয়েকজন অনুরোধ করছে ফিরে আসতে, কিন্তু পাত্তা দিল না সে।

ঠিক জেমসের সামনে এসে পনি দাঁড় করাল সিউ ব্রেভ। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। হাসছে দু'জনই। ব্রেভকে ভালমত চেনে জেমস, ওরা ছোটবেলার বন্ধু। বিগ চীফের ছোট ভাই ফুল মুনের ছেলে ও।

'তারপর, কার্ট হুইল?' অবশেষে নীরবতা ভাঙল জেমস। সবাই যাতে বুঝতে পারে সেজন্য ইংরেজীতেই কথা বলছে সে। রিজার্ভেশনে থেকে থেকে ভাল ইংরেজী শিখেছে কার্ট হুইল।

'তোমার আঙ্কল তোমাকে চলে যেতে বলেছে এখান থেকে,' বলল সে, 'আমরা লুঠ করে নিতে এসেছি ওয়্যাগন ট্রেন। তোমাকে দেখতে পেয়ে বাবা ভড়কে গেছে। সে বা আমি আমরা কেউই নিজেদের বংশের রক্তে হাত রাঙাতে পারব না, কাজেই চলে যাও তুমি।'

'শোনো, কার্ট হুইল,' চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল জেমসের, 'এই ওয়্যাগন ট্রেনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আঙ্কলকে গিয়ে বলো প্রাণ থাকতে আমার দায়িত্বে যারা আছে তাঁদের গায়ে হাত দিতে দেব না আমি। আরও বলবে বিগ চীফের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কয়েকদিন আগে। আলাপ করেছি আমরা। হাতে টাকা এলেই আমি র‍্যাঞ্চ করব। সেখানে শান্তিতে থাকতে পারবে সবাই। ইচ্ছে হলে বিগ চীফের মত তোমরাও ডেডউডের কাছে কোথাও আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারো। ওখান থেকেই রওয়ানা হব আমরা।'

'দেখি বাবা কি বলে,' স্যাডলহীন পনি দাবড়ে সিউদের মাঝে ফিরে চলল কার্টহুইল।

'কি মনে হয়, কাজ হবে?' কখন যেন জেমসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডিউক ওয়েন।

'দেখা যাক,' নিষ্পলক চোখে ইণ্ডিয়ানদের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল অন্যমনস্ক জেমস।

ব্রেভ ফিরে যেতে সাড়া পড়ে গেল ওয়ার পার্টিতে। একজন শুকনো, লম্বা মত লোক কার্টহুইলকে ডেকে নিয়ে গেল একপাশে। দূর থেকেও বিগ চীফের ভাইকে চিনতে পারল জেমস। ছেলের সঙ্গে কথা বলে বুড়োর কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। চোখগরম করে তাকাত দেখে কিশোর বয়সে লোকটাকে এড়িয়ে চলত জেমস। অনেক পরে অবশ্য বুঝেছিল সবার দিকেই ওভাবে তাকায় ফুল মুন বুড়ো, এমনকি নিজেকেও সখের আয়নায় দেখত একই দৃষ্টিতে।

হাত-পা ছুঁড়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে কথা শেষ করল কার্ট হুইল। হাত তুলে বুড়ো নির্দেশ দিতেই বাকিদের থেকে আলাদা হয়ে তার সামনে ঘোড়া দাঁড় করাল দশ-বারোজন ব্রেভ। কার্ট হুইল কি যেন বলতেই প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ওরা। ওয়ার পার্টির অন্য দলনেতা মটকু এবার এগিয়ে এসে বুড়ো ফুল মুনকে কি যেন সব বোঝানোর চেষ্টা করল। কাজ হলো বলে মনে হয় না, কারণ দলবল নিয়ে তাকে ফেলে রওয়ানা হয়ে গেল ফুল মুন আর কার্ট হুইল। ওরা পুবের রিজ পেরিয়ে আড়ালে চলে গেলেও জেমস বুঝল ডেডউডে গিয়ে ঠিকই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে চোখ রাঙানো রাগী বুড়ো। র‍্যাঞ্চ করার পরিকল্পনা বাপকে পছন্দ করিয়ে ছেড়েছে কার্ট হুইল।

ফুল মুনের ব্রেভের দল চলে যেতেই চাঞ্চল্য দেখা গেল বাকি ইণ্ডিয়ানদের মাঝে। দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠল মোটা সর্দার। বিপদ বুঝতে পেরে সেলুনমালিকের কাঁধে হাত রাখল জেমস। দু'জনে

ফিরে এল ওয়্যাগন ট্রেনের রক্ষাবুহ্যে। মায়রার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সশস্ত্র জেমস, মেয়েটাকে রাইফেল হাতে কাভার নিতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখল সবাই নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।

দুটো দলে ভাগ হয়ে রণহুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে এল ইণ্ডিয়ানরা। মায়রার হাত থেকে রাইফেল নিয়ে গুলি করতে শুরু করল জেমস। অন্যরাও চুপ করে নেই, ওয়্যাগনগুলোর আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসেছে ডিউক ওয়েন, যমজ দু'ভাই, হেইন্স, মনরো এবং টিমস্টাররা। একের পর এক গুলি করছে সবাই, রাইফেল খালি হয়ে গেলে রিলোড করে দিচ্ছে মহিলারা। বাচ্চাদের তুলে দেয়া হয়েছে পেছনের একটা ওয়্যাগনে।

দুশো গজ দূর থেকে সিদ্ধান্ত পাল্টে ঘুরে চলে গেল ইণ্ডিয়ানরা। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটছে ছয়টা পনি। ওদের আরোহীরা পড়ে আছে ঘাসের ওপর মুখ থুবড়ে। আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলল ইণ্ডিয়ানদের মটকু নেতা। আবার ঘোড়া ছোটাল ব্রেভরা। কাছে আসছে না আর, স্যাডলে কাত হয়ে বসে দূর থেকে চক্কর মারছে ওয়্যাগন ট্রেন ঘিরে। সুযোগ বুঝে গুলি করছে মাঝেমধ্যে।

সার্কেলের ভেতরে দাঁড়ানো জন্তুগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। বুলেটের আঘাতে পড়ে গেছে দুটো মিউল, বাকিগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করছে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে অ্যাবি। বেলিনডা শুয়ে আছে কাদায় মুখ গুঁজে। সুসানা গুলির বাক্স সামনে নিয়ে বসেছে, দক্ষহাতে খালি রাইফেল লোড করে ডিউক ওয়েন আর যমজ দু'ভাইকে দিচ্ছে। একই কাজ করছে মিসেস ল্যানট্রি,

স্বামীর হাতে ভরাটা দিয়ে অন্যটা রিলোড করছে।

আরোহীকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে পনির গায়ে গুলি করে ফেলে দিচ্ছে ডিউক ওয়েন আর যমজ দু'ভাই। দু'একজন ব্রেভ ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ল। মাটিতে পড়ে যাওয়া ব্রেভরা অনেকেই চেষ্টা করছে ক্রল করে সরে যেতে। যারা দ্রুত এগোতে পারছে না তারা গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে। ইণ্ডিয়ানদের গুলিতে আহত হলো জন লিনটন। তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল রিচার্ড রাউলস। ফিরে এসে আবার রাইফেল চালাতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর আরও দূরে সরে রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে চলে গেল ইণ্ডিয়ানরা। জেমস বুঝল নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করবে এখন ব্রেভরা। ওয়্যাগন ট্রেনের সবাই খুশির চিৎকার ছাড়লেও গলা শুকিয়ে এল জেমসের। এবার মরণ ছোবল দেবে ইণ্ডিয়ানরা সবদিক থেকে ছুটে এসে। ঠেকাবার রাস্তা জানে সে, কিন্তু উপায় দেখছে না।

মেয়েদের বাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ শুরু করেছে ডিউক ওয়েন আর যমজ দু'ভাই। ওখানে গেল মায়রা আর জেমস। হঠাৎ আঙুল তুলে রেঞ্জের বাইরে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা ইণ্ডিয়ানদের দেখাল আইক মিলার্স। 'হেইন্স বলছে ওরা হামলা করবে না চলে যাবে সেটা নিয়ে তর্ক করছে। ওরা যদি আমাদের আটকে রেখে খবর পাঠিয়ে আরও লোক জড় করে তাহলে আমরা শেষ।'

চুলে হাত চালাল জেমস। ডিউক ওয়েন বলল, 'আমার মনে হয় আক্রমণ করবে না ওরা। আটকে রাখার চেষ্টাও করবে না। যা ভেবেছিল তার তুলনায় ক্ষতি অনেক বেশি হওয়ায় চমকে গেছে

ওরা।

'একটা ব্যাপার নিশ্চিত,' গম্ভীর চেহারায় বলল হেইন্স. 'কারও কাছে যদি লঙ রেঞ্জ রাইফেল থাকে আর ভালভাবে তাক করে এখান থেকে যদি সে দু'একটাকে ফেলে দিতে পারে তাহলে চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে দলবল নিয়ে ভাগবে মটকু।'

'নেই,' আক্ষেপের সুরে বলল ডিউক ওয়েন। 'আগে জানলে শাইয়্যান থেকে রওয়ানা হবার সময় একটা কিনে নিতাম!'

লজ্জায় লাল হয়ে জেমসের কনুই ধরে ঝাঁকি দিল ব্র্যাড ল্যানট্রি। কেউ কারণ জানতে চাইলে জবাব দিতে পারবে না এমন একটা কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের ওয়্যাগনে লঙ রেঞ্জ রাইফেল আছে। শার্পস—ভাল জিনিস।'

'পারবে না, খামোকা গুলি অপচয় কোরো না,' মাথা নেড়ে আফসোসের সুরে বলল আইক। 'ইণ্ডিয়ানরা প্রায় সিকি মাইল দূরে আছে, লাগানো তো পরের কথা ওই পর্যন্ত যাবেই না তোমার বুলেট।'

'যাবে তো অবশ্যই,' শান্ত চেহারায় আইকের দিকে তাকাল ল্যানট্রি, দু'একমুহূর্ত পর বলল, 'গুলি করে যে কাউকে ফেলেও দিতে পারব আমি। রাইফেলটা ·৫০ শার্পস বাফেলো গান।'

'নিয়ে এসো,' দু'জনকে তর্ক করার সুযোগ না দিয়ে বলল জেমস।

দৌড়ে ওয়্যাগনে গিয়ে রাইফেলটা নিয়ে ফিরে এল ল্যানট্রি। তার হাতে মানাচ্ছে না ওটা, দেখে মনে হচ্ছে বাচ্চার হাতে বড়দের জিনিস পড়েছে। ছোট একটা টেলিস্কোপ লাগানো অস্ত্রটার ওজন হবে অন্তত পনেরো-বিশ পাউণ্ড। সাপ্লাই ওয়্যাগনের হুইলের ওপর

রাইফেলটা রাখতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ল্যানট্রি। 'কাকে মারতে হবে?'

'অসম্ভব!' বিস্মিত চেহারায় আপনমনে ফিসফিস করে বলে কপাল চুলকাল আইক।

হেইন্স আর মনরো জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাতেই শ্রাগ করল জেম্‌স। খুন করার ব্যাপারটা তার পছন্দ নয়, কিন্তু বুঝতে পারছে এছাড়া উপায়ও নেই কোনও। নিরাসক্ত চেহারায় আঙুল তাক করে ল্যানট্রির পাশে গিয়ে দাঁড়াল হেইন্স। 'ওই যে রঙমাখা পনিতে বসে থাকা মোটা লোকটা ওদের নেতা। ওকে যদি ফেলতে পারো, বাকিরা এক নিমেষে পালিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, ওকেই ফেলব,' বাফেলো গানের বাঁটে কাঁধ ঠেকাল ল্যানট্রি।

শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতা নামল চারপাশে। সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে ইণ্ডিয়ানদের দিকে। আলতো করে ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়াল ল্যানট্রি। চাপ বাড়াল অতি ধীরে। ভয়ঙ্কর শব্দ করল ·৫০ শার্পস বাফেলো গান, আগুন আর ধোঁয়া ছিটকে বেরল লম্বা নল থেকে। ভেজা ভারী বাতাসে পাক খেয়ে ওপর দিকে উঠে যেতে শুরু করল ঘন কালো ধোঁয়া। হঠাৎ ছিটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল রঙমাখা ইণ্ডিয়ান সর্দার।

বিস্ময়ের গুঞ্জন দৃশ্যটা দেখে আনন্দের চিৎকারে পরিণত হলো। দৌড়ে গিয়ে ল্যানট্রির পিঠ চাপড়ে দিল তার স্ত্রী। বুকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল উন্মত্তের মত। কিছুক্ষণ নেচে চুমোয় চুমোয় স্বামীকে ভরিয়ে দিল সে, দম বন্ধ হয়ে ল্যানট্রি ছটফট শুরু করার পর ছাড়ল। রাইফেলটা রেখে দিয়ে এল ওয়্যাগনে।

তখনও আপন মনে মাথা নাড়ছে আইক মিলার্স, বিড়বিড় করে বলছে, 'অসম্ভব! হতেই পারে না; স্রেফ কপাল!'

জেমস আনন্দ উল্লাসে যোগ না দিয়ে ইণ্ডিয়ানদের দেখছে একদৃষ্টিতে। নেতা মারা যেতেই ছোটাছুটি শুরু করেছে ওরা। জটলা করে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে তিন-চার জন বয়স্ক ইণ্ডিয়ান। অবশেষে একমত হলো ওরা। একজন হাত তুলে ইশারা করতেই ছুটে এল ব্রেভরা, মৃত নেতাকে তুলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা হলো। তিন মিনিটের মাথায় রিজ পেরিয়ে হাওয়া হয়ে গেল শেষ ইণ্ডিয়ান ব্রেভ।

'ওরা বুঝতেই পারেনি কি ঘটেছে, দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল আইক। 'হয়তো ভেবে নিয়েছে আকাশ থেকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে ওদের নেতাকে। অতদূরে বাতাস ঠেলে বাফেলো গানের আওয়াজ পৌঁছয়নি নিশ্চয়ই!'

'আমাদের ক্ষয়ক্ষতি কেমন, আহত হয়েছে কেউ?' ডিউক ওয়েনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জেমস।

'হ্যাঁ, জন লিনটনের কান ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বুলেট। দুটো মিউল মারা গেছে, আহত হয়েছে কয়েকটা। আর ও, হ্যাঁ, কাদা লেগেছে অ্যাবির কাপড়ে।'

হাসল না কেউ। জেমস বুঝতে পারল সে একাই নয়, কেউ পছন্দ করে না মেয়েটাকে। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে সেলুনমালিকের দিকে তাকাল সে। 'আমি যাচ্ছি, রিজে উঠে দেখব ওরা আসলেই গেছে কিনা। তোমরা এদিকে ওয়্যাগনে ঘোড়া আর মিউল লাগিয়ে ফেলো। আমি হ্যাট দোলালে তখনই শুধু রওয়ানা হবে।'

সেলুনমালিক ঘাড় নেড়ে সায় দেয়ায় রাইফেল হাতে সোরেল গেল্ডিঙে উঠল জেমস। দুটো ওয়্যাগনের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঘোড়াটা, ছুটতে শুরু করল উর্ধ্বশ্বাসে। রিজে উঠে সতর্ক নজরে সামনেটা দেখল জেমস। কেউ নেই কোথাও। মাথা থেকে হ্যাট খুলে জোরে জোরে নাড়ল সে। বাকবোর্ডের পেছন পেছন একে একে রওয়ানা হলো ওয়্যাগনগুলো।

সন্ধ্যায় পৌঁছল ওরা সেজ ক্রীকে। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে সবাই। সারাদিনে খাওয়া পড়েনি পেটে, কিন্তু অভিযোগ করছে না কেউ।

পরদিন সকালে পশ্চিম দিকে এগোল ওয়্যাগন ট্রেন। সারাদিনে পার হলো মাত্র পনেরো মাইল। এদিকে বৃষ্টি হয়নি, গরম বাতাসে উড়ছে অজস্র ধূলিকণা। অতিষ্ঠ হয়ে মায়রা একসময় জেমসকে বলেছে যে ভিজে গিয়ে শীতে কাঁপা আর গরম সহ্য করে ধুলো খাওয়া এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি বিরক্তিকর সে বুঝতে পারছে না।

কোনও জবাব দেয়নি জেমস। কমবেশি সবারই একই অবস্থা।

রাতে ওয়্যাগনগুলো সার্কেল করে রেখে পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। শেষ রাতে ওকে যখন ডেকে দেয়া হলো তখন গোটা আকাশে ঝিকমিক করছে লক্ষ কোটি নক্ষত্র। ঘুমভাঙা সতর্ক চোখে চারপাশ পরীক্ষা করে এল সে। অস্বাভাবিক কোনকিছু নজরে পড়েনি ওর।

সকালে রওয়ানা হয়ে একটানা এগিয়ে চলল ওয়্যাগন ট্রেন। শাইয়্যান রিভারের তীরে পৌঁছল বিকেলের আগে। ব্ল্যাক হিলসকে দিগন্তে আকাশ ছোঁয়া কালো একটা রেখার মত দেখতে লাগে এখান থেকে। সবার মধ্যে উৎসাহ ফিরে এল। আর বেশি দূর নয়, প্রায়

পথের শেষে এসে গেছে ওরা।

সন্ধেয় তাঁবুর সামনে জ্বালানো আগুনের ধারে গিয়ে বসল জেমস। ওর উল্টোদিকে বসে একদৃষ্টিতে লকলকে শিখার দিকে চেয়ে আছে ডিউক ওয়েন আর যমজ দু'ভাই। সেলুনমালিকের স্যুটে একবিন্দু ময়লা লেগে নেই, সেই প্রথম দিনের মতই শহুরে ফিটফাট ভদ্রলোক। সুসানা লোকটার পোশাক পরিষ্কার করে দেয়, কিন্তু সেজন্য কোনও প্রশংসা পায় কিনা কে জানে, ভাবল জেমস। সুসানার বদলে যদি অ্যাবিকে নিয়ে ডিউক ওয়েন মেতে থাকে তাহলে খারাপ লাগলেও তার কিছু করার নেই।

'আমরা এখনও ইণ্ডিয়ানদের এলাকাতেই আছি,' মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আইকের দিকে তাকাল জেমস। 'কালকে দিনটা কেমন যাবে তার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। রেড ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। জায়গাটা বিপজ্জনক। আমি আগে আগে যাব, হেইন্স আর মনরো এগোবে রিম ধরে। তোমাদেরও চোখ খোলা রাখতে হবে। যে-কোনও ধরনের বিপদ আসতে পারে, কাজেই তৈরি থাকতে হবে সবাইকে।'

কথাগুলো শুনে কিছু বলল না আইক মিলার্স, আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে আঁধারে তাকাল।

একটা সিগার ঠোঁটে ঝুলিয়ে আগুন জ্বালল সেলুনমালিক। জেমসের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তোমাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে, জেমস। এখনও সিভার্সের কথা ভাবছ?'

'আসলে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত,' ডিউক ওয়েনের বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে সরু একটা সিগার নিয়ে ধরাল জেমস। 'একবারও

দেখিনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে সিভার্স আর তার দলবল কোনও না কোনও ভাবে জড়িত ছিল ইণ্ডিয়ান আক্রমণের সঙ্গে।'

ব্ল্যাক হিলসের কাছে চলে এসে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে জুয়েট্টীর, জেমসের কথা শুনে তাকে মোটেও বিচলিত মনে হলো না। সিগারে টান দিয়ে বলল সে, 'আমার ধারণা ওকে আর কখনও দেখতে পাব না আমরা। তাছাড়া···ভাবতে আমার অবাক লাগছে যে তোমার মত লোক সিভার্সের ভয়ে চিন্তিত।'

জেমসের মনে হলো পিটিয়ে সেলুনমালিকের ভেতর বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল সে। এতদূর কষ্ট করে এসেছে, এখন পারিশ্রমিকের একহাজার ডলার হারানোর কোনও ইচ্ছা নেই ওর। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে মনে হতেই উঠে হাঁটতে শুরু করল। ঠিক করেছে ডেডউড পর্যন্ত যাবে সে, ডিউক ওয়েনকে পৌঁছে দিয়ে টাকা বুঝে নেবে।

সকালে ইচ্ছে করেই রওয়ানা হতে দেরি করল জেমস। সে চাইছে সূর্য যথেষ্ট ওপরে ওঠার পর রেড ক্যানিয়নে ঢুকতে। খাদে ওয়্যাগন ট্রেন যখন ঢুকল তখন কুয়াশা কেটে তীব্র উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে সূর্যটা। আধমাইল আগে আগে চলেছে জেমস। হেইন্স আর মনরো রিমে উঠে এগোচ্ছে ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই চেঁচিয়ে সাবধান করবে ওরা।

ক্যানিয়নের দু'ধারের খাড়া দেয়াল একহাজার ফুট ওপরে উঠে গেছে। মাঝখানের ফাঁক খুবই কম। মাথার ওপর এক চিলতে নীল ফিতের মত আকাশটাকে দেখতে পাচ্ছে জেমস। মাঝে মাঝে দেয়ালে মানুষের খোঁড়া গর্ত চোখে পড়ছে। বোঝা যায় মাইনিঙ

কান্ট্রিতে পৌঁছে গেছে ওরা।

নিরাপদেই বিপজ্জনক দশমাইল পথ পেরিয়ে গেল ওয়্যাগন ট্রেন। পরদিন কাস্টার সিটিতে ঢুকল ওরা। এশহরের ফ্রেঞ্চ ক্রীকেই প্রথম সোনার সন্ধান মিলেছিল। উত্তরে আরও সমৃদ্ধ অঞ্চল আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন অবশ্য লোকবসতি কমে গেছে।

খুব সুন্দর একটা জায়গা বেছে কাস্টার সিটি গড়ে তোলা হয়েছে। ছোট্ট একটা উপত্যকায় শহর। উপত্যকা ঘিরে রেখেছে ঘন জঙ্গলে ছাওয়া ছোটছোট টিলা। ক্যাম্প করল ওরা একটা টিলার গোড়ায়। সবার মধ্যেই খুশির ভাব লক্ষ করল জেমস। ডেডউড আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল পথ। আর বড়জোর দুই কি তিনদিন, তারপরই স্বপ্ননগরীতে পৌঁছে যাবে ওয়্যাগন ট্রেন।

সেদিন বিকেলে মায়রার পাশে গিয়ে বসল জেমস। অ্যালিস্টার গেছে ওয়্যাগন করালের অন্যধারে হেইন্স আর মনরোর কাছে পাহাড়ের গল্প শুনতে। পা ছড়িয়ে ওয়্যাগন হুইলে পিঠ ঠেকাল জেমস, আরাম করে সিগার ফুঁকতে ফুঁকতে সবিস্ময়ে খেয়াল করল ওরা কথা না বলেও সুখী। চুপচাপ পরস্পরকে দেখছে ওরা। প্রথম প্রথম চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল মায়রা, এখন আর লজ্জা পাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে মুচকি হাসছে দু'জনই, কেন হাসছে জানে না।

আঁধার নামল একসময়, উচ্চতার কারণে দ্রুত কমে গেল তাপমাত্রা। আগুন জ্বালল জেমস। বাতাসে পাইনের ঝাল ঝাল কিন্তু মিষ্টি একটা গন্ধ। পেছনের টিলা থেকে ডাক দিল রাতজাগা নাম-না-জানা পাখি। কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলে লড়াই করে পরিশ্রান্ত হয়ে থেমে গেল দুটো ঘোড়া। চারদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু শোনা যাচ্ছে আগুনে কাঠ ফাটার চিড়চিড় শব্দ।

'ডেডউডে পৌঁছতে কতদিন লাগবে?' অনেকক্ষণ পর মৃদু স্বরে জানতে চাইল মায়রা।

'বড়জোর তিনদিন।'

'তারপর কি করবে তুমি?'

'ইচ্ছে আছে কানাডায় গিয়ে র‍্যাঞ্চ করব। আমার মত মানুষদের সময় এদেশে ফুরিয়ে আসছে, মায়রা। বুড়ো বয়সে আমি হঠাৎ কোথাও একা মরে পড়ে থাকতে চাই না।'

সোজা হয়ে বসে জেমসের চোখে চোখ রাখল মায়রা। 'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?'

'যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'জীবনটা কিন্তু খুব সহজ হবে না, মায়রা। একেবারে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে সব। তাছাড়া তুমি কি সহ্য করতে পারবে? র‍্যাঞ্চে আমার সঙ্গে কাজ করবে সিউ ইণ্ডিয়ানরা। আমৃত্যু থাকবে ওরা অংশীদার হয়ে।'

'তাতে কিছু আসবে যাবে না,' হাসিতে মায়রার মুক্তোর মত দাঁত আগুনের আলোয় ঝিক করে উঠল। 'তুমি তো থাকবে আমার পাশে।'

'অকারণে ঝগড়া করবে না?' আঙুলের টোকায় আগুনে চুরুট ফেলে হাসি হাসি চেহারায় জিজ্ঞেস করল জেমস।

'করলে কি তুমি আমাকে নেবে না?'

মায়রাকে কপট রাগে চোখ বড় বড় করতে দেখে দু'হাত তুলে আক্রমণ ঠেকানোর ভঙ্গি করল জেমস। 'নেব না কেন, একশো দশবার নেব। তোমার সঙ্গে ঝগড়া না করতে পারলে জীবনে বেঁচে

থাকার আনন্দই থাকবে না!'

পনেরো

পরদিন সন্ধেয় ডেডউডের দশমাইল দূরে ক্যাম্প করল ওয়্যাগন ট্রেন। রাস্তা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও জেমস যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক জোরে, ওয়্যাগন ছুটিয়েছে টিমস্টাররা। জন্তুগুলোর মুখে ফেনা উঠিয়ে ছেড়েছে। ডিউক ওয়েনের অনুরোধে আগেই ক্যাম্প করার নির্দেশ দিতে পারেনি জেমস। লোকটার বাকি জীবনের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করছে দ্রুত ডেডউডে পৌঁছনোর ওপর।

বারবার জেমসের মনে হয়েছে নজর রাখছে কেউ। পথে অবশ্য কোনও ঝামেলা হয়নি। হবার কথাও নয়। আউট-লদের ছোট কোনও দল স্টেজকোচ বা দু'একটা ওয়্যাগন লুঠ করতে পারে, কিন্তু এতবড় ওয়্যাগন ট্রেন ডাকাতি করার কথা স্বপ্নেও ভাববে না।

লিনটন আর রাউল্‌স্‌রা চলে গেছে নিজেদের খনির দিকে। বিকেলে মিউলদুটো ফিরিয়ে দিয়ে আলাদা হয়ে গেল ল্যানট্রিরা। স্টোর নেই এমন একটা ছোট মাইনিঙ বসতি পথে দেখে পছন্দ হয়ে গেছে ওদের। স্কুল করার মত বড় কোনও শহরে এখনও পৌঁছয়নি বলে রয়ে গেছে ব্রায়ান ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে। আশা করছে ডেডউডে যথেষ্ট ছাত্র পাবে।

কাল একটু দেরিতে রওয়ানা হলেও দুপুরের আগেই ডেডউডে পৌঁছবে ওয়্যাগন ট্রেন। তারপর কি করবে ভাবতে ভাবতে ক্রীকের তীরে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াল জেমস। ব্রায়ানের ওয়্যাগনের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করেছে এমন সময় আইক মিলার্সের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। চেঁচিয়ে ডাকছে ওকে। চোখ তুলে দেখল উত্তেজিত চেহারায় দৌড়ে আসছে আইক। ওদের দু'ভাইকে পছন্দ করে সে, কেন করে নিজেও জানে না। হয়তো নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পায়, বুঝে গেছে মরলেও ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

'জ্যাক উইনশীপ এখানে এসেছে!' জেমসের সামনে দাঁড়িয়ে রাগে লাল চেহারায় কাঁপতে কাঁপতে বলল আইক মিলার্স।

আস্তে করে মাথা থেকে হ্যাট উঠিয়ে চাঁদিতে হাত বোলাল জেমস, হাসছে ভয়ঙ্কর শীতল হাসি। 'মাথার ব্যথা এখনও যায়নি। চলো, আমার একটা ঋণ শোধ করতে হবে।'

জেমস পা বাড়াতেই ওর হাত ধরে ফেলল আইক। 'বোকার মত কিছু কোরো না, জেমস! এখনও ডিউক ওয়েন ওকে বিশ্বাস করে। কিছু করার আগে ওকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে হবে আমাদের, নাহলে...'

'এখানে এসেছে কেন?'

'জানি না এখনও,' জেমসের হাত ছাড়ল না আইক। 'এতদূর ডিউককে নিয়ে এসেছি আমরা, এখন ব্রুস শিলডার্সের হাতে ওকে মরতে দিতে পারি না; কি বলো?'

'কেন পারি না সেটা ঠিক বুঝলাম না,' হাত ছাড়িয়ে নিল জেমস। 'লোকটা যদি চায় আত্মহত্যা করতে, আমি ঠেকাতে যাব

কেন?'

'ওর লোক হিসেবে তোমার একটা দায়িত্ব আছে না?'

দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে দ্বিধা কাটিয়ে উঠল জেমস। 'ডেডউডে ওকে পৌঁছে দেয়া পর্যন্তই, তারপর আমার সাহায্য আর পাবে না। বেশ, চলো, দেখি জ্যাক উইনশীপের কি বলার আছে।'

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল ওরা। তাঁবুর ভেতর ঢুকে দেখল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ডিউক ওয়েন আর জ্যাক উইনশীপ। প্যালেস সেলুনে দেখেছে লোকটাকে, চিনতে অসুবিধা হলো না জেমসের। ডিউক ওয়েনের পেছনে গিয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়াল আইক। ওদের চেহারায় সতর্কতা ফুটে উঠেছে, বিপদ দেখলে ডিউককে সরিয়ে দিয়ে মোকাবিলা করবে নির্দ্বিধায়।

জেমসকে ঢুকতে দেখেও চেহারায় কোনও পরিবর্তন এল না সেলুনমালিকের। জ্যাক উইনশীপ ওকে একবার দেখেই চোখ সরিয়ে নিল। পরিপাটি পোশাক পরে আছে লোকটা, ডিউক ওয়েনের মতই এর চেহারাতেও ভাবের কোনও প্রকাশ নেই। মুখোশের মত চেহারায় লটকে আছে একটুকরো মাপা হাসি।

'দুঃখিত, ডিউক,' দ্বিতীয়বারের মত বলল উইনশীপ, 'তোমার আগেই ডেডউডে পৌঁছে গেছে ব্রুস শিলডার্স। দারুণ ব্যবসা করছে ওর সেলুন। বলে পাঠিয়েছে একই শহরে দু'জনের জায়গা হতে পারে না। সে তোমাকে ঠকাচ্ছে না, ডিউক। তুমি ডেডউডে সেলুন খুলবে না চুক্তিতে লিখিত দিলে সমস্ত কিছু ন্যায্য দামে কিনে নেবে বলেছে।'

'জ্যাক, তুমি ভাল করেই জানো সুযোগ পেলে আমার গায়ের শার্টও খুলে নেবে লোকটা।'

'আমিও তাই মনে করতাম। কিন্তু, ডিউক,' সেলুনমালিকের কাঁধে হাত রাখল উইনশীপ, 'শিলডার্স পুরানো শত্রুতা ভুলে যেতে চাইছে। সবকিছু তো ন্যায্য মূল্যে কিনেই নেবে, চুক্তি করে ফেলো, আর্থিক ক্ষতি তো আর হচ্ছে না!'

'অন্য কোনও চাল আছে, জ্যাক,' এক পা পিছিয়ে উইনশীপের চোখে চোখ রাখল ডিউক। 'ওকে আমি চিনি, আমাকে নিঃস্ব না করে ওর শান্তি নেই। চুক্তি করে খুন হওয়ার বদলে আমি বরং ওকেই খুন করব।'

'পারবে না,' সেলুনমালিকের কাঁধ থেকে হাতটা পড়ে যেতে দাড়ি চুলকানোর ভান করল অপ্রস্তুত উইনশীপ। 'আমি খবরটা দিতে এসেছি কারণ চাই না তুমি রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকো। যদি তুমি ডেডউডে ঢুকেও পড়ো, ওর ধারেকাছে যেতে পারবে না। গানস্লিঙ্গাররা পাহারা দিচ্ছে ওকে, কোনও সুযোগই পাবে না তুমি।'

'কিন্তু কি করে···' হাত দুটো কাঁপছে দেখে প্যান্টের পকেটে ঢোকাল ডিউক ওয়েন। 'কি করে···। তুমি যখন খবর পাঠালে তখনও তো সে রওয়ানাই হয়নি, আমার আগে ডেডউডে এল কি করে সে?'

'দ্রুত এগিয়েছে। পথেও কোনও ঝামেলা হয়নি। তাছাড়া ভাল স্কাউট পেয়েছিল।'

শুষ্ক হাসল জেমস। 'সময় হোক, তোমার প্রাপ্য আমি ঠিকই দেব তোমাকে।'

কথাটা না শোনার ভান করে এড়িয়ে গেল উইনশীপ, ডিউক ওয়েনের উদ্দেশে বলল, 'আমি শিলডার্সকে বলে এসেছি রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা করে ওর প্রস্তাবটা জানাব। তুমি যদি ওর কথা

না শোনো তাহলে আমার মনে হয় কাস্টার সিটিতে ফিরে গিয়ে সেলুন খুললেই ভাল করবে। ডেডউডে তোমাকে দেখা গেলে খুন করার জন্য গুলি করতে গানস্লিঙ্গারদের নির্দেশ দিয়েছে শিলডার্স।'

'ডিউক, তোমার সঙ্গে সর্বক্ষণ মিথ্যে কথা বলেছে এই লোকটা,' ডিউক ওয়েন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে দেখে শান্ত স্বরে বলল জেমস। 'ল্যারামিতে যখন ওয়্যার করল তখনও বলেছে শিলডার্স রওয়ানা হয়নি। এখন বলছে আগে পৌঁছে সেলুন চালু করে ফেলেছে। এত মালপত্র নিয়ে পরে রওয়ানা হয়েও আগে পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব। বিশ্বাসঘাতকটাকে জিজ্ঞেস করো শিলডার্স ওকে কত দিয়েছে।'

'লোকটা মাতাল, তাই না?' ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল উইনশীপ। 'খামোকা ঝামেলা বাড়িয়েছ, ডিউক। আমি আগেই বলেছিলাম ওকে দিয়ে কাজ হবে না।'

কোনও জবাব দিল না সেলুনমালিক। উইনশীপকে পিটিয়ে লাশ বানানোর ইচ্ছে নিয়ে পা বাড়িয়েও থেমে গেল জেমস। বিরাট হাউকাউ লেগে গেছে সুসানাদের ওয়্যাগনে। অ্যাবির কান্নাকাটি আর সুসানার গালাগাল শোনা যাচ্ছে, মাঝেমধ্যেই আওয়াজ উঠছে জোরাল চড়ের।

চুলের মুঠি ধরে অ্যাবিকে ছেঁচড়ে টেনে তাঁবুতে এসে ঢুকল সুসানা, কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'বল্, ডিউককে বল্ কি করেছিস, আজকে তোকে মেরেই ফেলব না বললে।'

ওয়্যাগন ট্রেনের সবাই ঝগড়া শুনেছে, তাঁবুর সামনে দৌড়ে এসে থামল তারা। বোকার মতন তাকিয়ে আছে ডিউক ওয়েন, কি করা উচিত কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। আস্তে করে তাঁবু থেকে

বেরিয়ে ঘোড়ায় উঠল জ্যাক উইনশীপ।

'আমি···আমি সিভার্সকে বলে দিয়েছি সোনা কোথায় আছে,' ফিসফিস করে বলল অ্যাবি, 'সিভার্স উইনশীপের লোক। উইনশীপ কাজ করছে ব্রুস শিলডার্সের হয়ে।'

যমজ দু'ভাই, ওয়েন বা সুসানা কেউ খেয়াল করেনি উইনশীপের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেছে জেমস ফ্ল্যাগ। নিঃশব্দে হেঁটে উইনশীপের ঘোড়ার পাশে পৌঁছে গেল জেমস, একহাতে রাস ধরে অন্যহাতে চুলের গোছা টেনে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আনল লোকটাকে। স্ক্যাবার্ড থেকে ছোরা বের করে পিঠে খোঁচা মারতে মারতে সবার সামনে দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাঁবুর ভেতরে। গলায় ছোরা ধরে মাপা হাতে চাপ দিতেই কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে গেল ফলার ওপর দিয়ে।

'না, না!' আতঙ্কে নীল হয়ে গেল উইনশীপের চেহারা। 'ডিউক, বাঁচাও!'

'ওকে কথা বলতে দাও, জেমস,' নির্বাক ডিউক ওয়েনকে একবার দেখে নিয়ে বলল আইক মিলার্স।

ছোরার বাঁটে হাতের চাপ আরেকটু বাড়াল জেমস। 'সিভার্স এখন কোথায়?'

'ডেডউড।'

'বলে যাও, তোমার কথা শুনতে খুব মিষ্টি লাগছে আমার।'

'শিলডার্সের সেলুনটার নাম ব্রুসেস ক্যাসল। সিভার্স আর লেসলি দু'জনেই ওখানে আছে। ওরা মনে করছে কালকে যাবে ডিউক ওখানে। ঘোড়া থেকে নামার আগেই গুলি করে ফেলে দেবে ওকে তারা।'

'সিভার্সই লেলিয়ে দিয়েছিল ইণ্ডিয়ানদের?'

'হ্যাঁ। বলেছিল অনেক হুইস্কি আছে। কাছাকাছিই আড়াল থেকে নজর রেখেছে সে, তোমরা খুন হয়ে গেলে ইণ্ডিয়ানরা চলে যাবার পর সোনা লুটে নিত।'

ছোরা স্ক্যাবার্ডে রেখে হতভম্ব ডিউক ওয়েনের দিকে তাকাল জেমস। 'হারামজাদাকে নিয়ে কি করবে?'

'ছেড়ে দাও,' সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল ডিউক, 'আর ফিরবে না, দক্ষিণে রওয়ানা হয়ে যাও, উইনশীপ। আবার যদি তোমাকে দেখি, খুন হয়ে যাবে তুমি আমার হাতে।'

টলতে টলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় উঠল জ্যাক উইনশীপ। একবার গলায় হাত বুলিয়ে চোখের সামনে এনে রক্ত দেখল, তারপর ঘোড়া ছোটাল অন্ধকারে। আর এই এলাকায় ফিরছে না সে, বুঝে ফেলেছে কথা রাখবে সেলুনমালিক।

উবু হয়ে বসে পিঠ দুলিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অ্যাবি। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল ডিউক ওয়েন, তাকাল আইক মিলার্সের দিকে। 'অ্যাবিকে দূর করে দাও চোখের সামনে থেকে। আমি আজ রাতেই ডেডউডে যাব। যাবে তোমরা?'

'অবশ্যই,' হাতের ইশারায় অ্যাবিকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে বলল আইক।

'আমিও যাব,' ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াল ডেভ।

তিনজনই একসঙ্গে তাকাল জেমসের দিকে। ওরা মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু অপেক্ষা করছে।

'আমিও যাব,' অবশেষে বলল জেমস। 'সিভার্সের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে আমার।'

*

ব্রায়ানের সঙ্গে সাপার সেরেই আবার সোরেল গেল্ডিঙে স্যাডল বাঁধল জেমস। একবার তাকিয়ে দেখল আগুন জ্বলছে মায়রাদের ক্যাম্পে। আগুনের ধারে বসে আছে মায়রা একা, অ্যালিস্টারকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'চলে যাওয়ার আগে একবার ওর সঙ্গে দেখা করে যেয়ো,' পেছন থেকে বলল ব্রায়ান। জেমস পা বাড়াতেই ওর পাশে এসে হ্যাণ্ডশেক করল। 'ভাল থেকো, জেমস। তুমি যে-কাজ করতে যাচ্ছ সেটা আমি ভাল বলতে পারছি না, তবে বুঝছি কাজটা কেন করবে।'

'বুঝেছ?' খানিকটা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল জেমস।

ওপর নিচে মাথা দোলাল ব্রায়ান। 'ঈশ্বর তোমাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। কোনও লড়াইয়ে পিছিয়ে যাবে না তুমি।'

'উঁহু, ব্যাপারটা তা নয়। ডিউক ওয়েন স্কাউট হিসেবে নয়, গানস্লিঙ্গার হিসেবেই ভাড়া করেছিল আমাকে। মুখে বলেনি, তবু তাই ছিল ওর মনে। কাজেই এখন ওর বিপদে পিছিয়ে যাওয়া আমার মানায় না।'

'তারপরও ওই একই কথা বলব আমি,' হাসল স্কুলটিচার। 'হয়তো বিয়ের পর বদলে যাবে তুমি। অনেকেই বদলায়।'

ব্রায়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার দড়ি হাতে মায়রার পাশে থেমে দাঁড়াল জেমস, মৃদু কণ্ঠে ডাক দিল, 'মায়রা।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঘুরল মায়রা। কাঁদছে। নীচু স্বরে বলল, 'তুমি শুনবে না, তাই আর কিছু বলছি না। শুধু মনে রেখো আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য।'

'আমাকে যেতেই হবে, মায়রা।' অনেকক্ষণ পর বলল জেমস। দু'হাতে মায়রাকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে সরে গেল দ্রুত। ঘোড়ার রাস ধরে হাঁটতে শুরু করল।

তাঁবুর সামনে পৌঁছে সে দেখল অপেক্ষা করছে হেইন্স, মনরো, ডিউক ওয়েন আর যমজ দু'ভাই। হেইন্স আর মনরোকে ওয়্যাগন ট্রেনের পাহারায় থাকতে বাধ্য করল জেমস, কোনও যুক্তিতর্ক শুনল না। তারপর ঘোড়ায় উঠে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা চারজন। সামনে যাচ্ছে ডিউক আর জেমস, পেছনে দু'ভাই। সুসানা হাত নাড়তেই পাল্টা জবাব দিল ডিউক ছাড়া বাকি তিনজন। চিন্তায় ডুবে আছে সেলুনমালিক।

চাঁদ নেই আকাশে। তারার অস্পষ্ট আলোয় ক্যানিয়নের অন্ধকার কাটেনি। ধীরে ধীরে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ওরা, কথা বলছে না কেউ কারও সঙ্গে। ঘণ্টা দু'এক পরে ডেডউডের আলো দেখা গেল। একটা গালচের মাঝে ডেডউড শহর, লম্বায় তিন মাইল আর চওড়ায় পঞ্চাশ গজ।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো। বেশির ভাগ শ্যাকেই আলো নিভে গেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে লোকজন। ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকাতেও মাত্র কয়েকটা বাতি জ্বলছে। সেলুন আর হোটেলগুলো ছাড়া আজকের মত ব্যবসা গুটিয়েছে সবাই।

'ঠিক কতটুকু কি করতে হবে বলে ফেলো,' নীরবতা ভাঙল জেমস।

'হ্যাঁ, সেই ভাল,' মাথা ঝাঁকাল ডিউক ওয়েন। 'ব্রুস শিলডার্স আমার। আজ রাতের পর আমাদের যেকোন একজন বাঁচবে।'

'সিভার্স আমার,' ভারী গলায় বলল জেমস, 'ডন ক্র্যাফটের

র‍্যাঞ্চে সিভার্স না থাকলেও ওরই নির্দেশে সবকিছু হয়েছে।'

'আমি আর ডেভ প্রথমে ঢুকব,' গলা খাঁকারি দিল আইক। 'দরজা যদি বন্ধ দেখি লাথি মেরে ভেঙে ভেতরে ঢুকব। সবার শেষে আসবে ডিউক। আজরাতে ওরা আমাদের আশা করছে না, হয়তো চমকে দেয়া যাবে। মনে হয় উইনশীপ এই একটা কথা সত্যি বলেছে।'

'বলেছে,' একমত হলো জেমস। 'কালকে পর্যন্ত অপেক্ষা করলে এতদূর আসতে পারতাম না আমরা, শিলডার্সের চেলারা ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করে ফেলে দিত।' ডিউকের দিকে তাকাল সে। 'তুমি তো শিলডার্সকে চেনো, এখন ওকে পাওয়া যাবে কোথায়?'

'অফিসে। নিজের পার্সেন্টেজ গুনছে এখন বসে বসে।'

কথা ফুরিয়ে গেছে, নীরবে এগোল ওরা। পাঁচমিনিট পর আইক ঘোড়া থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। এসে গেছে ওরা। হাতের বামদিকে সেলুনটা—ব্রুসেস ক্যাসল। নিঃশব্দে নামল বাকিরা ঘোড়া থেকে।

ষোলো

রাস্তায় আলো নেই বলে দরজার ওপর টাঙানো বিশাল

সাইনবোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না। কাঁচের জানালাতেও বড় বড় হরফে লেখা আছে সেলুনটার নাম। জানালা পথে উজ্জ্বল হলুদ আলো এসে পড়ছে বাইরে। সেলুন এখনও খোলা কিনা নিশ্চিত হবার উপায় নেই। হয়তো আগামী কালকের জন্য পরিষ্কার করা হচ্ছে জায়গাটা।

রাস্তায় দু'একজন মাতাল ছাড়া আর কেউ নেই। সেলুন হেঁটে পার হয়ে হিচরেইলে ঘোড়াগুলো বাঁধল ওরা। চারপাশ দেখে নিল আরেকবার। তারপর সিক্সগান হাতে সেলুনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। জেমসের দিকে তাকাল আইক। জেমস মাথা ঝাঁকাতেই নবে মোচড় দিয়ে গায়ের জোরে দরজায় ঠেলা দিল সে।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দৌড়ে ঘরে ঢুকে ডানদিকে সরে গেল আইক। তার পেছন পেছন ছুটল জেমস। ডেভ ঘরে ঢুকে বামদিক কাভার করল। উইনশীপ মিথ্যে বলেনি, ওদের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে না শিলডার্সের গানস্লিঙ্গাররা। ওরা বোধহয় ভেবেছে কালকের আগে আসবে না ডিউক ওয়েন।

টেবিলে ড্রিঙ্ক সামনে নিয়ে বসে আছে কয়েকজন মাইনার আর ব্যবসায়ী। অবাক হয়ে তাকাল ওরা। ব্যাপার বুঝতে পেরেই লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে শুয়ে পড়ল, ক্রল করে সরে যেতে শুরু করল লাইন অভ ফায়ার থেকে। সিক্সগানের দিকে হাত বাড়াল শিলডার্সের লোকেরা।

আগুনের ঝলক, বিস্ফোরণের শব্দ আর ধোঁয়ায় নরক হয়ে উঠল ঘর। মাথার ওপরে আর আশেপাশের দেয়ালে বুলেট গাঁথার ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল জেমস। গোনার সময় নেই, তবে আন্দাজে বুঝতে পারছে শত্রুপক্ষে অন্তত ছ' থেকে আট জন লোক আছে। ওর প্রথম গুলি সামনের লোকটার বুকে বিঁধল। চিত হয়ে পড়ে গেল

গানম্যান।

দৌড়ে পেছন দরজার দিকে এগোল জেমস। কেন যেন মনে হয়েছে এই দরজা দিয়ে শিলডার্সের অফিসে ঢোকা যাবে। ডান কনুই জ্বলছে ওর, চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বুলেট। সিক্সগান তাক করেও আইকের গুলিতে পড়ে গেল এক জুয়াড়ী। জেমস জানে আহত হয়েছে ডেভ। ওর দিক থেকে গুলি করছে না কেউ।

পালাতে চেষ্টা করছে অক্ষত তিনচারজন গানম্যান। সামনাসামনি লড়াই করার সাধ মিটে গেছে ওদের। পয়সার বদলে প্রাণ খোয়ানোর চেয়ে পালানোই ভাল মনে করছে এখন। ওদের পেছনে জানালা দিয়ে কয়েকটা বুলেট পাঠিয়ে দিল ডিউক ওয়েন আর আইক, তারপর ছুটল জেমসের পেছন পেছন। গুলি ছুঁড়ছে দু'জনই। হঠাৎ গালি দিয়ে ওঠায় জেমস বুঝল আহত হয়েছে আইক। জানালার কাছে পড়ে থাকা আহত একজন গানস্লিঙ্গার গুলি করেছে।

দরজা খুলে ডবল ব্যারেল শটগান হাতে বেরিয়ে এল সিভার্স। গলায় জেমসের গুলি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল পরক্ষণে। অস্ত্র আর ব্যবহার করা হলো না তার, নিজের রক্তে মেঝে ভাসিয়ে মারা গেল ঘড়ঘড় শব্দ তুলে।

যেরকম হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনই আচমকা থেমে গেল সমস্ত গোলাগুলির আওয়াজ। আহত আর মৃতদের টপকে পেছনের দরজা দিয়ে জেমসের সঙ্গে ঘরে ঢুকল ডিউক ওয়েন। এঘরেও সেলুনের মতই উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ডেস্কের পেছনে বসে আছে কুৎসিত চেহারার লোকটা। মোটা কাঁচের চশমা পরে খোলা লেজার দেখছিল, ওদের পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল।

ডেস্কের দশফুট দূরে থেমে সিক্সগান রিলোড করল ডিউক, তারপর অস্ত্রটা তাক করে ধরল লোকটার অস্বাভাবিক বড় মাথা লক্ষ্য করে।

'বহুদিন পর দেখা, ব্রুস।'

'হ্যাঁ, বহুদিন পর,' ভাবলেশহীন চেহারায় ধীরে ধীরে বলল ব্রুস শিলডার্স।

লোকটা ওর ওজন বোঝার চেষ্টা করছে, জেমস পরিষ্কার বুঝল কোথাও বড় ধরনের কোনও গণ্ডগোল আছে। ব্রুসের মত লোক কারও ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। ওদের এঘর পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই খুন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, অথচ লোকটা এখনও নির্বিকার, এক বিন্দু ভয় পায়নি। সাবধান হওয়ার তাগিদ বোধ করছে জেমস।

কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সিক্সগান হোলস্টারে পুরল ডিউক ওয়েন। 'উঠে দাঁড়াও, ব্রুস, ড্র করো। আমাদের মধ্যে যেকোনও একজন আজকে হেঁটে বের হবে এঘর থেকে।'

'আপত্তি নেই,' হাসল ব্রুস শিলডার্স, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখাল না। এখনও তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে জেমসের ওপর। খানিক পরে বলল, 'তুমিই বোধহয় জেমস ফ্ল্যাগ? সিভার্স বলেছিল তোমাকে শেষ করা কঠিন হবে।' চোখ না সরিয়েই কুঁজো হয়ে বসল সে চেয়ারে। হাত দুটো ঝুলিয়ে দিল অলস ভঙ্গিতে।

সন্দেহ হতেই শিলডার্সের হাতের কথা ভুলে দ্রুত একবার ঘরের চারপাশে নজর বোলাল জেমস। ব্রুসের বামদিকের দেয়ালে বোধহয় একটা ক্লজিট আছে। মোটা কাপড়ের লাল পর্দা টাঙিয়ে ঘর থেকে জায়গাটা আলাদা করা হয়েছে।

ডানদিকে এক পা সরেই ক্লজিট লক্ষ্য করে গুলি করল জেমস। একই সঙ্গে গায়ের জোরে নিজের দিকে টান দিল ভারী ডেস্কটা। গর্জে উঠল একটা ব্যারেল কাটা শটগান। জেমসের হাঁটুর কাছ দিয়ে গিয়ে দেয়ালে গাঁথল বাকশট। ঠিক সময় সে ডেস্ক না সরালে হাঁটু থেকে কাটা পড়ত ডিউক ওয়েনের পা জোড়া।

উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্রের খোঁজে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ব্রুস শিলডার্স। ডিউক ওয়েনের হাতে আগেই উঠে এল সিক্সগান। পর পর দুটো গুলি করল সে পুরানো শত্রুর বুকে। ছিটকে পেছনের দেয়ালে সেঁটে গেল শিলডার্স, ফিসফিস করে শুধু বলতে পারল, 'সিভার্স ঠিকই বলেছিল!' তারপর মেঝেতে পড়ে গেল ধড়মড় করে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্তের সঙ্গে বুদ্বুদ বের হলো কয়েকবার।

ক্লজিটের সামনে গিয়ে টান দিয়ে পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলল জেমস। ওদের ওয়্যাগন ট্রেনের গার্ডদের সঙ্গে বসে আর গল্প করতে হবে না হ্যানবলকে, বুকে গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে সে ক্লজিটের ভেতর। শেষ মুহূর্তে খামচে ধরেছিল বুক। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নেমে নোঙরা জামাটা ভিজিয়ে দিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে মেঝেতে।

হ্যানবলের সিক্সগান মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে তাকাল জেমস। এখনও একদৃষ্টিতে মৃত ব্রুস শিলডার্সকে দেখছে সেলুনমালিক।

'আমাকে একবারও সমান সুযোগ দেয়নি সে,' ফিসফিস করে বলল ডিউক ওয়েন।

সিক্সগান রিলোড করে দরজার দিকে পা বাড়াল জেমস। সেলুনে ঢুকে দেখল এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে আইক মিলার্স। ওকে

ডেস্কের দশফুট দূরে থেমে সিক্সগান রিলোড করল ডিউক, তারপর অস্ত্রটা তাক করে ধরল লোকটার অস্বাভাবিক বড় মাথা লক্ষ্য করে।

'বহুদিন পর দেখা, ব্রুস।'

'হ্যাঁ, বহুদিন পর,' ভাবলেশহীন চেহারায় ধীরে ধীরে বলল ব্রুস শিলডার্স।

লোকটা ওর ওজন বোঝার চেষ্টা করছে, জেমস পরিষ্কার বুঝল কোথাও বড় ধরনের কোনও গণ্ডগোল আছে। ব্রুসের মত লোক কারও ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। ওদের এঘর পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই খুন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, অথচ লোকটা এখনও নির্বিকার, এক বিন্দু ভয় পায়নি। সাবধান হওয়ার তাগিদ বোধ করছে জেমস।

কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সিক্সগান হোলস্টারে পুরল ডিউক ওয়েন। 'উঠে দাঁড়াও, ব্রুস, ড্র করো। আমাদের মধ্যে যেকোনও একজন আজকে হেঁটে বের হবে এঘর থেকে।'

'আপত্তি নেই,' হাসল ব্রুস শিলডার্স, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখাল না। এখনও তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে জেমসের ওপর। খানিক পরে বলল, 'তুমিই বোধহয় জেমস ফ্ল্যাগ? সিভার্স বলেছিল তোমাকে শেষ করা কঠিন হবে।' চোখ না সরিয়েই কুঁজো হয়ে বসল সে চেয়ারে। হাত দুটো ঝুলিয়ে দিল অলস ভঙ্গিতে।

সন্দেহ হতেই শিলডার্সের হাতের কথা ভুলে দ্রুত একবার ঘরের চারপাশে নজর বোলাল জেমস। ব্রুসের বামদিকের দেয়ালে বোধহয় একটা ক্লজিট আছে। মোটা কাপড়ের লাল পর্দা টাঙিয়ে ঘর থেকে জায়গাটা আলাদা করা হয়েছে।

ডানদিকে এক পা সরেই ক্লজিট লক্ষ্য করে গুলি করল জেমস। একই সঙ্গে গায়ের জোরে নিজের দিকে টান দিল ভারী ডেস্কটা। গর্জে উঠল একটা ব্যারেল কাটা শটগান। জেমসের হাঁটুর কাছ দিয়ে গিয়ে দেয়ালে গাঁথল বাকশট। ঠিক সময় সে ডেস্ক না সরালে হাঁটু থেকে কাটা পড়ত ডিউক ওয়েনের পা জোড়া।

উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্রের খোঁজে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল ব্রুস শিলডার্স। ডিউক ওয়েনের হাতে আগেই উঠে এল সিক্সগান। পর পর দুটো গুলি করল সে পুরানো শত্রুর বুকে। ছিটকে পেছনের দেয়ালে সেঁটে গেল শিলডার্স, ফিসফিস করে শুধু বলতে পারল, 'সিভার্স ঠিকই বলেছিল!' তারপর মেঝেতে পড়ে গেল ধড়মড় করে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্তের সঙ্গে বুদ্বুদ বের হলো কয়েকবার।

ক্লজিটের সামনে গিয়ে টান দিয়ে পর্দাটা ছিঁড়ে ফেলল জেমস। ওদের ওয়্যাগন ট্রেনের গার্ডদের সঙ্গে বসে আর গল্প করতে হবে না হ্যানবলকে, বুকে গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে সে ক্লজিটের ভেতর। শেষ মুহূর্তে খামচে ধরেছিল বুক। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নেমে নোঙরা জামাটা ভিজিয়ে দিয়েছে, ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে মেঝেতে।

হ্যানবলের সিক্সগান মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে তাকাল জেমস। এখনও একদৃষ্টিতে মৃত ব্রুস শিলডার্সকে দেখছে সেলুনমালিক।

'আমাকে একবারও সমান সুযোগ দেয়নি সে,' ফিসফিস করে বলল ডিউক ওয়েন।

সিক্সগান রিলোড করে দরজার দিকে পা বাড়াল জেমস। সেলুনে ঢুকে দেখল এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে আইক মিলার্স। ওকে

দেখে হাসার চেষ্টা করল আইক, ফিসফিস করে বলল, 'ডেভ গুলি খেয়েছে। গুরুতর না, কাঁধের মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তোমার কি অবস্থা?'

'কনুই ছিলে গেছে, আর কিছু না।'

দরজায় এসে দাঁড়াল সেলুনমালিক, এগিয়ে আইককে ধরে বিস্মিত চোখে তাকাল জেমসের দিকে। 'শটগান আর ক্লজিটের ব্যাপার বুঝলে কি করে, আমি তো ভাবতেও পারিনি।'

'অভিজ্ঞতা। ব্রুস শিলডার্সের আচরণ স্বাভাবিক ছিল না। খেয়াল করোনি, দু'একবার আড়চোখে তাকিয়েছে সে ক্লজিটের দিকে? তারপর যখন দেখলাম সে ডেস্ক থেকে হাত নামিয়েছে, বুঝলাম বিপদ আসছে।'

গোলাগুলির শব্দ থেমে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝে ঘরে ঢুকল তিনজন লোক। তাদের একজন মার্শাল অপর দু'জন ডাক্তার আর বাড়ির মালিক। গম্ভীর চেহারায় ঘুরে ফিরে অবস্থা দেখে করোনারকে ডাকতে চলে গেল মার্শাল। আহতদের জড় করে কাজে লেগে পড়ল ডাক্তার তার পেট মোটা কালো ব্যাগ খুলে।

কয়েক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল বাড়ির মালিক, ডিউক ওয়েনকে রাজি করিয়ে ফেলল বাড়িটা নতুন করে লীজ নেয়ার ব্যাপারে। জানাল আইনগত যেকোনও ঝামেলা সে সামলে নেবে।

ওদের আলাপ শেষ হওয়ার পর ডিউক ওয়েনকে একপাশে টেনে নিয়ে বিদায় চাইল জেমস। নিরাপদেই এখন ডেডউডে পৌঁছবে ওয়্যাগন ট্রেন, ওর কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ওকে আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিল সেলুনমালিক, স্যুটের ভাঁজ

হাতে ঝেড়ে ঠিক করে বলল, 'এক হাজার ডলার সুসানার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো, আর ওকে বোলো আমি ওকে ভালবাসি।'

'বলব,' মাথা ঝাঁকিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল জেমস। একটা দায়িত্ব শেষ, তবে ওর সামনে আরও অনেক বড় দায়িত্ব পড়ে আছে। ওর ওপর নির্ভর করছে অনেকে। মায়রাকে বিয়ে করে সুখের ঘর উপহার দিতে হবে। বুড়ো চীফকে দেয়া কথা রাখতে হবে। একটা র‍্যাঞ্চ চাই ওর, যেখানে সবাই একসঙ্গে থাকতে পারবে।

সোরেল গেল্ডিঙ ছুটিয়ে আপনমনে হাসল জেমস। মায়রার কাছে ফিরে চলেছে সে, প্রতিটা দিন মনে হবে নতুন। বাঁচতে ইচ্ছে হবে ওর।

****